চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১ চৈত্র – ৭ চৈত্র, ১৪৩১ ঃ ১৫ মার্চ – ২১ মার্চ, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 20, 15 March - 21 March, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভোটার তালিকা নিয়ে বাংলায় বিতর্ক তুঙ্গে। একই নম্বরের

এপিক কার্ডে পাওয়া যাচ্ছে একাধিক নাম। আবার একই নামে একাধিক এপিক কার্ড। শাসক বিরোধী সবাই দুষছে নির্বাচন কমিশনকে। চাপের মুখে কমিশন জানালো তিন মাসে ব্যবস্থা। সকলকে দেওয়া হবে ইউনিক নম্বরের এপিক।

রবিবার : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে

ফের অশান্তি ছড়িয়ে পড়লো মণিপুরে। চলল গুলি, পড়ল লাশ, আহত বহু। কুকি-জো এলাকায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বনধ ডাকলো যৌথ সংগঠনগুলি।

সোমবার : কলকাতায় গাড়ির দূষণ মাপার যন্ত্র ৫ বছর ধরে চলার

পর চুক্তির মেয়াদ শেষে ধরা পড়ল এইসব যন্ত্রের বৈধ শংসাপত্রই নেই। পরিবহন দপ্তর দীর্ঘদিন ধরে শংসাপত্র সহ যন্ত্র চাইলেও নির্বিকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

মঙ্গলবার : কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য

বাগচীকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগে চূড়ান্ত অনুমোদন দিল কেন্দ্র। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম তাঁর নাম সুপারিশ করে।

বুধবার : পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে পেশোয়ার যাচ্ছিল জাফর

এক্সপ্রেস। বালুচিস্তানের পেহরা কুনরি স্টেশন পার হতেই রেল লাইনে ঘটে বিস্ফোরণ। এরপর জানা যায়, বালোচ লিবারেশন আর্মি বন্দি করেছে ট্রেনটিকে। পনবন্দি হয়েছে ২১৪ জন।

বৃহস্পতিবার : পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ২০১০ সালের পর

দেওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। অথচ এখনও পালিত হয়নি সেই নির্দেশ। নির্দেশ অমান্য করায় হাইকোর্টে ক্ষমা চাইলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব।

শুক্রবার : ৪ কিলোমিটার বাড়তে চলেছে জোকা-বিবাদী বাগ

মেট্রো রেলপথ। এক প্রান্তে বাড়ছে জোকা আইআইএম ও অন্য প্রান্তে মোহনবাগান মাঠ পর্যন্ত। প্রস্তাব মেনে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল বোর্ড।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভোটার তালিকা সমীক্ষায়

জোরালো হচ্ছে অনুপ্রবেশ তত্ত্ব

কল্যাণ রায়চৌধুরি

রাজ্য জুড়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে শাসক ও বিরোধী দলগুলোর। আগামী বছরে আসন্ন এই নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নেতাজি ইনডোরে ভূতুড়ে ভোটারের প্রসঙ্গে উত্থাপন করার পরপরই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য প্রশাসন। এই মর্মে সর্বত্র ভোটার তালিকা নতুন করে সংশোধনের প্রস্তুতি শুরু হতে চলেছে। ভোটার তালিকা ধরে ধরে 'ভূতুড়ে' বা অবৈধ ভোটার ধরার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগণার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সম্প্রতি বনগাঁ- বাগদা এলাকার এই ভুতুড়ে বা অবৈধ ভোটার নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির রাজ্যের চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এই এলাকা মূলত মতুয়া এলাকা। পাশাপাশি রয়েছে সংখ্যালঘু ভোটেরও একটা অংশ।

সম্প্রতি বনগাঁর ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নারায়ণ ঘোষ দাবি করছেন, এখানে এক ব্যাক্তির দুই জায়গায় দুইটি ভোট। বাড়ি বাড়ি স্কুটিনি করতে গিয়ে বিষয়টা তার সামনে আসে। ভোটারের ছবি এক। কিন্তু এপিক নম্বর আলাদা। ভদ্রলোকের নাম বিপ্লব সেন। বিপ্লববাবু দাবি করেছেন, আমার নতুন কার্ড তৈরি হবার পর পুরোনো কার্ড জমা নেয়। কিন্তু কর্মীরা নামটা কাটেনা। সেক্ষেত্রে তো আমাদের দোষ নয়। এদিকে আবার বাগদার হেলেঞ্চায় বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ২২টি বুথ রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভূতুড়ে ভোটার খুঁজে এখনও পর্যন্ত ১৩টি বুথে স্কুটিনি সম্পন্ন হয়েছে। তাতেই ৪১৮টি ভূতুড়ে ভোটারের খোঁজ পেয়েছে তৃণমূল।

এরপর পাঁচের পাতায়

সুকান্তর আঙুল ছাপের প্রস্তাব

চ্যালেঞ্জ মমতার!

বিশেষ প্রতিনিধি : 'ভাবের ঘরে চুরি। যেন ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি!'

এই বহুল প্রচারিত বাংলা প্রবাদটি এখন রাজ্যের বিরোধী দলগুলির যেন ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের এক তুখোড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অন্তত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণের নিশানা করতে এভাবেই তো অধুনা কামান দাগিয়েছেন রাজ্যের বিজেপি ক্যাপটেন।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের রাজ্য সম্মেলনের ডাক দেন। সেখানেই তিনি আওয়াজ তোলেন, রাজ্যবাসীর ভোটার এপিক নম্বর নিয়ে বড়সড় গড়মিলের অভিযোগ। সেই সম্মেলনে তিনি বলেন, রাজ্যে বসবাসকারীদের বহু ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর নিয়ে ব্যাপক গড়বড় করা হয়েছে। একই এপিক নম্বরে ২জন ভোটার রয়েছে। একজন এই রাজ্যের তো অন্যজন ভিন প্রদেশের। এটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে। বিজেপির নির্দেশে কাঠের পুতুল হয়ে নির্বাচন কমিশন এধরণের চক্রান্ত করে চলেছে। যাতে বিরোধীরা ভোটে পর্যদুস্ত হয়। তিনি গলার সুর আরও চড়িয়ে মন্তব্য করেন, ঠিক এই প্রকার চালাকি করে নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে জয়লাভ করেছে। সামনের বছর এই রাজ্যেও বিধানসভা ভোট হবে। এই একই চালাকি বিজেপি এখানেও করতে চাইছে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে। কিন্তু বাংলার মাটি শক্ত ঘাঁটি। এখানে এইসব জুয়াচুরি চলবে না। আমরা এই চক্রান্ত রুখবো। আমাদেরকে হারানোর জন্য তলে তলে বিজেপিকে সঙ্গ দিচ্ছে সিপিএম ও কংগ্রেস।

এরপর পাঁচের পাতায়

মনের হদিস

শক্তি ধর

সৃষ্টিকর্তা সম সংখ্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলিয়ে মিলিয়ে প্রাণী তৈরি করেন। কিন্তু যেটা আশ্চর্যের সেটা হল কোটি কোটি প্রাণীর মন একে অপরের থেকে আলাদা। মানুষের ক্ষেত্রে তা আরও প্রকট। যত কোটি মানুষ তার তত কোটি রকমের মন। শোনা যায় কোনও কোনও যোগী নাকি তাঁদের ক্ষমতাবলে অন্যের মনের কথা বুঝতে পারেন। তবে তা নিতান্তই বিরল। সাধারণভাবে একজনের মনের হদিস পাওয়া অসম্ভব।

আশ্চর্যের হলেও সত্যি এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলছে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা তথ্য প্রযুক্তি। আর স্মার্ট ফোন এবং কম্পিউটার আমার আপনার মনকে তুলে দিচ্ছে তথ্য প্রযুক্তিবিদ বা আইটি এক্সপার্টদের হাতে। আমি আপনি সোশাল মিডিয়ায় কী কমেন্ট করছি, কী লাইক করছি, কী মতামত বিনিময় করছি, এমনকী কী ধরণের পোশাক, প্রসাধন, খাবার অর্ডার করছি তা বিশ্লেষণ করে কার কেমন মন তার খোঁজ পেয়ে যাচ্ছে বিশ্লেষকরা। আর এই কাজ যারা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করাচ্ছে তারাই হল আইটি এজেন্সি। অর্থাৎ যে কাজ যোগী মুনিরা কঠোর তপস্যা করেও পারেন নি তা করে দেখাচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান।

মানুষের মনের হদিস এখন বড় দরকার বিভিন্ন জনের। কারোর দরকার ব্যবসার জন্য, কারোর প্রয়োজন প্রতারণা করতে। কিন্তু মনের বড় খদ্দের বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি। বিভিন্ন এজেন্সি লাগিয়ে বিপুল অর্থ দিয়ে মানুষের মন কিনছে তারা। এইসব এজেন্সি এখন রাজনৈতিক দলগুলির নয়নের মণি, আর মানুষ থুড়ি ভোটারের মন কুর্সি যুদ্ধের ঘুঁটি। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে গোপন ডেরায় বসে এজেন্সির দক্ষ কর্মীরা মনের গতি প্রকৃতি তুলে দিচ্ছে নেতা নেত্রীদের কাছে। বলে দিচ্ছে কোন এলাকার কোন সম্প্রদায়ের

মানুষ কোন রাজনৈতিক দল নিয়ে কী ভাবছে। অর্থাৎ যে মন ছিল মানুষের একান্ত গোপন, তা এখন আইটি বাজারের বহুমূল্য ডেটা।

আজকের যুগে এজেন্সি ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই তো এ রাজ্যের শাসক দলের সর্বময় কর্তৃ এজেন্সিকে কটাক্ষ করেও তাকে কাছে টানতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন ছাব্বিশের ছকে প্রধান বিরোধী দলের সঙ্গে লড়তে গেলে এজেন্সি ছাড়া গতি নেই। বিরোধী দল ইতিমধ্যেই একাধিক এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে সারা ভারতবর্ষে বলিয়ান হয়ে উঠেছে। আজ তাকেই অনুসরণ করছে ভারতের অন্য দলগুলি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পেতে চেষ্টা করেছে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন দল কংগ্রেস। নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য সেভাবে সাফল্য না পেলেও যে কটি রাজ্যে আজ তারা ক্ষমতায় তাও সেই এজেন্সিরই দান। এক্ষেত্রে সবথেকে পিছিয়ে রয়েছে বাম দলগুলি। যারা এতদিন বিপ্লব, বিকল্প ব্যবস্থা, মেধা, তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক লড়াই লড়েছে তারাও আজ বুঝতে পারছে ভারতের মানুষের মন বুঝতে গেলে এজেন্সি ছাড়া গতি নেই। আজ এই উপগ্রহ ইন্টারনেটের যুগে সাদামাঠা লড়াই অতীত হয়ে গিয়েছে। এখন রাজনৈতিক বোর্ডে টিকে থাকতে গেলে ছক পাল্টানো ছাড়া উপায় নেই। বামেদের নবীন প্রজন্ম তাই ঝুঁকছে এজেন্সির দিকে।

ফলে ভোটারকে এটা বুঝে নিতে হবে যে, তার মন সবসময়ে ডেটা হয়ে আইটি বিশেষজ্ঞদের ঝোলায় বন্দি। তার মনের দিকে আইটির চোখ নজর রাখছে সর্বক্ষণ। এ প্রসঙ্গে বাংলার একটি গান বড় প্রাসঙ্গিক।

চোখে চোখে কথা বলো / মুখে কিছু বলো না
মন নিয়ে খেলা করো / একি ছলনা।

সন্তোষপুর স্টেশনে ফের অগ্নিকাণ্ড

বজবজ শাখায় অনেক স্টেশনই এখন জতুগৃহ

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শাখার শিয়ালদহ-কোমাগাতামারু বজবজ শাখায় গত ৯ মার্চ সকালে বিধ্বংসী আগুন লেগে সন্তোষপুর রেল স্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্মের ১৫-২০টা দোকান ছারখার হয়ে গেল। ঐদিন সকাল সাড়ে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে একটি চা দোকান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন আয়ত্তে আনে। অধিকাংশ দোকানদাররাই তাদের মালপত্র ট্রেন লাইনে ফেলে দিলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। প্রসঙ্গত এর আগেও সন্তোষপুর স্টেশনে আগুন লেগেছিল। কিন্তু তারপরও রেল দপ্তর এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সন্তোষপুর স্টেশনের দুটি প্লাটফর্মে গজিয়ে উঠেছে অবৈধ বহু দোকান। অধিকাংশ দোকানে দাহ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ। আবার অনেক দোকানে আগুন জ্বেলে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দিন দিন এই রেলের জমি অধিকগ্রহণ

করে যে অবৈধ দোকান গজিয়ে উঠেছে তাদের সরাতে ব্যর্থ রেল প্রশাসন। স্থানীয় যাত্রীরা জানাচ্ছেন যে ট্রেন এলে এত দোকান আছে যার ফলে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়। রেল পুলিশ কার্যত এখানে ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায়। প্রসঙ্গত, এই শাখায় বেশ কয়েকটি রেলস্টেশান বর্তমানে জতুগৃহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন মুহূর্তে এই সমস্ত রেলস্টেশনে বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বিশেষ করে আকড়া স্টেশন, সন্তোষপুর স্টেশন, পার্কসার্কাস স্টেশন, টালিগঞ্জ স্টেশন এবং সর্বোপরি এক ভয়াবহ পরিস্থিতির আকার ধারণ করেছে বালিগঞ্জ জংশন স্টেশন। বালিগঞ্জ স্টেশনে গেলে মনে হবে যেন কোন বাজারে আপনি এসে পড়েছেন। বালিগঞ্জ স্টেশন ম্যানেজারের পক্ষ থেকে মাঝেমধ্যে রেলস্টেশন থেকে অবৈধ হকারদের উচ্ছেদ করার জন্য অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েও ব্যর্থ হতে হয়েছে। বিভিন্ন রেল স্টেশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, স্থানীয় শাসক রাজনৈতিক দলের যে ইউনিয়ন আছে তাদের মদতেই বিভিন্ন রেলস্টেশনে এই অবৈধ হকারদের রমরমা ব্যবসা গজিয়ে উঠেছে। যখনই অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়, তখন এই সমস্ত হকাররা এমনভাবে রুখে দাঁড়ায়, যার ফলে কোন রক্তক্ষয়ই সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। শুধু রেল পুলিশের পক্ষেই এই অবৈধ হকার উচ্ছেদ সম্ভব নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

তীব্র জলকষ্টে ভুগছে বানিওড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ চলছে কয়েকদিন পর শুরু হবে চৈত্র মাস। হাল্কা হাল্কা গরম পড়তে শুরু করেছে আর তাতেই তীব্র জলকষ্টে ভুগছে নলহাটি ১নং ব্লকের বানিওড় গ্রামপঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর, বানিওড়, বারসোর, সুলতানপুর গ্রামের বাসিন্দারা। এই সমস্ত এলাকায় বর্তমানে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ২০০ ফুটের নীচে নেমে গিয়েছে। সরকারি নলকূপগুলিতে পানীয় জল মিলছে না উপরন্তু বেশিরভাগ নলকূপ অকেজো হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তীব্র গরম পড়লে জলকষ্ট আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা গ্রামবাসীদের। বানিওড় গ্রামপঞ্চায়েতের বাসিন্দা বীরভূম জেলাপরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মৌমিতা রায়চৌধুরী বলেন, জেলাপরিষদ থেকে দুটি সাবমার্সিবল পাম্প বসানো হয়েছে। বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহার বাড়ি বানিওড় গ্রামেই। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে গ্রামে গ্রামে ট্যাঙ্কের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে নলহাটি ১ নং পঞ্চায়েতসমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাড়ল বাঘের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ বছর পর বাড়লো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা। বিগত বেশ কয়েক দিন ধরে সুন্দরবনের লোকালয় থেকে খাঁড়িতে দেখা মিলছিল বাঘের। বাঘ ধরতে গিয়ে মৈপীঠে বনকর্মীরা বাঘের থাবায় আঘাতও পেয়েছেন। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় এই উপদ্রবের কারণ আসলে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে।

২০২৫ সালের ব্যাঘ্র শুমারির রিপোর্ট বলছে গত ১৫ বছরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বেড়েছে ২৮টি। ২০১০সালে বাঘ ছিল ৭৪ টি। ২০২৫-এ তা বেড়ে হল ১০২। তার মধ্যে সুন্দরবনেই ১০১টি।

রাজ্যের বন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, 'সুন্দরবনের জঙ্গল বেড়েছে। ফলে বাঘের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু বাঘ বাড়লেও খাদ্যের সংস্থান কমে যাওয়ার খাদ্যের টানে বারবার লোকালয়ে চলে আসছে বাঘেরা।' ফলে চিন্তা বাড়ছে গ্রামবাসীদের।

ক্ষোভে ফুঁসছেন সমস্যায় জর্জরিত লাইব্রেরিয়ান ও কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান ও কর্মীরা নানা সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসছেন। জেলার ৫টি মহকুমার বিভিন্ন গ্রন্থাগার সূত্রে খবর, ২০১২ সাল থেকে জেলার লাইব্রেরিয়ান এবং কর্মীদের সার্ভিস বুক আপ টু ডেট করা হচ্ছে না। ২০১৪ সাল থেকে পিএফের স্টেটমেন্টও দেওয়া হয়নি তাদের। জেলার যতগুলো সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার আছে সেখান থেকে দুজন করে প্রতিনিধি থাকে এলএলএতে, গত ৮ বছর ধরে সেটাও নেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির কী অবস্থা তা জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরের কাছে পৌঁছোচ্ছে না। ১৫-২০ বছর ধরে যারা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান পদে আছেন তারা কোন উন্নয়নমূলক প্রস্তাবও জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জমা করেননি। সে কারণে অনেক গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো প্রায় ধ্বংস হতে চলেছে। এ ব্যাপারে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন সে ব্যাপারে কেউই জানতে পারছেন না। অনেক গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান এবং কর্মীরা জানাচ্ছেন, দীর্ঘ ৮ বছর ধরে তাদের কোনও প্রমোশন হয়নি। জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর সূত্রে আরও খবর, জেলায় মোট ১৯টা টাউন লাইব্রেরি আছে। মাত্র ২টি টাউন লাইব্রেরীতে লাইব্রেরিয়ান থাকলেও অন্যগুলোতে কর্মী বা সহযোগীদের দিয়ে কোনওরকমে চালানো হচ্ছে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারের নাকি দীর্ঘদিন ধরে কোনও অডিট হয়নি।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শেখ সাহিদুল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ফোনে তিনি জানান, এখন আমি ব্যস্ত আছি এ ব্যাপারে পরে কথা বলব। পরেও তিনি আর যোগাযোগ করেননি। ফলে কর্মীদের ক্ষোভ যেকোনও সময় ফেঁটে পড়তে পারে।

সম্পত্তি কর ইউএএতে না আনলে জরিমানা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌর এলাকায় বসবাসকারীরা স্থাবর সম্পত্তির কর যদি 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টের(স্যাফ) আওতায় না আসেন, তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থা জরিমানা ধার্য করবে। বছরে ৫ শতাংশ হারে এই জরিমানা ধার্য হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, আগামী মেয়র পারিষদ বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তারপর রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পৌর অ্যাসেসমেন্ট দপ্তর অভিযানে নামবে।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা পৌরসংস্থা তৎকালীন তাদের ১৪১টি ওয়ার্ডে 'ইউএএ সিস্টেমে ট্যাক্স চালু করে। 'ইউএএ নিয়মানুযায়ী কোনও সম্পত্তি করদাতা তার বাড়ি বা স্থাবর সম্পত্তির সম্ভাব্য কর নির্দিষ্ট পাঁচ পৃষ্ঠা ফর্মে হিসাব করে পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট-কালেকশন দফতরে জমা করে। কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট-কালেকশন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় 'ইউএএ চালু হওয়ার পর থেকে ৮ বছর পর এখনও এই ২০২৫ সালে মোট সম্পত্তি কর দাতার ২৫ শতাংশেরও কম অ্যাসেসি ইউএএ করের ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। আর বাকিরা পুরনো সেই 'অ্যানুয়াল রেন্টাল ভ্যালুয়েশন মেথড(এ আর ভি) পদ্ধতি সম্পত্তি কর দিচ্ছে। ২০২৪-এর ৯ ডিসেম্বরের হিসেবে কলকাতা

পৌর এলাকায় মোট পৌর সম্পত্তি করদাতা রয়েছে ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার। ওই আধিকারিকের কথায়, আগামী ৩ মাসের মধ্যে জোকা বাদে পৌরসংস্থার বাকি ১৪১টি ওয়ার্ডে সম্পত্তি কর 'ইউএএ পদ্ধতিতে চালু করতে লাগাতার অভিযানে বের হবে। মূলত বহুতল আবাসন, হাউজিং সোসাইটি, হাউজিং কমপ্লেক্স এবং ফ্ল্যাট মালিকদের ওপর বেশি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ, গত তিন বছরে মহানগরীতে কয়েক হাজার বহুতল নির্মাণ হয়েছে। এর ফলে একসঙ্গে দুটি কাজ হবে। প্রথমত, নতুন আবাসন বা হাউজিং কমপ্লেক্সের মিউটেশন হবে। এবং সঙ্গে করে 'ইএএ পদ্ধতিতে সম্পত্তি কর আদায়ও হবে। এই অভিযান সফল হলে কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি করের পরিমান কয়েক গুণ বাড়বে।

টেলিফিল্ম তৈরির নামে আড়াই লক্ষ টাকা প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেলিফিল্ম তৈরি করার নামে বাংলা ব্যাণ্ড ভূমির সদস্য হেমন্ত গোস্বামীর কাছ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সোনারপুর থানায় দায়ের হয়েছে অভিযোগ। ঘটনার তদন্তে নেমে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম সন্দীপ কুমার মণ্ডল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দীপের বাড়ি সোনারপুরের ঘাসিয়াড়ায়। অভিযোগ তিনি টেলিফিল্ম বানানোর নাম করে হেমন্ত গোস্বামীর কাছ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা নেন। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও চুক্তি অনুযায়ী তিনি কোনও কাজ করেননি। এদিকে কাজ না হওয়ায় একাধিকবার সন্দীপের কাছ থেকে টাকা ফেরত চান হেমন্তবাবু। কিন্তু টাকা ফেরত দেয়নি সন্দীপ। উল্টে হেমন্তবাবুর ফোন ধরাও বন্ধ করে দেন। তিনি প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে ঘাসিয়াড়া এলাকা থেকেই সন্দীপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জালিয়াতির মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শরীর নিয়ে নানা কথা

গাছপালায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
ডায়াবেটিক কাউন্সিলর

আমাদের ঘরোয়া ও একান্ত আপন তুলসীই বা কম কিসে? জানলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয় (প্যানক্রিয়াস) অগ্নাশয়ের ওপর এর বিরাট প্রভাব আছে। অগ্নাশয়ের বাইরে থেকেও কাজ করে অর্থাৎ মদ্দা কথা আমাদের অন্ত্রে শর্করা অ্যাবসরবশনটা কমিয়ে দেয়। অনেকে শ্বেতদ্রোন পথের দুপাশে দেখেছেন হয়তো আর একটা ভ্যারাটি হচ্ছে– রক্তদ্রোন। এর ফুলগুলো থেকে ছোটবেলায় মধু খেতাম। এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা বিটা সিটোস্টেরোল ও স্টিগমা স্টেরোল পেয়েছেন এছাড়া অনেক ধরনের সুগার কমাবার ওষুধ পেয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে ছোটবেলা মধু খেতাম তার থেকে মধুমেহ রোগের ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। কুলগাছ তো সবাই দেখেছেন হয়তো বা। আমাদের আশেপাশে যেগুলো পাওয়া যায়– জিগজিফাস জুজুবা কেতাবী নাম দারুন তাদের ওই দূর সম্পর্কের আত্মীয় পাহাড়ী কুল অধুন বাংলাদেশে চিটাগাঙ পাহাড়ে খুব দেখ যায়। কেতাবী নাম জিগজিফাস রুগোসা ওখানে ওরা চিপারোগ মানে ডায়াবেটিস বলে থাকে। এর পাতা ও গাছের ছাল ব্যবহার খুব উপকারি। আমাদের জানার পরিধি যে এত কম তাই দেখে অবাক লাগে। এছাড়া তেলাকুচো পাতা, জামের বিচি, থানকুনি এদের সবার মধ্যেই শর্করা নিয়ন্ত্রণকারী পদার্থ আছে।

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তা মডিফিকেশন করবে কে! আমরা তো না ঘরকা না ঘাটকা বিদেশীদের তত্ত্বও মানব না। আবার দেশীয় পদ্ধতিকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব।

একটু পিছিয়ে গেলে কেমন হয় বলুন তো। না বেশিদূর পেছাবো না। সাধের ছোটবেলা যাওয়া যাক। ছোটবেলায় আমাদের পাতে প্রায় তেতো বা শাক পড়তো। নিম বেগুন, নিমপাতা ভাজা সবই। তেতো জিনিসটাকে সুস্বাদু করার এক অসাধারণ প্রচেষ্টা। সত্যি বলতে কি তেতো খিদেটাকে বাড়িয়ে দিতো আর কি! লালারসে তো টায়ালিন নামক উৎসেচক আর মিউসিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। সকালবেলাটা ঠাম্মার দেওয়া তুলসী পাতাটা রিলিজিয়াসলি খেয়ে নিতাম। পরে জেনেছি চন্দনের সাথে তুলসি পাতা উচ্চরক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর ঠাকুরের প্রসাদ হিসেবে পেতাম চার–পাঁচ রকম রকমারী মরশুমি ফলের টুকরো। সম্প্রতি হু–এর মতে ৪–৫ ফল খাওয়া সঠিক। ঠাকুমা দিদিমারা অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন ছিলেন। মা–মাসীমারা কিছুই ফেলতেন না কাঁচকলার কোপ্তা করতে গিয়ে দেখতাম তার বাই প্রেডাক্ট খোসা বাটা। লাউ–এর কচি খোসার ছেঁচকি অনাস্বাদিত। ফেলে দেওয়া আলুর খোসা পোস্ত দানার সঙ্গে প্রাণ ফিরে পেত।

কাঁঠালবিচি নিভন্ত কয়লার উনুনে ঢুকিয়ে দিয়ে পরে খুঁচিয়ে তুলে এনে খাওয়া হতো। এর পুষ্টিগুণ অসাধারণ। পোড়া রাঙা আলুর মধ্যে কি আছে দেখা যাক– ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, প্রচুর ফাইবার আছে, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভরপুর। ভাবছি অনেকে হয়তো অবাক হয়ে যাচ্ছে ডায়াবেটিসে রাঙা আলু! এর মধ্যে প্রচুর ফাইবার আছে যে! সবজির গা থেকে খোসা ছাড়াবার মানে ভিটামিন ও মিনারেলসের জামাটাই খুলে ফেলা। ফিকে হয়ে যাওয়া স্মৃতির মধ্যে মনে পড়ে– কালিপুজোর আগেরদিন চোদ্দ পিদিম চোদ্দ শাক। শাকে বৃদ্ধি মল। একটা একটা করে পিদিম নিভতে বসেছে। কটা বাড়িতে চোদ্দ শাক হয় বলুন তো! তাহলে তো ডায়াবেটিস বাসা বাধবেই, আলবাৎ বাঁধবে। প্রকৃতির সাথে আমাদের নাড়ির কোথায় যেন একটা ছেদ পড়েছে। এখন আমাদের আলাদা আলাদা করে খেতে হয়– উচ্ছের রস, থোড়সেদ্ধ, মেথীগুড়ো মায় ইসবগুল পর্যন্ত। সত্যি বলতে কি আমাদের প্রাচ্য দেশীয় লোকদের শুক্তনি খাওয়া পেট তাতে পাশ্চাত্যের হটডগ, বার্গার সইবে কেন। বড় জোড় সাত্বিক ও তামসিক আহার। রাজসিক খাওয়ার মোটেই নয়। একটু শাক, একটু তেতো পাতেই থাক, ফলপাকুড়, মোটা আটার রুটি ঝোলাগুড় থাক একটু। তাতে খাদ্যপ্রাণ শর্করা, খনিজ পদার্থ ঠাসা থাকে। ডাক্তারি পরিভাষায় ব্যালেন্স ডায়েট। তাহলে দেখবো ডায়াবেটিসকে গাছটপালা দিয়ে অবশ্যই বাগে আনা যাবে। **(সমাপ্ত)**

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ মার্চ – ২১ মার্চ, ২০২৫

মেষ রাশি : জমি–বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে সমস্যা বৃদ্ধি। বিষয়–আশয় নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভবনা। কোনো অর্থ বিনিয়োগের পূর্বে বিচার–বিবেচনার প্রয়োজন। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানকে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মোন্নতিতে বাধা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চাল্লিসা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি: কর্মক্ষেত্রে নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। মামলা নিস্পত্তির সম্ভাবনা। জমি ক্রয়ে আর্থিক লেনদেন প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে আর্থিক তছরুপের সম্ভাবনা। কর্মস্থানে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রীদের শিকার হতে পারেন। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : সাদা মিষ্টান্ন দিয়ে পুজো করুন।

মিথুন রাশি: ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। নতুন কর্ম পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। বিষয়–আশয় নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে আলোচনা ও গৃহ নির্মাণ করার সুযোগ আসতে পারে। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। সন্তানের কর্মোন্নতিতে বাধা। হস্তশিল্পে শিল্পী সত্তার বিকাশ আপাতত ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার ওঁ গণেশায় নমঃ পাঠ করুন।

কর্কট রাশি: ছুরি পকেটমারি বা আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। আর্থিক বিনিয়োগে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে আশানুরূপ সাফল্যে বাধা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় গোলযোগের সম্ভাবনা। বিদেশে কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে অসঙ্গতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন রাতে শোওয়ার আগে দুধ পান করুন।

সিংহ রাশি: মানসিক অশান্তি চরম পর্যায়ে যেতে পারে। অবসাদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলার সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক সম্পত্তির মামলায় নিস্পত্তিতে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভ্রমণে বিপত্তি।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ম স্তোত্র পাঠ করুন।

কন্যা রাশি: স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। স্বজনের বিবাহে বাধার সম্ভবনা। কর্মোন্নতিতে বাধা। কর্ম পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের উন্নতি। উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। নামী কোম্পানীতে কাজের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : বুধের মন্ত্র পাঠ করুন।

তুলা রাশি: ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। হঠাৎ কোনো মামলায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সম্ভাবনা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন নারায়ণ সেবা করুন।

বৃশ্চিক রাশি: ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। ভাইবোনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের আচরণ চিন্তার কারণ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সত্ত্বেও সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। সন্তানের বিবাহ নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : লৌহবস্তু পরিধান করুন।

ধনু রাশি: পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ উদ্ভাবন। স্বামী–স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় সম্পত্তি নিয়ে স্বজনের সঙ্গে মতবিরোধ হলেও, তা থেকে সমস্যা সমাধানের নতুন পথ উদ্ভাবন। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। নামী কোম্পানীতে কাজের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় প্রতিকূল পরিস্থিতর সৃষ্টি হতে পারে। পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ঈশ্বরকে হলুদ মিষ্টান্ন নিবেদন করুন।

মকর রাশি: ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকে রয়েছে। স্বজনকে আর্থিক লেনদেন সম্পর্কের অবনতি। স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। অতিরিক্ত উপার্জনে বাধা। শারিরিক সমস্যা বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। আই অভিনয় প্রভৃতি পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য।

প্রতিকার : শনিবার দিব্যাংঙ্গদের দই–ভাত দিন।

কুম্ভ রাশি: মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি চরম পর্যায়ে যেতে পারে। কাজকর্মে ভুলভ্রান্তির দরুণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তানকে নিয়ে পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা। চুরি পকেটমারি থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ শনৈশ্চরায় নম পাঠ করুন।

মীন রাশি: বিষয়–আশয় নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি এবং ঋণ নেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। হস্তশিল্প বা সটষ্টিশীল কর্মে স্বীকৃতীর সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : বৃহস্পতির মন্ত্র পাঠ করুন।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ৩২৫ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: ক্রেডিট ও ইন্ডাস্ট্রি বিভাগে ৩২৫ অফিসার নেবে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। নিয়োগ করা হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–ওয়ানে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

বিভাগ অনুসারে শূন্যপদ: ক্রেডিট: ২৫০টি (সাধারণ ১০৩, তফসিলি জাতি ৩৭, তফসিলি উপজাতি ১৮, ও বিসি ৬৭, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২৫)। এর মধ্যে ১০টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সি এ বা কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট–সি এম এ (আই সি ডব্লু এ)। অথবা আমেরিকার সি এফ এ ইনস্টিটিউট থেকে চার্টার্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট। অথবা মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর এবং ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট বা এম বি এ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও সার্টিফিকেট কোর্স বা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। ইন্ডাস্ট্রি: ৭৫টি (সাধারণ ৩২, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫. ও বি সি ২০, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর–সহ সিভিল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বা টেক্সটাইল বা মাইনিং বা কেমিক্যাল বা প্রোডাকশন বা মেটালার্জি বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি–যে–কোনও একটিতে বিই বা বিটেক। এম টেক বা এম বি এ করা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ১–১–২০২৫ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।তফসিলিরা ৫, ও বি সি–রা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম: ৪৮,৪৮০–৮৫,৯২০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে এপ্রিল–মে মাসে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল: আসানসোল, দুর্গাপুর, কল্যাণী, কলকাতা, শিলিগুড়ি ও বর্ধমান। পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে রিজনিং (২৫ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (২৫ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর) এবং প্রফেশনাল নলেজ (১০০ নম্বর) বিষয়ে। সময় দুঘণ্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.pnbindia.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), কালো কালির সই (১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে), বাঁ–হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), নির্দিষ্ট বয়ানে লেখা ডিক্লারেশন (৫০–১০০ কেবি সাইজের মধ্যে), বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট, দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রতিটি ৫০০ কেবি অনলাইন ব্যবস্থায় ফি বাবদ দিতে হবে জি এস টি–সহ ১,১৮০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে জি এস টি–সহ ৫৯ টাকা)। ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আই এম পি এস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেট বা ইউ পি আইয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্ট এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে দরকার হবে। বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বিলাসপুর ডিভিশন রেলে ৮৩৫ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলাসপুর: দক্ষিণ পূর্ব–মধ্য রেলের বিলাসপুর ডিভিশন "অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৮৩৫ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: কার্পেন্টার, সি.ও.পি.এ., ড্রাফটসম্যান (সিভিল), ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক (মেকা), ফিটার, মেশিনিস্ট, পেইন্টার, প্লাম্বার, মেকা (আর.এ.সি.), এস.এম. ডব্লু, স্টেনো (ইংলিশ), স্টেনো (হিন্দি), ডিজেল মেকানিক, টার্নার, ওয়েল্ডার, ওয়্যারম্যান, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিজিটাল ফটোগ্রাফার। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২৫–৩–২০২৫"এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। কোন ডিভিশনে ক"টি শূন্যপদ : ৮৩৫টি।কার্পেন্টার ৩৮টি (জেনাঃ ১৫, ই.ডব্লু.এস. ৪, ও.বি.সি. ১০, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩)। সি.ও.পি.এ. ১০০টি (জেনাঃ ৪০, ই.ডব্লু.এস. ১০, ও.বি.সি. ২৭, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৮)। ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ১১টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২,তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৮২টি (জেনাঃ ৭৪, ই.ডব্লু.এস. ১৮, ও.বি.সি. ৪৯, তঃজাঃ ২৭, তঃউঃজাঃ ১৪)। ইলেক্ট্রনিক্স (মেকা) ৫টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ফিটার ২০৮টি (জেনাঃ ৮৪, ই.ডব্লু.এস. ২১, ও.বি.সি. ৫৬, তঃজাঃ ৩১, তঃউঃজাঃ ১৬)। মেশিনিস্ট ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। পেইন্টার ৪৫টি (জেনাঃ ১৮, ই.ডব্লু.এস. ৫, ও.বি.সি. ১২, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩)। প্লাম্বার ২৫টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)। স্টেনো (ইংলিশ) ২৭টি (জেনাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)। স্টেনো (হিন্দি) ১৯টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। টার্নার ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার ১৯টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়্যারম্যান ৯০টি (জেনাঃ ৩৬, ই.ডব্লু.এস. ৯, ও.বি.সি. ২৪, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৭)। ডিজিটাল ফটোগ্রাফার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। শীট মেটাল ওয়ার্কার ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। মেক (র্যাক) ৪০টি (জেনাঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৪, ও.বি.সি. ১১, তঃজাঃ ৬, =তঃউঃজাঃ ৩)। ডিজেল মেকানিক ৮টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: P/BSP/Rectt./Act. App/2025–2026/E–72152. মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকেডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৫ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://www.apprenticeshipindia.org এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি ফোন করুন এই নম্বরে: ৯৭৫২৮৭৬৬৩৯.

শব্দবার্তা ৩৩৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। চেহারা, আকার ২। সৌম্যতা ৪। প্রভাব, চাপ ৫। গণেশ ৭। নৃত্য, নীচ ৯। নিষ্পত্তি ১২। তবলা যে বাজায় ১৪। বেজি ১৫। যা বাড়ে ১৬। কাল।

উপর–নীচ

১। নিযুক্তি ২। পুস্তকাদি প্রকাশিত করা ৩। অধিকার, কর্তৃত্ব ৪। –ভানতে শিবের গীত ৬। প্রদর্শিত ৮। ঘুরে ঘুরে পাহারা ১০। চুল্লি, উনুন ১১। জন্ম ১২। নীচের অঞ্চল ১৩। পরমেশ্বর।

সমাধান : ৩৩৪

পাশাপাশি : ১। সংসদ ৩। রণোদ্যম ৫। তলোয়ার ৭। পলাতক ৯। নরদেব ১০। শয্যাগত।

উপর–নীচ : ১। সমাহিত ২। দরকার ৪। মহরত ৬। লোকসান ৭। পরবশ ৮। কর্ণপাত।

পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ায় ২৮ সুপারভাইজর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ফিল্ড সুপারভাইজর (সেফটি) পদে ২৮ জন লোক নিচ্ছে। ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল (পাওয়ার), ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং বা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেক্ট্রিক্যাল), সিভিল, মেকানিক্যাল, ফায়ার টেকনোলজি অ্যান্ড সেফটির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। ১ বছরের পোস্ট–কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৫–৩–২০২৫র হিসাবে ১৮ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ২ বছরের চুক্তিতে কাজ করতে হবে। মূল মাইনে: ২৩,০০০–১,০৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৮টি (জেনাঃ ১৩, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৪। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CC/02/2025. Dated 05.03.2025. পোস্ট আই.ডি.: ৪৭৪. প্রার্থী বাছাই হবে স্ক্রীনিং টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে কলকাতা, গুয়াহাটি–সহ অন্যান্য কেন্দ্রে। এই পরীক্ষায় থাকবে দুটি পার্ট। প্রথম পার্টে ৫০টি প্রশ্ন থাকবে সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর আর দ্বিতীয় পার্টে ২৫টি প্রশ্ন হবে ভোকাবুলারি, ভার্বাল কম্প্রিহেনশন, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি, ডাটা সাফিসিয়েন্সি ও নিউমেরিক্যাল এবিলিটি বিষয়ে। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। ইন্টারভিউয়ে তপশিলীরা ৪০% ও সংরক্ষিত ক্যাটেগরির বেলায় ৩০% নম্বর পেলে কোয়ালিফাইং করতে পারবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৫ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.powergridindia.com এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফী বাবদ ৩০০ টাকা ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন ২৫ মার্চের মধ্যে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর ওয়েবসাইট থেকে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটেই পাবেন।

২০২৫ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা ও দোলযাত্রার শুভেচ্ছা জানায়

ডঃ তরুণ আদক

২০২১ বজবজ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ছিলেন

অর্থনীতি

দুর্বল বাজারে ইনডেক্স রেঞ্জ বাউন্ড

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে আমরা যেদিন লিখেছিলাম সেদিন সূচক ছিল ২২৩৮০ এবং খুব দুর্দান্তভাবে আমাদের লেভেল ফলো করে উপরে ২২,৬৮৭ পর্যন্ত গেছিল। আজ যখন এই লেখা লিখছি তখন সূচক ২২৪৪২ এবং গত সপ্তাহের আলোচনা সাপেক্ষে আমরা বলেছিলাম ২২৮০০ পর্যন্ত যাওয়া প্রাথমিক লেভেল। এর মধ্যেই আমরা দেখতে পেয়েছি উপরের দিকে আবার সেল শুরু হয়েছে অর্থাৎ ডেড ক্যাট বাউন্স যা গত সপ্তাহের শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছিল। বাজার যখন কারেকশন মুডে থাকে তখন নানা খারাপ খবর আসতে শুরু করে এবং আজকের ক্ষেত্রে ইন্দাস ইন্ড ব্যাংক ১৪০০ কোটি টাকা

ডেরিভেটিভ পোর্টফোলিও তে প্রবলেমের খবর এবং এই খবরে ব্যাংকের শেয়ার ২০ শতাংশ কমে যায়। আপাতত: যতক্ষণ ২২২০০ লেভেলের উপর নিফটি সূচক রয়েছে ততক্ষণ বারবার উপরে যাওয়া সম্ভাবনা তৈরি হবে আবার ২২৫২০, সাম্প্রতিক হাই লেভেল এবং ২২৮০০ ধাক্কার জায়গা। যদি ২২২০০ কে ব্রেক করে তবে আবার ডেড ক্যাট বাউন্স কনফার্ম হবে। সুতরাং ২২৮০০/২১৮০০ এটাই আগামী সপ্তাহের টেকনিক্যাল লেভেল হওয়া উচিত। বাজার উপরের দিকে যেতে হলে ব্যাংকের শেয়ারগুলোকে পারফর্ম করতে হবে। যেটা একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। তবে বারবার চেষ্টা চলছে নিফটি সূচককে ম্যানেজ করার যাতে করে কোনও একটা স্টকে কিংবা সেক্টরে যদি খারাপ খবর আসে তাহলে অন্য সেক্টর দিয়ে সেটাকে ঠিক করা অর্থাৎ ফিল গুড দেওয়া। এই দুর্বল বাজারে বারবার কেনাকাটার সুযোগ দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি পতনই এক একটা নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে যার মাধ্যমে কম দামে ভালো শেয়ার কেনার সুযোগ পাওয়া সম্ভব। বাজারের বটম তৈরি হয়েছে এ কথা বলা না গেলেও আমরা যে বটম থেকে খুব বেশি দূরে নেই এই মুহূর্তে সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। তাই আগামী সপ্তাহে বাজার একটা বড় রেঞ্জের গেরোই আটকে থাকবে বলে মনে হচ্ছে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

মাদক কারবারির কাছে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : কামালগাজি থেকে গাঁজা উদ্ধারের তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে বালেশ্বরে যারা গাঁজা ব্যবসা করে তারাই এই চেম্বার তৈরি করেছে। অভিযুক্ত দের কাছ থেকে যে ৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী পুলিশ । কারা এর সাথে যুক্ত আছে তার কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় এই চক্রের অন্যতম মুল পাণ্ডা উসমান মণ্ডল,শাহরুল হক মিস্ত্রি ও আমিন আলি গাজি। তাদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা রুজুকরা হয়েছে। কামালগাছি বাইপাস থেকে ধৃত মাদক পাচার চক্রের মূল মাথা উসমান গাজীকে জিজ্ঞেসাবাদে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিগত ৩ বছর ধরে সে গাঁজার ব্যবসা করতো। উড়িষ্যা থেকে গাঁজা নিয়ে এসে মথুরাপুর, রায়দীঘি সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার একাধিক এলাকায় সেই গাঁজা সরবরাহ করা তাঁর কাজ ছিল। বাকিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে করছে পুলিশ।

পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ মার্চ রাতে রাজনগর আরালি ব্রীজের কাছ থেকে অস্ত্রসহ ৩ দুস্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযুক্তদের ধাওয়া করলে পুলিশের দিকে অভিযুক্তরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে অবশেষে পুলিশের তৎপরতায় অভিযুক্তরা ধরা পড়ে। ধৃতরা হল শেখ মোর্তুজা, শেখ ইসমাইল, শেখ জিয়ারুল। বাড়ি কাঁকরতলা থানা এলাকায়। একটি ওয়ানশটার রিভলবার, একটি ফাঁকা কার্তুজ, একটি মোটর সাইকেল, দুটো মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। ব্যাগে ভরে এক ধরনের কোটিং লিকুইড নিয়ে যাচ্ছিল যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ লিটার। মঙ্গলবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ৬দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

স্বীকৃতির দাবিতে রাজপথে জননীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ১১ মার্চ সকালে নায্য দাবি এবং সরকারিভাবে স্বীকৃতি আদায়ের দাবিতে রাজপথে নামলেন আশা কর্মীরা। বিভিন্ন দাবি সম্মিলিত স্বীকৃতি আদায়ে আন্দোলনে সামিল হলেন ক্যানিং মহকুমার ক্যানিং, জীবনতলা, বাসন্তী, গোসাবা ব্লকের প্রায় ৯০০ আশা কর্মী। এদিন ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড থেকে শুরু করে শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল পৌঁছায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে একাধিক দাবি সম্মিলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেন এসিএমওএইচের কাছে। উল্লেখ্য প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় বিভিন্ন বাধা উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন আশা কর্মীরা। বর্তমানে তারা সাম্মানিক পেয়ে থাকেন ৫২৫০ টাকা। তাদের ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, এছাড়াও তাদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। প্রাপ্য দেওয়া হয় না। বরং বিভিন্ন হাসপাতালে প্রসুতি মায়েদেরকে নিয়ে গেলে তাদের হেনস্থার শিকার হতে হয়। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স থেকে সমস্ত কর্মীরাই দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। সামান্য সম্মান টুকু মেলে না। তাদের দাবি, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের মতো আশা কর্মীদের সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে, নুন্যতম ১৫০০০ টাকা বেতন, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে নুন্যতম ৫ লক্ষ টাকা

ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মতো সরকারি ছুটি দিতে হবে। আরো অভিযোগ, প্রসুতি মায়েদেরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে যে টাকা প্রাপ্য সেটা যথা সময়ে দিতে হবে। বিলম্ব করে টাকা সুদে খাটানো চলবে না।

উল্লেখ্য করোনাকালে আশা কর্মীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত অপরিসীম। যার ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশা কর্মীদের প্রথম সারির যোদ্ধা, বীরাঙ্গনা আখ্যা দিয়েছিলেন।

গোসাবা ব্লকের আশা ইউনিয়নের সভানেত্রী প্রভাতী মণ্ডল নাথ জানিয়েছেন, 'আমরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে থাকি। নিজেদের পরিবারের কথা স্মরণ থাকে না। সুখ দুঃখ বিসর্জন দিয়ে কাজ করার পরও হাসপাতালে প্রসুতি মায়েদের নিয়ে গেলে চরমতম হেনস্থা হতে হয় ডাক্তার, নার্স, আয়াদের কাছ থেকে। রাজ্য সরকার যেখানে চাইছেন মায়েদের প্রসব হাসপাতালেই হোক। সেখানে হাসপাতালের দুর্ব্যবহারে জন্য প্রসুতি মায়েরা বাড়িতেই প্রসব করছেন। অনেক ক্ষেত্রে নার্সিং হোমে যাচ্ছেন। এছাড়াও একজন ঝাড়ুদার যে বেতন পেয়ে থাকেন তার তুলনার আশাকর্মীরা যে সাম্মানিক পেয়ে থাকি তা অত্যন্ত নগন্য।'

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ আশা ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমাতারা খাতুন জানিয়েছেন, 'একজন আশা কর্মী প্রসুতি মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে যে টাকা পাওয়ার কথা, সেই টাকা পেতে বিলম্ব হয়। ফলে সেই টাকা কোথায় থাকে? নিশ্চয় সুদে খাটানো হয়। এগুলো বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিগত দিনে আমরা আন্দোলন করে পালস্ পোলিও বন্ধ করে দিয়েছিলাম।টনক নড়েছিল স্বাস্থ্য ভবন সহ রাজ্য সরকারের। আমাদের কে ক্ষুদ্র মনে করলে চলবে না। অন্যান্য রাজ্যে আশা কর্মীরা যদি সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায়,আমাদের রাজ্যে আমরা কেন পাবো না? আমাদের নায্য প্রাপ্য না পেলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ভগবানদাস মামলার ফরিয়াদীর জীবন বিপন্ন?

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

অভিযোগে প্রকাশ, ভগবানদাস মামলার ফরিয়াদী গোপাল চন্দ্র ধাড়ার জীবন আজ বিপন্ন। শ্রী ধাড়াকে বিপদে ফেলে নানা মিথ্যা কেসে জড়াবার চেষ্টা নাকি চলছে। সম্প্রতি লালবাজারের ডেপুটি কমিশনারের কাছে এক অভিযোগে তিনি নিজ জীবনের নিরাপত্তার আবেদন পেশ করেছেন।

৯ম বর্ষ, ১৫ মার্চ ১৯৭৫, শনিবার, ১৬ সংখ্যা

রক্তের জন্য রাজপথে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রক্তের জন্য রাজপথে হাজার হাজার মানুষের সাথে পা থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত, প্রসূতি মা সহ অন্যান্য রোগীরা। রক্তের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। বিশেষ

মেলালেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলি এন্ড ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য মিছিলে পা মেলান তিনি। রক্ত তৈরি হয় না, একমাত্র রক্তদানের মাধ্যমে রক্তের প্রয়োজন কিংবা চাহিদা মেটানো সম্ভব। প্রতিনিয়ত রক্তের অভাবে ধুঁকছে করে গরম পড়লে রক্ত সংকট দেখা দেয়। যাতে করে সাধারণ রক্তদাতারা রক্তদানে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে আসেন, তারজন্য রবিবার বিকালে এক বর্ণাট্য মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত রক্তদানের আহ্বান করে মিছিলে হাজার হাজার মহিলা-পুরুষ পা মিলিয়েছিলেন।

সমবায়ে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত চক মানিক কো-অপারেটিভ সোসাইটির নির্বাচনে ৪৭টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। জয়ী প্রার্থী এবং জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বাম আমলে এই সমবায় গঠিত হলেও কোনদিন বিরোধীপক্ষকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি তারা। সমস্ত ক্ষমতা বামেরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল দীর্ঘদিন ধরে। ২০০৮ সালে এই সমবায়ের শেষ নির্বাচন হয়েছিল। তারপর কোনো নির্বাচন না করে প্রশাসক বসিয়ে কাজ চালানো হচ্ছিল। এবারে নিয়ম মেনে সকলকে জানিয়ে এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে ভোটের দিনক্ষণ জানানো হয়। কিন্তু কোন

বিরোধী শিবিরই এবারে প্রার্থী হতে চায়নি। ভোট ছিল গত ৯ মার্চ। ১০ মার্চ সমস্ত জয়ী প্রার্থীদের শংসাপত্র দেওয়া হয় সমবায়ের পক্ষ থেকে।

অন্যদিকে, ৯ মার্চ জয়নগর থানার বহড়ু সমবায় কৃষি সমিতির নির্বাচনে ৪৯টি আসনের ৪৯টি তৃনমূল কংগ্রেসের দখলে যাবার পরে মঙ্গলবার জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর অঞ্চল সমবায় কৃষি সমিতির নির্বাচনে ৫০টি আসনের মধ্যে ৩০টি তৃণমূল কংগ্রেসের, ১০টি জাতীয় কংগ্রেসের ও ১০টি এস ইউসিআইয়ের দখলে গেল। এখানে ৫০টি আসন থেকে ১৪ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের এই জয়ে আনন্দিত কর্মী সমর্থকেরা। মঙ্গলবার বিজয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের রাজু লস্কররের হাতে জয়ী সার্টিফিকেট তুলে দেন জয়নগর ১ নং ব্লকের সমবায় আধিকারিক দেবরাজ মণ্ডল। এছাড়াও উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আয়েন আলি লস্কর, উওর দূর্গাপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি, প্রধান প্রতিনিধি।

হোমস্টের সুবিধার্থে ম্যানগ্রোভ নিধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ চুরি। রাতের অন্ধকারে ম্যানগ্রোভ কেটে সাফ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো কুলতলি বিধানসভার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তবে এই দুর্নীতির সাথে বন দপ্তরের কর্মীরাও সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে অভিযোগ। কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জে হোমস্টের সুবিধার্থে ম্যানগ্রোভ কাটার অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাদের বক্তব্য মাতলা নদীর এই জায়গা ভাঙন প্রবণ এলাকা। মাঝেমধ্যেই এই জায়গা ভেঙে জল ঢুকে যায় গ্রামে। ভাঙন রুখতে বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডলের প্রচেষ্টায় ও সরকারি উদ্যোগে এখানে গাছ লাগিয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দারাই। সেই সমস্ত গাছ কেউ বা কারা নির্বিচারে রাতের অন্ধকারে কেটেছে। গ্রামে হরিনাম সংকীর্তনে সবাই ব্যস্ত ছিল। সেই সুযোগে সমস্ত গাছ কেটে নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরা সকালে উঠে দেখেন একটাও গাছ নেই। এই ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ হোমস্টে থেকে বসে নদী দেখার জন্য নির্বিচারে

কাটা হয়েছে ম্যানগ্রোভ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে হোম স্টে কর্তৃপক্ষ। তবে এই ঘটনায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল বিরোধীদের। তবো পুরো বিষয়টি তদন্ত করে খতিয়ে দেখার আশ্বাস প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এই বিষয়ে কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ শাহাজাদ শেখ জানান, 'এই বিষয়ে তদন্তের জন্য বনদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। কেউ যুক্ত থাকলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

৫০ বছরের পুরোনো খাল চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দনপুর গ্রামে রাতের অন্ধকারে জেসিবি নামিয়ে খালের দুই দিকের গতিপথ বন্ধ করে সেই খালটিকে একটি মাছ চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মাটি ফেলে বাগান ও বসতি নির্মাণের জন্য মাটি ভরাট করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই গ্রামবাসীরা সরব হয়েছেন বিষয়টি নিয়ে। গ্রাম লাগোয়া একটি দীর্ঘ ৫০ বছরের খাল রয়েছে যেখানকার জল নিয়ে নন্দনপুর এলাকার কৃষকরা চাষের জল সেচের জন্য ব্যবহার করে। রাতের অন্ধকারে জেসিবি দিয়ে খালের গতিপথ ঘুড়িয়ে দিচ্ছে বাসিন্দা ইসমাইল পাইক। সেই সঙ্গে ছোট খালের লাগোয়া বড় মাছ চাষের পুকুর তৈরি করে হয়েছে, বাকি অংশ জুড়ে মাটি ফেলে ভরাট করা হয়। পরবর্তীকালে সেই উঁচু জায়গায় গৃহ নির্মাণ ও বাগান তৈরি করা হবে। বিষয়টি হরিনারায়নপুর

গ্রাম পঞ্চায়েত ও জয়নগর থানায় জানানো হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান সুজাউদ্দিন সেখ। ইতিমধ্যেই জয়নগর থানার পুলিশ আটক করেছে অভিযুক্ত ইসমাইল সিপাইকে।

মিড ডে মিলে শুধুই বিস্কুট

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: স্কুল রয়েছে কিন্তু স্কুলে দেখা মেলে না পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক শিক্ষিকার। একারণেই সংখ্যা বেড়ে চলেছে স্কুল ছুটের। স্কুলের বর্তমানে খাতায় কলমে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী থাকলেও শিক্ষিকা ২ জন। ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা কম থাকার কারণে বন্ধ মিড ডে মিলের রান্না। মিড ডে মিলের খাবার শুধুমাত্র বিস্কুট জয়নগরের ১ নম্বর ব্লকের হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দকুমারপুর এসএসকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলে রয়েছে ৪টি শ্রেণিকক্ষ থাকার পরেও একটি মাত্র ক্লাসরুমে চলে পঠনপাঠন। রাজ্যে যেখানে মিড ডে মিল চালানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় প্রতি শিক্ষাবর্ষে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই চিত্র ভাবিয়ে তুলছে এলাকাবাসীদের। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শোভা কর্মকার বলেন, 'স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অনেকটাই কম। আমার শারীরিক সমস্যার কারণে আমি নিয়মিত স্কুলে আসতে পারি না। শিক্ষিকার সংখ্যা ২ জন আমি এবং আর একজন শিক্ষিকা রয়েছে। আমি নিয়মিত স্কুলে আসতে পারি না সে বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমি জানিয়েছি। স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদের পরিবারের লোকজন এসে নিয়ে যায়। রাস্তার পাশে স্কুল থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা

এসে স্কুল থেকে তাদের বাচচাকে নিয়ে চলে যায়। অপহরণের ভয়েও অনেকে স্কুলে আসে না।' এই বিষয়ে মিড ডে মিলের কর্মী নীলিমা মণ্ডল বলেন, 'রাস্তা থেকে বাচ্চাদের অপহরণ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায় না। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কম থাকার কারণে মিড ডে মিলের রান্না হয় না। যে কজন ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে আসে তাদেরকে বিস্কুট দেওয়া হয়।' এ বিষয়ে স্থানীয় হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুজাউদ্দিন শেখ বলেন, 'এই বিষয়ে এলাকাবাসীরা এর আগে পঞ্চায়েতে কোন লিখিত আকারে অভিযোগ দেয়নি। তবে আমরা খুব শীঘ্রই ওই স্কুল পরিদর্শন করবো।' এ বিষয়ে সুশান্ত কয়াল নামে এক অভিভাবক বলেন, এই স্কুলের শিক্ষিকারা যে অভিযোগ করছে তা ঠিক নয়। আমরা নিজেদের সন্তানকে পঠন পাঠনের জন্য স্কুলে পাঠাই আমরা আবার ছুটি করে আগে কেন নিয়ে যাব? আসলে স্কুলের শিক্ষিকারা সময় মতন আসে না। মিড ডে মিল রান্না হয় না। বিস্কুট দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমরা চাই স্কুলের পঠন পাঠন সঠিকভাবে চলুক আমাদের সন্তানরা শিক্ষিত হোক।'

৭০ গ্রাম সোনা সহ পাকড়াও ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ মার্চ ক্যানিং থানার অন্তর্গত ধলিরবাটী এলাকায় দিনে দুপুরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করায়, পুলিশের কাছে কোন সদুত্তর দিতে না পারায় চিত্তরঞ্জন হালদার, আরাফ আলি মণ্ডল, সফিক গায়েন, মেহেতাফ লস্কর, আজিজুল লস্কর, জাহাঙ্গীর লস্কর, শংকর সরদার নামে ৭ জন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া ৭০ গ্রাম সোনা বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ক্যানিং থানার পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতরা বিহারে কাজে গিয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাইয়ের কাজ করতো। কিছুদিন আগে বিহার থেকে ক্যানিংয়ে ফিরে আসে। ছিনতাই করা সোনার গহণা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এদিন দুপুরের ধলিরবাটী এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল।

যানজটে নাজেহাল কনকপুর

অভীক মিত্র: একে বেহাল রাস্তা তার উপর পাথর ও বালিবোঝাই ট্রাক্টরের দাপটে জেরবার মুরারই-কনকপুর রাজ্য সড়কের কনকপুরগঞ্জের ৮ মাথা মোড়, এমনি অভিযোগ কনকপুর বাজার মোড়ের বাসিন্দাদের। মুরারাই-কনকপুর ৭ কিমি রাজ্য সড়কটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তাটি মিশেছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাকুড় জেলার মহেশপুর থানার দমদমা-হাতিমারা রাস্তার সঙ্গে। এলাকার মানুষের অভিযোগ প্রতিদিন শতশত ট্রাক্টর পাথর ও বালি নিয়ে ঝাড়খণ্ড থেকে আসে চোরাপথে কনকপুর বাজারের মধ্য দিয়ে ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। সেই মোড়টি ৮টি রাস্তার সংযোগস্থল। নিকট রয়েছে

হাটবাজার, দোকান পসার, গ্রামীণ পাঠাগার, প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল, উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্কের পয়েন্ট, সাইবার ক্যাফ ও অপরাজিতা মন্দির সহ প্রচুর দোকান। ওই রাস্তা দিয়ে প্রচুর পাথর, বালির গাড়ি, টোটো এবং বাইক চলার ফলে স্কুলের পড়ুয়া থেকে পথচারিরা রাস্তা পার হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। গত ৬ মার্চ ৭০ বছরের এক মহিলা টোটোর ধাক্কায় পড়ে গিয়ে জখম হয়। সম্প্রতি এই মোড়ে আরো একজন মহিলা ওষুধ কিনতে এসে বাইকের ধাক্কায় জখম হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে কোনও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নেই। বৃহস্পতিবার সকালে একটি পাথরবোঝাই ট্রাক্টর ড্রেনে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়ে ফলে পড়লে যানজটের সৃষ্টি হয়। একটি সিভিক ভলান্টিয়ার এসে পাথর ও বালিবোঝাই ট্রাক্টরগুলি অন্যপথে ঘুরিয়ে দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। গ্রামের দোকানদার স্বাধীন শেখ, মান্নান আলি ও জাকির হোসেনরা অভিযোগ করে বলে, মুরারাই-কনকপুর রাস্তাটির পুরোপুরি পিচ উঠে গেছে। চলার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পুরো রাস্তা খানাখন্দে ভরে গেছে। বারবার ব্লক প্রশাসনে অভিযোগ জানালেও কোন সুরাহা হয়নি। এই রাস্তায় সাইকেল ও বাইক নিয়ে যাওয়া খুব দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তার উপর পাথরের গাড়ির দাপটে জেরবার বাইক চালকরা। এলাকার বাসিন্দারা অবিলম্বে রাস্তাটি মেরামতের দাবি জানায়। তা নাহলে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধের মত আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে।

টোটো উল্টে জখম ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ মার্চ দুপুরে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৪ নম্বর গরাণবোস এলাকায় টোটো উল্টে গুরুতর জখম হল এক শিশু সহ ৪ জন যাত্রী। জখমদের বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে এক শিশুর হাতের আঙুল কেটে আলাদা হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ৪ জন যাত্রী নিয়ে একটি টোটো বাসন্তীর বাগবাজার থেকে দক্ষিণ পাড়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ৪ নম্বর গরাণবোস এলাকায় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে টোটো গাড়ি উল্টে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে।

'দুধের স্বাদ মেটাতে ঘোল': কাটোয়ায় ব্রহ্মাণী নদীতে সেতুর বদলে হচ্ছে সাঁকো

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : রয়েছে কংক্রিট সেতুর জোরদার দাবি, আর তৈরি হচ্ছে কিনা একটা সাঁকো! এযেন 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর আয়োজন। এমনতর দৃশ্যই দেখা গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনস্ত চাণ্ডুলী গ্রামের উপকণ্ঠে। সেখানে ব্রহ্মাণী নদীর বুকে পাকাপাকিভাবে একটা সাঁকো তৈরির জন্য ১০ মার্চ থেকে নদীর বুকে যন্ত্র নামিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নদীর বুকে বছর তিনেক আগেই বেশ কিছু হিউম পাইপ পাশাপাশি স্থাপন করা হয়েছিল। নদীর জলস্রোত ওই পাইপের ভিতর দিয়েই সারাবছর প্রবাহিত হয়। সেই পাইপের ওপরাংশে মাটি ফেলে কোনওরকমে যাতায়াতের পথ রয়েছে। এবার পাইপের ওপরের অংশটুকুতে প্রায় ২০ মিটার লম্বা এবং ৬ ফুট চওড়া কংক্রিটের পথ তৈরি হবে। যে পথটা বর্ষার কারণে বছরের ৩ মাস নদীর জলে ডুবে থাকবে। বাকি সময়টুকু নদীর জল কমে যাওয়ার কারণে হিউম পাইপের ভিতর দিয়েই প্রবাহিত হবে এবং বাসিন্দারা তখন পাইপের ওপর তৈরি কংক্রিট সাঁকো পথে আবার যাতায়াত করতে পারবে। ফিন্যান্স কমিশনের ১৫তম বরাদ্দকৃত অর্থে এবাবদ প্রকল্পটির মোট খরচ ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। এদিকে ব্রহ্মাণী নদীতে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হতেই তাকে ঘিরে ব্রিজ তৈরির জল্পনাও শুরু হয়ে যায় এবং তা নানাভাবে চারিদিকে হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অত্যুৎসাহীদের অনেকেই কাজ দেখার জন্য নদীর পাড়ে ছুটে আসেন। এমনকী খোঁড়াখুঁড়ির কাজের ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় পর্যন্ত আপলোড হয়ে যাওয়ায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। যা নিয়ে নদীর দুপাড়ের বাসিন্দাদের মুখগুলিও খুশিতে ভরে। তবে, সেই খুশির ঝলক অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। যখন বাসিন্দারা জানতে পারলেন যে দীর্ঘদিনের দাবি মতো ব্রিজ

বা সেতুর পরিবর্তে সামান্য অর্থ ব্যয়ে নদীর বুকে চলনসই একটা সাঁকো তৈরি করা হবে তখন তারা কার্যত হতাশই হন। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের কাছে মঙ্গলবার সকালে এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ব্রহ্মাণী নদী। বর্ষার কারণে বছরের প্রায় মাস তিনেক নদীতে বেশ জলপ্রবাহ থাকে এবং কখনও কখনও দুকূল ছাপিয়ে প্লাবিত করে একাধিক এলাকা। সেইসময় বাসিন্দাদের নৌকায় পারাপার হতে হয়। তবে, বছরের বাকি সময়টা নদীগর্ভের বেশিরভাগই কার্যত শুকনো হওয়ায় অনেক জায়গায় বাসিন্দারা হেঁটেই নদী পার হয়। ব্রহ্মাণী নদীর বেশ কিছুটা অংশ কাটোয়া ১ এবং ২ নং ব্লকের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। কাটোয়া ২ নং ব্লকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মাণী নদীর একপাড়ে শ্রীবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ধিষ্ণু জনপদ চাণ্ডুলী এলাকা এবং অপরপাড়ে জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়ানাশ, মুস্থলী, আমডাঙা জনপদ সহ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বর্ধিষ্ণু দুই পাড়ের বাসিন্দারা মূলত কৃষিজীবী হলেও এতদঞ্চলের অসংখ্য মানুষ হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে ঘোড়ানাশ, মুস্থলী, আমডাঙার তাঁতশিল্পে উৎপাদিত শাড়ি, স্কার্ফ সহ নানাবিধ সামগ্রীর চাহিদা রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানে দেশ-বিদেশেও ক্রমবর্ধমান। নদীর দুই পাড়ের ওইসব এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা ব্রহ্মাণীর ওপর একটা সেতুর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব। এনিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় দাবিপত্রও পেশ করা হয়েছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। শ্রীবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান জগন্নাথ রুদ্র, চাণ্ডুলী গ্রামের বাসিন্দা মানস মণ্ডল প্রমুখের কথায়, ব্রহ্মাণী নদীর ওপর একটা সেতু তৈরি হলে যাতায়াত ব্যবস্থা আরও সহজ হবে এবং এতে এলাকার আরও উন্নয়ন ঘটবে। কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গৌতম ঘোষাল বলেন, 'এখন ব্রহ্মাণী নদীর বুকে হিউম পাইপের ওপর কংক্রিটের একটা পথ এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে বর্ষার কারণে বছরের তিন মাস বাদ দিয়ে বাকি সময়টুকু সাধারণ মানুষ সহজে যাতায়াত করতে পারবে। তবে, ওই জায়গায় একটা ব্রিজ যে প্রয়োজন সেটা ভীষণভাবে উপলব্ধ হচ্ছে।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১৫ মার্চ – ২১ মার্চ, ২০২৫

সুশিক্ষা বনাম কুশিক্ষা

অশিক্ষা নিয়ে অনেক সোরগোল তোলা হয়ে থাকে। নিরক্ষরতা কিংবা অশিক্ষা অবশ্যই ভারতের মতো বৃহৎ দেশে একটি বড় সমস্যা। ৭০ দশক ধরে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অজস্র কর্মসূচির সুফল মিলেছে। শিশু শিক্ষা থেকে বয়স্ক শিক্ষা নিয়ে অনেক কমিটি কমিশন হয়েছে। শিক্ষার হার নিঃসন্দেহে বেড়েছে। অশিক্ষার অজ্ঞতা থেকেও অনেক বড় সমস্যা কুশিক্ষা। বাঙালির অতীতকে টেনে এনে অনেকেই কুসংস্কারের দোহাই পাড়েন। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলার নানা জনপ্রতিনিধিদের কুরুচিকর ভাষণ শুনলে স্পষ্ট হয় কুশিক্ষার অন্ধকার কতটা গভীর। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কল্যাণে আর গোপন কথাটি আর গোপন থাকে না। একদা কুরুচিকর মন্তব্য করে রাজনীতিবিদরা অনায়াসে সাংবাদিকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অভিযোগ অস্বীকার করতেন। সে সুযোগ এখন অতীত। বহু টিভি চ্যানেল, নিউজ পোর্টাল প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই দেখিয়ে দিচ্ছে জনপ্রতিনিধিদের দ্বেষ মূলক কুরুচিকর বক্তব্য। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা দেশবিরোধী পোস্টার জনমানসকে নাড়িয়ে দিয়েছে। দেশের অখণ্ডতা ও বিদ্বেষ মূলক দেওয়াল লিখন বিচ্ছিন্নতা বাদের ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে। এর জেরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় গৌরবের খেতাব হারালো। দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একাংশ উগ্র শহুরে নকশালবাদের তাড়নায় সামাজিক মূল্যবোধের জায়গায় আঘাত করে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এদের কর্মকাণ্ডের অংশীদার নয় তবু বদনাম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের মদতে দিনের পর দিন এমন হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই আলট্রা বাম ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই পরবর্তীকালে আমেরিকা লন্ডনে চাকরি নিয়ে বসবাস করে থাকেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সব লোকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই সংবিধানসম্মত। কিন্তু দেশের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংসকারী ভাবনাচিন্তা এবং প্রচার কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। এইসব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবাই অশিক্ষিত কিংবা কম মেধাবী এমনটা নয়। এই মুহূর্তে প্রয়োজন মূল্যবোধের শিক্ষা। যে শিক্ষায় কুশিক্ষার কোন স্থান নেই। একদা গুরুকুল শিক্ষায় র‍্যাগিংয়ের কোন স্থান ছিল বলে জানা যায় না। অথচ যাদবপুর হোস্টেলে ছাত্র মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা আজও বিচারের প্রতীক্ষায়। মূল্যবোধের শিক্ষার মাধ্যমে সুশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা উচিত। শুধু পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া কৃতিত্ব নয়। মানুষ হওয়ার শিক্ষাটা অত্যন্ত জরুরী। অমানুষ হলে উচ্চ ডিগ্রির কোন মূল্য নেই।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

চিত্ত পরমপদ হতেই উদ্ভুত বলে প্রবুদ্ধ মহাজনেরা মনকে ব্রহ্ম বলেই জানেন। ব্রহ্ম নিত্য, পূর্ণ এবং অব্যয়। আত্মস্বরূপ এই ব্রহ্মেই সমস্ত কিছু আছে। ব্রহ্মে সর্বশক্তি, সর্বৈশ্বর্য্য লীন থাকে। ব্রহ্মের চিৎশক্তিই বিভিন্ন ভূতশরীরের আকারে প্রকাশিত হয়। জলে রসশক্তি, গগনে শূন্যশক্তি, আগুনে দাহিকাশক্তি সংসারে ব্যবহারশক্তি, ইত্যাদি সবই সেই ব্রহ্মের চিৎশক্তিতে সত্ত্বাবান্ হয়। এইভাবে দুঃখে শোকশক্তি, সৃষ্টিতে রচনাশক্তি, আনন্দে আনন্দশক্তি সবই ব্রহ্মশক্তিরই প্রকাশমাত্র। ব্রহ্মে প্রতিভাস অর্থাৎ আবরণ শক্তির স্ফুরণ হওয়াতেই চেতন ও জড়তাময় চিত্ত উদ্ভুত হয়। সুতরাং হে রাম! তুমি এইভাবে দেখার অভ্যাস কর যে, এই জগৎ এবং আমি এই জীবতত্ত্বও ব্রহ্মই। ব্রহ্ম মনন ক’রে মন নামে নামিত হন। সুতরাং মননাত্মিক আকার ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন আর কিছু নয়। কামনা, বাসনা, কর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তি যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদকারক রূপে প্রতীত হয়, সেই সমস্তই সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বা শক্তিপ্রকাশ। উপযুক্ত কালে এবং উপযুক্ত মাটিতে ধানবীজের শক্তিতে ধান উৎপন্ন হয়, তেমনই ব্রাহ্মীশক্তির প্রকাশ উপযুক্ত কালে, যথাযোগ্য ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। যদিও এইসবই ব্রহ্মে বস্তুর প্রতিভাস, তবুও তুমি সব কিছুকে ব্রহ্মরূপে দেখার অভ্যাস কর। সমুদ্রে জলরাশি, ঢেউ, ফেনাতে যেমন জলেরই থাকা, আবর্তন, বিলীন হওয়া, তেমনই জগত–সাগরে নাম, রূপ, কর্মে ব্রহ্মেরই সার্বিকতা জানবে। এইভাবেই আত্মা কোথাও বদ্ধ, কোথাও বা আবার মুক্ত হয়ে স্বরূপে স্থিত হচ্ছেন।

রাম বললেন, প্রভো। মন যা দৃঢ়ভাবে কল্পনা করে, তাইই যদি বাস্তবে রূপ পায়, তবে বন্ধন থাকা বা না থাকার কারণ কি? বশিষ্ঠ বললেন, বন্ধন ও মুক্তি অপ্রবুদ্ধ জনের। দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় ঠিকই, কিন্তু আত্মজ্ঞান উদিত হলে বন্ধন বা মুক্তি দুইই অলীক প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ আত্মায় বন্ধন ও মুক্তি হয়ই না, সেসব শুধু অজ্ঞ বা অনাত্মজ্ঞ জনের কাছেই প্রতিভাত হয়। মন, বন্ধন, মুক্তিজ্ঞান, বিশ্বপ্রপঞ্চ ইত্যাদি যেন বালকের কাছে বলা অসত্য রূপকথার গল্পের মত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছে। রাম বললেন, আপনি যে বলছেন বালকের কাছে বলা অসত্য গল্প, তার তাৎপর্য্য কি? বশিষ্ঠ বললেন, কৌতূহলী ও আগ্রহী বালকের চিত্ত বিনোদনের জন্য ধাত্রী নানা অলীক গল্প শুনিয়ে থাকে। যেমন– এক রাজার তিন পুত্র ছিল, তার মধ্যে দুই পুত্রের জন্ম হয়নি এবং এক পুত্র মাতৃগর্ভে আসেনি।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জানেন কি?

বিশ্বের মধ্যে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার একমাত্র, যারা জলে সাঁতার কাটে এবং মাছ ও শিকার করে, এরা ৪০ মাইল প্রতি ঘন্টা দৌড়াতে পারে এবং ১৬ ফুট পর্যন্ত লাফ দিতে পারে এবং একবারে ৮৮ পাউন্ড পর্যন্ত মাংস খেতে পারে

শিক্ষা–সমস্যা কি শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলে সীমাবদ্ধ?

নরেন্দ্রনাথ কুলে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পঠনপাঠনে সেরা পরিচিতির সঙ্গে বিভিন্ন কাণ্ডে অন্যদিকে সেরা হতে বারেবারেই তার পরিচয় দিয়ে চলেছে। সম্প্রতি আর এক কাণ্ড সর্বস্তরে একটা চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই চর্চা কোনও সমাধানের চর্চা নয়। চর্চার বিষয় তাই কখনোই শিক্ষাকেন্দ্রিক নয়। পুরোটাই রাজনৈতিক।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক খুন হন, ছাত্র খুন হন। অথচ পঠনপাঠনে এগিয়ে থাকে। মেধাবী পড়ুয়াদের মিলনক্ষেত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়। সেই ক্ষেত্র কলঙ্কিত হলেও পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে তার জ্যোতি সর্বদা সপ্রভ থেকেছে। তা নিষ্প্রভ করে দিতে ক্ষমতা রাজনীতি বারেবারেই চেষ্টা করেছে। কিংবা অরাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচয়ে রাজনৈতিক আবর্তে ঘুরতে থাকে। সাম্প্রতিক কাণ্ডে বর্তমান রাজনৈতিক সভ্যতা উলঙ্গ হয়ে যায়। না, উলঙ্গ হলে কারও কিছু যায় আসে না। কোনও রাজনৈতিক দলের কিছু যায় আসে না। রাজনৈতিক দল মানেই ক্ষমতা দখলের লড়াই করে। সেই লড়াইয়ে আদর্শের লড়াই থাকে বা তা নিয়ে চর্চা থাকে এখন আর তা অস্পষ্ট নেই। আর এই আদর্শহীন খেলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বাদ যেতে পারে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনৈতিকভাবে দখল নেওয়ার চিত্র আজ আর নতুন নয়। যেভাবেই হোক দখলে রাখার প্রক্রিয়াও নতুন কিছু নয়। সর্বস্তরে গণতন্ত্রের কথা বলে যারা তারাই গণতন্ত্রকে হত্যা করে। ভোটে জিতে যাওয়ার পর পাওয়ার কি জিনিস তা ছত্রে ছত্রে বুঝিয়ে দিতে কেউ পিছপা হয় না। অথচ ভোট গণতন্ত্রের কথা বলে। আবার ভোট একমাত্র গণতন্ত্রের হাতিয়ার হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র রক্ষা করার এখন হাতিয়ার থ্রেট কালচার। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভোট নামক হাতিয়ার নাইবা প্রয়োগ হল।

থ্রেট কালচার রাজনৈতিক মদতে হলেও রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত পর্দার আড়ালে থাকে। আর জি কর কাণ্ড তাঁদের পরিষ্কার করে দিয়েছে। পর্দার আড়ালে থেকে তাদের রাজনৈতিক অভিষ্ট লক্ষ্য বহাল রাখতে চায়। কিন্তু যাদবপুরের এই কাণ্ডে নেতাদের থ্রেট আর আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়েনি। তাদের থ্রেট আজ সর্বসমক্ষে হাজির করে ফেলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই শাসকের নেতা মন্ত্রী ক্যামেরার সামনে থ্রেট দিচ্ছে ছাত্রদের উদ্দেশ্যেই। শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি মন্ত্রীর উপস্থিতিতে উদ্ধত ছাত্রকে যখন পিষে দিতে এগিয়ে চলে, তখন এই থ্রেট আর শুধুই থ্রেট থাকে না।

যাদবপুর কাণ্ডে আশ্চর্যজনকভাবে তৃণমূল রাজনীতির সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির সংঘাত নয়। এখানকার ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে বিজেপি রাজনীতির সংঘাতও চোখে পড়ার মতো। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তৃণমূলের নেতৃত্ব যেমন হুঙ্কার দিয়েছে, আবার বিজেপির নেতৃত্ব সহ খোদ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রাজ্যে ক্ষমতায় এলে দেখে নেওয়ার বিধান বাতলেছেন। শাসকদলের নেতা ও মন্ত্রীর আচরণে যদি হুমকি থাকে, ঔদ্ধত্য থাকে, তাহলে ছাত্রদের আচরণ বাধ্য হতে হবে কি? নেতা মন্ত্রীর হুমকি সংস্কৃতির পরিবেশ থেকেই কিন্তু ছাত্ররা বেড়ে উঠছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কলেজে কলেজে এই সংস্কৃতি অচেনা নয়। তবে হুমকি দিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিকভাবে দখল করার প্রবণতা থেকে কোন শাসকদল বিরত থাকে নি। আজও তার অন্যথায় হয় না। ভোট রাজনীতির পরিবেশে বিরোধীশূন্য করার প্রয়াস এবং হুঙ্কার থেকে ছাত্র রাজনীতি আলাদা হতে পারে না। তবে রাজনীতির নেতা মন্ত্রী যখন ছাত্রদের হুমকি দেয়, ছাত্রদের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য দেখায় তখন তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা আদর্শ কোন পর্যায়ে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করা ছাড়া আর যেন কোনও সমস্যা নেই। আজকে নতুন শিক্ষানীতি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা ঋণ–নির্ভর হয়ে পড়ছে যেখানে, সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা শুধু কি রাজনৈতিকভাবে দখলদারিতে?

নতুন শিক্ষানীতি, ২০২০ শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও বাণিজ্যিককরণের উপর যেখানে সম্পূর্ণভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে কলেজে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক মহল থেকে ছাত্রমহল যারা রাজনৈতিকভাবে দাপিয়ে বেড়ায় তাদের প্রতিবাদ চোখে পড়ে না তো। এ সমস্যায় এই সমাজ কি বহির্ভূত? এমনকী ইউজিসি তাদের রেগুলেশন, ২০২৫ খসড়া প্রকাশ করেছে নতুন শিক্ষানীতির সমর্থনে। খসড়ায় বলা কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই খসড়া কার্যকরী হলে অধ্যাপনা করার জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকলেও চলবে। শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে শিল্প–নির্ভর গবেষণা। কর্পোরেট সেক্টরের জন্য এমন বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনী করে তোলাই এর লক্ষ্য। এই খসড়ায় বলা আছে শিল্পক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বা কর্পোরেট ও অন্যান্য পেশার মানুষদের প্রফেসর অব প্র্যাকটিস নাম দিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। এই খসড়ায় বলা হয়েছে ঢালাওভাবে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। এমনকী ইউজিসি’র নির্দেশিকা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মানবে না, তাদের স্বীকৃতি বাতিল করার কথা স্পষ্ট করেছে। আসলে এ পর্যন্ত ইউজিসি যতটুকু স্বশাসিতভাবে কাজ করছিল, তা পুরোপুরি ধ্বংস করে শাসক রাজনীতির দাদাগিরিতে কাজ করার নকশাই এই খসড়া। এ দেশের নবজাগরণের মনীষীদের ভাবনার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাবিদের আর হয়তো প্রয়োজন নেই! সমাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই! কিংবা এই খসড়ায় শিক্ষাকে আরো উন্নত স্তরে নিয়ে যাবে বলে তারা মনে করে! ইউজিসি রেগুলেশন, ২০২৫ এর খসড়ায় তা কি স্পষ্ট করে? এই খসড়ায় যেটা স্পষ্ট করে তা হল –শিক্ষার মান বলতে যেটুকু আছে তা ধ্বংস হতে বেশি সময় লাগবে না। সাধারণ মানুষের কাছে এই কাজটা ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে যেভাবে শাসক রাজনীতির শিক্ষকমহল, ছাত্রমহল যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এমনকী তাদের নেতা মন্ত্রীর প্রকাশ্য হুঙ্কার সেই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এমন শিক্ষকমহল ও ছাত্রমহলের কাছে যখন শিক্ষা সমস্যার থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিকভাবে দখল না করলে তাঁদের বেশি সমস্যা বলে মনে করে, তখন সমাজ ভাবনার দিকটাই বদলে যাবে। আর সেই বদলে পুরো সমাজটাতেই মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পচনে ভরে ওঠা ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে না।

ইন্স্যুরেন্সে স্বচ্ছতাই গড়তে পারে স্বপ্নিল ভারতের বৈশ্বিক বুনিয়াদ

সুবীর পাল

বসন্ত এসে গেছে...। ঋতুরাজের আদুরে উপস্থিতিতে শীত যাই গরম আসি ঘনঘটা যেন জানান দিচ্ছে বঙ্গ প্রকৃতির ক্যানভাসে। তাই এই নব্য মিশেল আবহাওয়া জনিত আবহে শারীরিক সুরক্ষায় আগাম প্রস্তুতিও বঙ্গবাসীর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে এখন যথেষ্ট বিদ্যমান। নিশ্চিত সুরক্ষা কে না চায় বলুন তো? আমি, আপনি, আমরা সবাইতো একটা জীবন সুরক্ষা চাই তো নিশ্চিতভাবে। এটাও ঠিক, আসলে আমাদের জীবনযাত্রা ঘিরে অধুনা সুরক্ষার বিকেন্দ্রিক নানান কাম্য বলয় এই সমাজ ব্যবস্থার এক বাস্তব মেক ইন ইন্ডিয়া হয়ে উঠেছে। তাই এই সুরক্ষা প্রসঙ্গে সমাজের নানা প্ল্যাটফর্মের মতো কলকাতার বণিকসভাগুলোই বা কেন মুখ ফিরিয়ে থাকবে বা থাকতে পারে। অন্তত এমন পরিস্থিতিতে।

তাই এই প্রাসঙ্গিকতাকে অভিনব উপায়ে বাস্তব রূপরেখায় পরিণত করার প্রয়াসে সম্প্রতি আয়োজিত হয়ে গেল ইনসিওরেন্স সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা। অনুভবের ফাগুন শিশিরের গন্ধ মাখা আদুরে সকাল রৌদ্দুরে আয়োজিত এই সভা যে তাই সুরক্ষার শীলমোহরে দেশীয় ইন্স্যুরেন্সকেই মান্যতা দিল ১০০ শতাংশ। এমন ভাবগম্ভীর আলোচনায় সার্বিক সাগর মন্থনের তাই নিটফল হল, জীবনের অঙ্ক খাতায় ভারতীয় শিল্পের পাটিগণিতে ইন্স্যুরেন্সের প্রভাব ও ২০৪৭ সালে শক্তিশালী সুরক্ষিত ভারত গড়ার সংকল্প। আসলে ইন্স্যুরেন্সের যজ্ঞ পীঠে সুরক্ষার মন্ত্র উচ্চারণে মেরা ভারত মহান যে ভারতবাসীরই মন্দ্রিত চিরস্বপ্ন।

এই সুরক্ষা বিষয়ক সশরিরি হাজির না হতে পারলেও ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মন্দাকিনী বালোধি। দিল্লীবাসী এই ললনা যে কর্মসূত্রে যুক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধিকর্তা হিসেবে।

বিরাটাকার লাইভ স্ক্রিনের মাধ্যমে আলোচনায় অংশ নিয়ে মন্দাকিনীদেবী বলেন, পূর্বের থেকে আমাদের জীবনযাত্রা জেড গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনের হাওয়ার নৌকার পালে স্বনির্ভর শিল্পেও ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম অগ্রজ দেশ। সুতরাং সার্বিক পর্যায়ে সুরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ভারতীয় ইন্স্যুরেন্সের ভূমিকা আজকের দিনে চূড়ান্ত অপ্রতিরোধ্য। কেন্দ্রীয় সরকার তাই নমনীয়তার মোড়কে দেশীয় ইন্স্যুরেন্সকে ব্যবস্থাকে সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে অবিচল। তিনি আরও জানান, স্বাধীনতা পরবর্তী কালের ভারত আর ২০২৪ ভারতের মধ্যে তারতম্য অনেক। আমরা সনাতন ভারতের ভিত্তি বজায় রেখেও ডিজিটাল যুগ অতিক্রম করে বর্তমানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেরকালে বিবর্তিত হয়েছি। এই সত্যটা আমাদের সবাইকে মানতেই হবে। কী জীবনে কী শিল্পে। ফলে ইন্স্যুরেন্সকে উপেক্ষা করা আর সভ্যতার চাকা পিছনে ঘোরানোর প্রয়াস সমার্থক বিষয়। আজ আমরা আর্থিক দিক থেকে বিশ্বের পঞ্চম শক্তিশালী দেশ। সমর ক্ষেত্রে পৃথিবীতে আমরা চতুর্থ স্থানে। শিল্পেও ভারত আজ প্রথম দশের বিশ্ব ক্লাবের সদস্য। ২০৪৭ সালে ভারতের অর্জুনের পাখির চোখ হল প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের ফার্স্ট বয় হওয়া। তাই ইন্স্যুরেন্স হল আমাদের ভিত্তি, আমাদের সুরক্ষা, আমাদের ভরসা।

এহেন অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ

নেন দেশের একাধিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বেশ কয়েকজন রথী মহারথীরা। বক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এলআইসির পিজিএসএম সেক্রেটারি অনুরাধা মান্না। তাঁর মন্তব্য, দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে ১০০ বছরের যাত্রাপথের হিসেব কষতে বসলে ২০৪৭ সাল অবধারিতভাবেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সেই স্বপ্নিল মুহূর্ত যেন এখন থেকেই আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে। সুতরাং স্বভিমান রক্ষার প্রশ্নে ভারতবাসীর আর অপেক্ষা করার সময় নেই। এই সময়কালে ভারতবাসীর জীবনকে সৌন্দর্যে চলমান করার জন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স যেমন সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু তেমন দেশের অনবদ্য শিল্প পরিকাঠামো ও বিপুল উৎপাদনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্স্যুরেন্সের ভূমিকাও যে সর্বময় সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি স্বরূপ।

আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জিআইসি লিমিটেডের কর্পোরেট সল্যুসন্স গ্রুপের ন্যাশনাল হেড রমণজিৎ ভাল্লা এই মঞ্চে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, ভারতে প্রথম ইন্স্যুরেন্স ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এলআইসির হাত ধরে। যা ১৯৫৬ সালে জাতীয়করণ হয়েছিল। ২০০০ সালে দেশে প্রথম বেসরকারি বীমাকরণের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে দেশের বীমা ক্ষেত্রে তুমুল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। প্রত্যাশিতভাবেই এই প্রতিযোগিতায় বীমা বিপ্লবের সূচনা সংঘটিত হয় ভারতের নানা আঙ্গিকে।

সর্বভারতীয় এক বণিকসভার পূর্বাঞ্চলীয় শাখার আর্থিক বিষয়ক চেয়ারম্যান কৌশিক মুখোপাধ্যায় অবশ্য সতর্ক করে বলেন, বীমাকরণ এমন একটা অধ্যায় যেখানে স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর অভাবে দেশের আর্থিক বুনিয়াদের উপরেই বুলডোজার চলবে। সুতরাং এটা প্রতিষ্ঠা করার সময় এসে গেছে যে ইন্স্যুরেন্স ও স্বচ্ছতা হল পারস্পরিক সমার্থক শব্দ। ডিজিটাল ইন্সুরেন্সে আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিযোগ শুনতে পাই। যা মোটেই প্রত্যাশিত নয়। ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি দেশের বীমা ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজাতে চলেছে সম্প্রতি।

জ্ঞানেন্দ্রকে রাজতন্ত্রে ফেরানোর আহ্বান

সুমন্ত ভৌমিক

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে বিপুলসংখ্যক মানুষ দেশটির প্রাক্তন ক্ষমতাচ্যুত রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। গত রবিবার পশ্চিমাঞ্চলীয় নেপালে ভ্রমণ শেষ করে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। তাকে স্বাগত জানাতে হাজার হাজার সমর্থক ত্রিভুবন বিমানবন্দরের প্রধান প্রবেশপথের কাছে জড়ো হয়েছিলেন। দেশের চলমান অবস্থা নিয়ে অসন্তোষ জানানোর পাশাপাশি বিলুপ্ত রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির সাধারণ মানুষ। মানুষের ভিড়ের কারণে বিমানবন্দর থেকে এবং বিমানবন্দরগামী যাত্রীরা হেঁটে যেতে বাধ্য হয়েছেন। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিমানবন্দর প্রাঙ্গণে প্রবেশে বাধা দিয়েছে শত শত পুলিশ। ২০০১ সালে নেপালের তৎকালীন রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহকে সপরিবার হত্যা করা হয়। বড় ভাই বীরেন্দ্র নিহত হওয়ার পর ওই বছরই রাজা হিসেবে জ্ঞানেন্দ্রর অভিষেক হয়। তবে ২০০৫ সালে জ্ঞানেন্দ্র পুরোপুরিভাবে ক্ষমতা দখল করেন। বলেন যে রাজতন্ত্রবিরোধী মাওবাদী বিদ্রোহীদের পরাস্ত করার জন্য তিনি কাজ করছেন। রাজা জ্ঞানেন্দ্র তখন সরকার ও পার্লামেন্ট ভেঙে দেন, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের কারাগারে পাঠান। তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং দেশশাসনের কাজে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেন। বর্তমানে জ্ঞানেন্দ্র ২০০৫ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তখন তার নির্বাহী ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। এসব পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে রাজা জ্ঞানেন্দ্রর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। ২০০৬ সালে জ্ঞানেন্দ্র একটি বহুদলীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। মাওবাদীদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে সরকার। এর মধ্য দিয়ে এক দশক ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। ২০০৮ সালে নেপালের ২৪০ বছরের পুরোনো হিন্দু রাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করার বিষয়ে দেশটির পার্লামেন্টে ভোট হয়। ভোটাভুটিতে রাজতন্ত্র বিলোপের পক্ষে রায় এলে রাজা জ্ঞানেন্দ্র পদত্যাগ করেন। এরপর নেপালে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে নেপাল ১৩টি সরকারকে পেয়েছে এবং দেশটির অনেকে প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার প্রতি হতাশ হয়ে পড়েছেন।

দেশটির সাধারণ মানুষেরা বলছিলেন, রাজার জন্য রাজপ্রাসাদ খালি

করুন। রাজা ফিরে আসুন, দেশকে বাঁচান। আমাদের প্রিয় রাজা দীর্ঘজীবী হোক। আমরা রাজতন্ত্র চাই। তাদের আর দাবি, প্রজাতন্ত্রের সরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনীতির অবস্থা এবং ব্যাপক দুর্নীতির জন্যও প্রজাতন্ত্রকে দায়ী করেছেন। বিমানবন্দর এলাকায় সমবেত মানুষেরা বলেছেন, দেশের পরিস্থিতি যেন আরও খারাপের দিকে না যায়, তা ঠেকাতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের আশা করছেন। একজন বলছেন, রাজাকে আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাতে এবং তাকে রাজসিংহাসনে পুনর্বহাল করার পুরো প্রক্রিয়ায় পাশে থাকার ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করতে আমরা এখানে এসেছি। সমবেত মানুষদের মধ্যে আরেকজন বলেন, ২০০৬ সালে রাজা জ্ঞানেন্দ্রর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন মত পরিবর্তন করেছি এবং রাজতন্ত্রকে সমর্থন করছি। রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার এ আহ্বানের বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্র কোনও মন্তব্য করেননি। কুলরাজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দেশে সবচেয়ে বাজে যে বিষয়টি ঘটছে তা হল, ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে এবং ক্ষমতায় থাকা কোনও রাজনীতিবিদ দেশের জন্য কিছুই করছেন না। রাজতন্ত্রকে উৎখাতকারী বিক্ষোভে আমি ছিলাম এই আশায় যে এতে দেশের উপকার হবে। তবে আমার ধারণা ভুল ছিল এবং জাতি আরও দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। তাই আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি। তার প্রতি সমর্থনের হার ক্রমাগত বাড়লেও, জ্ঞানেন্দ্রের ক্ষমতায় ফিরতে পারার সুযোগ কম। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। রাজনীতিবিদদের অযোগ্যতার কারণে কিছু মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। আর এই হতাশা থেকেই এ ধরনের সমাবেশ ও বিক্ষোভ হচ্ছে।

আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে নির্বাচন

মিয়ানমারের সামরিক সরকার আগামী ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করবে। জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের বরাতে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে এ তথ্য জানান হয়েছে। জান্তা নেতা মিন অং হ্লাইং এর আগেও নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তার প্রশাসন বারবার জরুরি অবস্থা বাড়িয়েছে। ২০২১ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী অং সান সু চির সরকারকে সামরিক ভাবে উৎখাত করে জান্তা। এর পর থেকে দেশটিতে জান্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। তখন থেকে মিয়ানমারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত মিয়ানমারে দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুত নির্বাচন নিয়ে এই প্রথম নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করলেন তিনি। বেলারুশ সফরের সময় হ্লাইং বলেছেন, আমরা শিগগিরই

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা করছি। ইতিমধ্যে ৫৩টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তাদের তালিকা জমা দিয়েছে। এই নির্বাচন দেশে আরও সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বর্তমানে জান্তা ও বিরোধীরা মিয়ানমারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছে। দেশটিতে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের ফলে অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে এবং ৩৫ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সমালোচকেরা প্রতিশ্রুত নির্বাচনকে উপহাস করে বলেন, জেনারেলদের ক্ষমতায় রাখার জন্য এ নির্বাচন আয়োজন করা হচ্ছে। কারণ, দেশটিতে ২৪টির বেশি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিদ্রোহীদের হাতে মিয়ানমারের বিশাল অংশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে জান্তা।

পাঠকের কলমে

আপনার এলাকার নানা সমস্যার কথা আমাদের দপ্তরে ১০০ শব্দের মধ্যে ছবি সহ লিখে পাঠান। আমরা তুলে ধরবো পাঠকের কলমে আপনার নাম সহ।

রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার বিপুল বিদেশি সিগারেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : কাস্টমের কাছে পূর্বে খবর ছিল যে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী পাচার করা হচ্ছে। ১১ মার্চ দিন এনজিপি স্টেশনে গাড়ি পরীক্ষা করলে সেখান থেকে দুটি বাক্স উদ্ধার হয়। কাস্টমের আধিকারিকরা সহ উপস্থিত ছিলেন তেমনি জিআরপি, আরপিএফের আধিকারিকেরাও। পরবর্তীতে বাক্স দুটি ভাঙ্গা হয় এবং প্রায় ৯২ হাজার পিস বিদেশি সিগারেট উদ্ধার হয়। এবিষয়ে আরো জানা গিয়েছে, মায়ানমার সীমানা দিয়ে গুয়াহাটিতে নিয়ে আসা হয়েছিল এই সিগারেটগুলো। এবিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সিগারেটের আনুমানিক বাজার মূল্য ৯২ হাজার সিগারেটের বাজার মূল্য ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা।

ডিনকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চলতি মাসের ৯ তারিখে হাসপাতাল দপ্তরের লেকচার থিয়েটারে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ দেখানো হয়। সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজের একজন ছাত্র একটি শোকজ চিঠি পাঠানো হয়। সেই চিঠিতে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কার অনুমতিতে সে ওই থিয়েটারটি খুলিয়েছে। তবে ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য খেলার দেখানোর জন্য ৭ তারিখে ডিনকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল তবে তার উত্তর না পেয়ে প্রিন্সিপালকে বিষয়টি জানানো হয়। এরপরে প্রিন্সিপাল ফোনের মাধ্যমে ওই থিয়েটারে খেলা দেখানোর অনুমতি দেয়। তবে কেন তার পরেও সানিকে শোকজ করা হল এই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে ছাত্রছাত্রীরা। বুধবার দুপুর থেকে ডিনকে ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা।

চলন্ত গাড়িতে হঠাৎ আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির দেবি ডাঙ্গায় মাটিগাড়ার একটি বেসরকারী স্কুলের ছাত্রদের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটু পুলকার। হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। আগুন লাগার কারণে গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সে সময় গাড়িটিতে ১২ জন পড়ুয়া ছিল। গাড়িতে আগুন লাগার পর, গাড়ির ড্রাইভার তৎপরভাবে গাড়ির ভেতর থেকে পড়ুয়াদের গাড়ির বাইরে বের করে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন এবং প্রধাননগর থানার পুলিশ। ঘটনার খবর জানাজানি হতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্কুল পড়ুয়াদের অভিভাবকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিভাবকদের অভিযোগ, এই বেসরকারি স্কুলে অনেকদিন যাবৎ এমন ফিটনেস বিহীন গাড়ি চালানো হচ্ছে। এই কারণে বিভিন্ন সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্কুল পড়ুয়াদের। আজ ঠিক তেমনি যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে আগুন লাগে গাড়িটিতে। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে এই বিষয়ে তেমন সদুত্তর মেলেনি। যদিও গাড়িতে থাকা স্কুলছাত্রদের কোন ক্ষতি হয়নি এমনটাই জানা গিয়েছে।

২৭টি মহিষ উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ১২ মার্চ মহিষ বোঝাই একটি কন্টেনার ডালখোলা থেকে ফুলবাড়ি হয়ে বিহারের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ফুলবাড়ি টোল গেট এলাকায় ওই কন্টেনারটিকে আটক করে ভারতীয় বিএসএফ। তল্লাশির সময় ২৫টি মহিষ এবং ২টি মহিষের বাচ্চা সমেত মোট ২৭টি মহিষ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় ফরমান আলি, মইসার আলি, তমসুর আলাম এবং হামিদ আলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। বৃহস্পতিবার তাদের সকলকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গঙ্গাসাগর কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন সমুদ্র সৈকতে ১২ মার্চ একটি বিশাল আকৃতির কচ্ছপ দেখা যায়। পর্যটকরা খবর দেয় গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানায়। সকলের উদ্যোগে কচ্ছপটিকে পুনরায় সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তথ্য : সৌরভ নস্কর

স্বল্প খরচে পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা

ঋক চক্রবর্ত্তী : বর্তমানে খাদ্যে বিষাক্ত রাসায়নিকের আধিক্য ও বাজারের অস্থিরতা অনেক চাষিকেই তাদের পরিবারের জন্য নিরাপদ খাদ্যের চিন্তায় উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। শহরের মতো এখন গ্রামের সাধারণ চাষিরাও কিচেন গার্ডেনের প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। কিচেন গার্ডেনের মাধ্যমে একদিকে যেমন রাসায়নিকমুক্ত তাজা সবজি পাওয়া যায়, তেমনি উদ্বৃত্ত সবজি বিক্রি করেও আয় করা সম্ভব। বিশেষ করে, জৈব পদ্ধতিতে কিচেন গার্ডেন পরিচালনা করলে খরচ কমে, মাটির উর্বরতা বজায় থাকে এবং সুস্বাদু সবজি উৎপাদন সম্ভব হয়।

পশ্চিমবঙ্গ তথা দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া অনুযায়ী মার্চ–এপ্রিল মাসে কিছু নির্দিষ্ট সবজি চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। আসুন, দেখে নেওয়া যাক কীভাবে কিচেন গার্ডেন শুরু করা যায় এবং কোন সবজি চাষ করা সবচেয়ে উপযোগী হবে। কেন কিচেন গার্ডেন করবেন?

- নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য: বাজারের রাসায়নিকযুক্ত সবজির পরিবর্তে ঘরে উৎপাদিত স্বাস্থ্যকর সবজি খাওয়া যাবে।
- কম খরচে সবজি চাষ: রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারে খরচ কমবে।
- পরিবারের চাহিদা পূরণ: সামান্য পরিশ্রমে দৈনন্দিন সবজির চাহিদা মেটানো সম্ভব।
- অতিরিক্ত সবজি বিক্রি করে আয়: উদ্বৃত্ত সবজি বাজারে বিক্রি করলে বাড়তি আয় করা যাবে।
- পরিবেশবান্ধব চাষ: রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব উপায়ে চাষ করলে মাটির উর্বরতা বাড়বে এবং পরিবেশ ভালো থাকবে।
- কম জায়গায় চাষ সম্ভব: বাড়ির উঠোন, ছাদ বা বাড়ির আশপাশের খোলা জায়গায় খুব সহজেই সবজি চাষ করা যায়।

মার্চ–এপ্রিলে চাষযোগ্য সবজি

এই সময়ে আবহাওয়া কিছুটা শুষ্ক ও উষ্ণ থাকে, তাই এমন সবজি নির্বাচন করা প্রয়োজন, যেগুলো গরমে ভালো জন্মায় ও সহজে বেড়ে ওঠে।

১. শাকজাতীয় ফসল:

- লাল শাক ও পালং শাক অল্প সময়ে ফলন দেয় এবং বারবার তোলা যায়।
- কলমি শাক – জলের কাছাকাছি জায়গায়(যেমন পুকুরপাড়) সহজেই জন্মায় এবং দ্রুত বাড়ে।
- ঢেঁকি শাক – বিশেষ যত্ন ছাড়াই ভালো ফলন পাওয়া যায়।

২. লতাজাতীয় সবজি:

- পুঁইশাক – একবার লাগালে বহুদিন ধরে সবজি পাওয়া যায়।
- ঝিঙে, শসা ও চিচিঙ্গা – মাচায় চাষ করলে ভালো ফলন হয়।
- লাউ ও কুমড়ো – বাড়ির আশপাশে বা ছাদে মাচা তৈরি করে সহজেই চাষ করা যায়।
- করলা ও উচ্ছে – গ্রীষ্মকালে ভালো ফলন হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।

৩. ফলমূলজাতীয় সবজি:

- ঢ্যাঁড়স – কম জায়গায় সহজেই চাষ করা যায় এবং দ্রুত ফলন হয়।
- বেগুন – সঠিক পরিচর্যায় দীর্ঘ সময় ধরে ফলন পাওয়া যায়।
- টমেটো (বিলম্ব জাত) – একটু যত্ন নিলে গ্রীষ্মকালেও ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব।
- বরবটি – হালকা মাটি ও সামান্য পরিচর্যাতেই প্রচুর উৎপাদন হয়।

কিচেন গার্ডেনের জন্য জৈব পদ্ধতিতে চাষের কৌশল

১. মাটি প্রস্তুতি:

কিচেন গার্ডেনের জন্য উর্বর, ঝরঝরে ও জৈব পদার্থসমৃদ্ধ মাটি দরকার। ১০–১২ ইঞ্চি গভীর গর্ত খুঁড়ে সেখানে পচা গোবর সার, ভার্মি কম্পোস্ট, শুকনো পাতা মিশিয়ে সার তৈরি করুন। জমিতে যাতে জল জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ রেখে উপযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা করতে হবে।

মাটি ছাড়াও টব বা আলুর বস্তার মধ্যে মাটি তৈরি করে বাড়ির সামনে বা ছাদে ছাদ বাগান বানাতে পারেন।

২. জৈব সার ব্যবহারের কৌশল:

- গোবর সার ও ভার্মি কম্পোস্ট: মাটির উর্বরতা বাড়ায়, পুষ্টি সরবরাহ করে, মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।
- নিম খোল ও হাড়ের গুঁড়া: গাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। নিম খোল পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাকৃতিক কীটনাশকের ভূমিকা পালন করে এবং হাড়ের গুঁড়ো মাটিতে ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জমির উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি করে।
- মাছের আঁশ ও কলার খোসা: প্রাকৃতিক পটাশ সরবরাহ করে, যা গাছে ফুল–ফল ধরে রাখতে সাহায্য করে।

৩. কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই দমন:

- নিমপাতা ও রসুনের নির্যাস স্প্রে করুন।
- লঙ্কা ও রসুনের রস মিশিয়ে প্রাকৃতিক কীটনাশক তৈরি করুন।
- ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহার করে পোকার সংখ্যা কমিয়ে আনুন।
- গাছের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করুন।

৪. সেচ ও যত্ন:

গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে ২–৩ বার সেচ দেওয়া প্রয়োজন তবে সেচ সবসময় প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া উচিত।

গাছের গোড়ায় বেশি জল জমতে দেবেন না, কারণ এতে শিকড় পচে যেতে পারে, সকাল ও বিকাল বেলা সেচ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত।

- কিচেন গার্ডেন করতে খুব বেশি জায়গার দরকার নেই। ছোট উঠোন, বারান্দা বা ছাদেও চাষ করা সম্ভব।
- সবজি উৎপাদন বাড়াতে একসঙ্গে বিভিন্ন জাতের সবজি লাগানো ভালো।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করলে মাটির উর্বরতা ও ফসলের গুণগত মান ভালো থাকে এবং বিভিন্ন দূষণ থেকেও পরিবেশ রক্ষা করা যায়।
- বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর যদি এই কাজে যুক্ত হয়, তাহলে এটি আরও উপকারী হয়ে উঠবে। উৎপাদিত সবজির উদ্বৃত্ত অংশ স্থানীয় বাজারে বিক্রি করলে অর্থনৈতিকভাবে হওয়া বীজ আগে বীজ অবশ্যই শোধন করে নিলে ভালো, যদি সারিতে বীজ বপন করা যায় তাহলে পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

গ্রামের সাধারণ কৃষকরা যদি কিচেন গার্ডেন করতে আগ্রহী তাহলে একদিকে পরিবারের চাহিদা পূরণ হবে, অন্যদিকে উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করেও আয় করা সম্ভব হবে। জৈব পদ্ধতিতে চাষ করলে মাটির উর্বরতা পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে এবং রাসায়নিক মুক্ত খাদ্য পাওয়া যাবে। সামান্য উদ্যোগ নিলেই নিজের সহজেই স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ সবজি উৎপাদন করা খাবার নিজেই উৎপাদন নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা।

মহিলা প্রাণীপালকদের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯ মার্চ গ্রামীণ নারী ক্ষমতায়ন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে, ভারতীয় জন সেবা মিশনের 'পিগ ফার্মিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া' ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ৪০ জন আদিবাসী মহিলা শূকর পালক, অন্যান্য প্রাণীপালক ও উদ্যোক্তাদের জন্য একদিনের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করেছিল ঝাড়গ্রামে। এই কর্মসূচিতে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক সেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের সাম্প্রতিক প্রযুক্তি, উন্নত জাত নির্বাচন, রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা পরিকল্পনা, এবং বাজার সংযোগ কৌশল শেখানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল প্রথাগত পিগ রিয়ারিং থেকে বাণিজ্যিক পিগ ফার্মিংয়ে রূপান্তর করে নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল, দীপঙ্কর সাহা, সুকান্ত কিস্কু এবং শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ও স্থানীয় গ্রাম নেতারাও। সংস্থার পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের অনুপ্রাণিত করতে ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়।

কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল, কো–অর্ডিনেটর (পিগ ফার্মিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া) বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হল গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের জন্য টেকসই জীবিকার সুযোগ তৈরি করা। হাতেকলমে প্রশিক্ষণ ও ব্যবসায়িক পরামর্শ দিয়ে, আমরা চাই ওরা লাভজনক পিগারি ব্যবসা গড়ে তুলুক, যা পুরো গ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।' অংশগ্রহণকারীরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন,'আমরা কখনও ভাবিনি যে পিগ ফার্মিং একটা ব্যবসা হতে পারে। এখন আমরা জানি, এটা সম্ভব, আর আমরা শুরু করতে প্রস্তুত।' কর্মসূচির শেষে শিক্ষা সামগ্রী, প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট, এবং নিয়মিত পরামর্শ ও বাজার সংযোগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সংগঠনের তরফ থেকে।

জোরালো হচ্ছে অনুপ্রবেশ তত্ত্ব

প্রথম পাতার পর

তেমনই দাবি করেছেন বাগদা পশ্চিম তৃণমূল ব্লক সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার। স্ক্রুটিনি সম্পন্ন হলে সংখ্যাটা হাজারে পৌঁছাবে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিধান চন্দ্র হালদার বলেন, 'সরকারে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটের কাজ পরিচালনা করে তারাই। এই জেলায় ভূতুড়ে ভোটারে ভরে রেখেছে তারাই। হেলেঞ্চা মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চল। মতুয়া ভোটেই এখানে বিজেপি জেতে। তাই বেছে বেছে তারা মতুয়া ভোটগুলিকে কেটে দিচ্ছে। ভোটার তালিকা রোহিঙ্গাদের ভোটে পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে শাসকদলের এহেন উদ্যোগ।'

বনগাঁ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবা দাস মণ্ডল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'ভুয়ো ভোটার কারা করে?সরকারে আছেন ওনারা। বিডিও, এসডিও, ডিএম, পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি সবই তো ওনাদের। সেক্ষেত্রে ভুয়ো ভোটারের প্রসঙ্গটা নিছকই নাটক। আমার প্রেস মিট করার উদ্দেশ্য হল, আমার কাছে যে ভোটার লিস্টগুলো এসেছে সেখানে বেশ কিছু বাংলাদেশি মুসলিম এদেশের ভোটার। তাদের নাম বাংলাদেশের এপিক কার্ডে আছে। নাম সইদুল বিশ্বাস। বাগদা বিধানসভার ভোটার লিস্টেও তার নাম রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে মিনারা বিশ্বাস, নিহারবাজু বিশ্বাস, গদ্দাফি বিশ্বাস, সাদ্দাম বিশ্বাস। এদের পুরো পরিবার এখনও বাংলাদেশে। এরাই সব তৃণমূল জেলা সভাপতির গুণধর লোকজন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে অনেকেই আছেন, যারা ভারতের আবার বাংলাদেশেরও ভোটার। এরকম ভোটার আষাঢ় পঞ্চায়েত, বাঁশঘাটা সহ বাগদা অঞ্চলের বিভিন্ন পঞ্চায়েত আছে, বনগাঁর ধরমপুকুর, ঘাটবাঁওড় পঞ্চায়েতে আছে। ছয়ঘড়িয়া পঞ্চায়েতে আছে। এরা কারা? এদের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতা স্বয়ং ডিএম–এর নেই। এরা হিন্দুদের ভোট দিতে দেয় না। গত উপ নির্বাচনে বাগদাতে হিন্দু পরিবারেরা অনেকেই ভোট দিতে পারেনি। বার বার ফোন করা সত্ত্বেও তাদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। আমরা সমস্ত তালিকা তুলেছি। এগুলো নিবাচন কমিশনে জানানো হবে। শাসকদল এখন মতুয়াদের নাম, হিন্দুদের নাম বাদ দেওয়ার জন্যে এসব নাটক করছে।'

ভুতুড়ে ভোটার প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সাম্প্রতিক এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, 'বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, বাগদা, গাইঘাটা ও স্বরূপনগর এই বিধানসভায় ভোটার লিস্ট সংশোধনের কাজ যতটা হয়েছে, তাতে প্রায় দশ–বারো হাজার ভূতুরে ভোটারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এমনও ব্যক্তি আছেন যার একই এপিক নম্বর দু'জায়গায় ভোট রয়েছে। পুরো কাজ শেষ হলে সঠিক পরিসংখ্যান সামনে আসবে।'

এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'আমার মতে নাগরিকত্ব হরণ না করে ভোটার লিস্ট থেকে কারও নাম কাটা যায়না। ভুয়ো বা ভূতুরে ভোটার বলতে বুঝি রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যে এক ব্যক্তির একাধিক জায়গায় যে নাম রয়েছে, এগুলো ভুয়ো। সেক্ষেত্রে এক জায়গায় নাম বহাল রেখে অন্যান্য জায়গার নাম বাতিল করা যায়। কোনও ভারতীয় যাদের নাগরিকপঞ্জীতে নাম রয়েছে, তাদের নাম বাতিল করা যায়না। এক্ষেত্রে মতুয়া ভোট বা হিন্দু বাতিল করার যে কথা উঠছে, তা ঠিক নয়। এমনটাই আমাদের মনে হয়। তবে এনআরসি হলে প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে বলেই আমি মনে করি।'

কাকদ্বীপ থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, সেখানে আবার উল্টো ছবি। জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বলে দেখানো হচ্ছে বছরের পর বছর। সেখানে ভুয়ো ভোটার খুঁজে বের করার হিড়িকের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর কাকদ্বীপের বাসিন্দা সুবল পাত্র অভিযোগ করে, তারা যখন বাবা থেকে মারা গিয়েছে তখন থেকেই ভোটার কার্ডে তিনি মৃত। বিগত ২০ বছর ধরে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য বহুবার পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লকের দ্বারস্থ হলেও কোনো সদুত্তর মেলেনি। সবকিছু সরকারি সুবিধা পাওয়ার পরেও তিনি কেন ভোট দিতে পারবেন না, এই প্রশ্ন তুলছেন তিনি। তার আবেদন শেষ জীবনে এসে একবার হলেও যেন তিনি ভোট দিতে পারেন সেই দিকে যেন তাকায় প্রশাসন।

তবে এই বিষয়ে কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সরকারি সভাপতি সত্যব্রত মাইতি তিনি জানায়, যে এই বিষয়টি তেনার জানা নেই কিংবা এই বিষয়টি নিয়ে কেউ এখনো পর্যন্ত জানায়নি তবে এটা ২০০৪ সালের সিপিএমের আমলে এরকম কারচুপি হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে তিনি বলেন যে যে ব্যক্তির এরকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা পঞ্চায়েতে জানাক, বিষয়টি নিয়ে সঠিক তদন্ত করা হবে।

অপরদিকে বিজেপি দলের নেতা মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার জেলার সম্পাদক কৌশিক দাস জানান, শাসকদল সবই জানে। শুধু কাকদ্বীপ নয় সাগর নামখানা শহর রাজ্য জুড়ে ভুয়ো ভোটার কার্ড দিয়েই এরা ভোট করে। তা না হলে বহুদিন আগেই এই তৃণমূল নামের যে দলটি রয়েছে সেই দলটি থাকতো না বলে।'

চুরি যাওয়া বাইক সহ গ্রেপ্তার চোর

সুকান্ত কর্মকার: ছাতনা থানার ঝাঁটিপাহাড়ি ফাঁড়ির অন্তর্গত মুর্গাবনি এলাকায় ৪ নভেম্বর ২০২৪ একটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় ছাতনা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তদন্তের কাজ শুরু করে ছাতনা পুলিশ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে ৭ মার্চ পুলিশ গড়বেতার বাসিন্দা সুরজ আলী খানকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে বাঁকুড়া থানার পাচিরডাঙ্গা এলাকা থেকে তার অন্যতম সহযোগী সাহাবুল গায়েনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তে নেমে পুলিশ ৩টি চুরি যাওয়া বাইক, নগদ ৬৮ হাজার টাকা, ৪টি মাস্টার কি এবং বেশ কিছু চুরি যাওয়া বাইকের নম্বর প্লেট উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সুরজ আলী খান গড়বেতা, ডেবরা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানায় সংঘটিত বাইক চুরির একাধিক মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে একাধিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি রয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কোনো তথ্য আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে ছাতনা থানার পুলিশ।

মশা মারতে গিয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : ১৪ মার্চ গোসাবা ব্লকের লাহিড়ীপুর পঞ্চায়েতের শান্তিগাছি গ্রামে গভীররাতে ভয়াবাহ অগ্নিকাণ্ডে গৃহস্থের গোয়াল ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গোয়াল ঘর সহ পুড়ে মারা গিয়েছে ৪টি গোরু ও ৮ ছাগল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিগাছি গ্রামের বাসিন্দা অশোক সরকারের ৪ টি গোরু ও ৮ টি ছাগল ছিল। অন্যান্য দিনের মতো তাদেরকে সন্ধ্যার সময় গোয়াল ঘরে তুলে দিয়েছিলেন। মশার উপদ্রব থেকে গৃহপালিত পশুদের বাঁচাতে ঘুঁটের আগুন দিয়েছিলেন গোয়াল ঘরে। গভীর রাতে সেই আগুন থেকে গোয়াল ঘরে রাখা কাঠ ও ঘুঁটেতে আগুন ধরে যায়।সমস্ত গোয়ালঘর আগুনের গ্রাসে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। অশোক সরকার জানিয়েছেন, যখন জানতে পারলাম, তখন সব শেষ। কিছুই উদ্ধার করা যায়নি। মশা মারার জন্য গোয়ালে ধোঁয়া না দিলে এমন সর্বনাশ হত না।

খুনের মামলায় ১০ বছরের সাজা

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ডহারবার : ২০১৪ এর ২৯ জানুয়ারি রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা থানার মামুদপুরে বাড়ির সামনে খুন হন হাকিম শেখ নামে ২৫ বছরের এক যুবক। অভিযোগ, শরিফুল শেখ ও মুন্নাফ শেখ হাকিমদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই গালিগালাজ করছিল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে হাকিমের দাদা হাবিব শেখকে প্রচন্ড মারধর শুরু করে তারা। দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন হাকিম। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এলেও ১ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু হয় হাকিমের। এই ঘটনায় মৃতের দাদা হাবিব শেখ ফলতা থানায় শরিফুল ও মুন্নাফের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। খুনের ঘটনায় ১০ বছরের বেশি চলা এই মামলায় শেষপর্যন্ত ২৮ ফেব্রুয়ারি দোষী সাব্যস্ত হয় ২ অভিযুক্ত। ডায়মন্ডহারবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জয়প্রকাশ সিংয়ের আদালতে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

সুকান্তর আঙুল ছাপের প্রস্তাব

প্রথম পাতার পর

এই চালাকি আমরা ধরে ফেলেছি। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করবো, আগামী বছরে যে বিধানসভা ভোট রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে প্রতিটি ভোটদাতার এপিক কার্ডে পৃথক ইউনিক এপিক নম্বর উল্লেখ করার ব্যবস্থা যেন অবিলম্বে করে নির্বাচন কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর থেকেই কার্যত দলের কর্মীরা রাজ্যওয়ারি অলিতে গলিতে নেমে পড়েছে ভোটার তালিকায় বিভিন্ন ত্রুটি খুঁজতে। তৃণমূলের এইরকম প্রয়াসে রাজ্যবাসীর একটা বড় অংশের মানুষ ভাবতে শুরু করেছেন, তবে কি এবার প্রতিটি বুথের ভোটার তালিকা থেকে ভুতুড়ে ভোটার প্রকৃতই বাদ পড়তে চলেছে? আর এই প্রশ্নকে ঘিরেই শুরু হয়ে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জোর রাজনৈতিক চাপান উতোর পর্ব।

কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে গত ৭ মার্চ একটি কেন্দ্রীয় সরকারের আয়োজিত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ণের রোডম্যাপ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় যোগ দেন সুকান্ত মজুমদার। কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্তবাবু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করেই সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে রীতিমতো তুলোধুনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কার্যত ইউনিক এপিক নম্বর প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যের শাসক নেত্রীকে উল্টে কাঠগড়ায় তোলেন। তিনি এই ইস্যুর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যে ভোটার তালিকায় ভুতুড়ে ভোটারের সংখ্যা অসংখ্য। আমাদের যা প্রাথমিক হিসাব তাতে ভোটার তালিকায় রয়ে গেছে ১৭ লক্ষ ভুতুড়ে ভোটার। এই ভুতুড়ে ভোটার কারা? এরা বেশির ভাগ হল রোহিঙ্গা ও সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারী। তৃণমূল এদের আধার কার্ড ও সরকারি পরিচয়পত্র বানিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাছাড়া মৃত ভোটারও তো তৃণমূলের আন্তরিক ভোটার হয়ে উঠেছে। দেশের ক্ষতিসাধন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অবৈধ ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করতে চাইছেন।

এখানেই না থেমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, নিজের অপকর্ম ঢাকতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন। রাজ্যের শাসক দলের সত্যি যদি সদিচ্ছা থাকতো তবে কেন বছরের পর বছর ধরে এই রাজ্যের ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত হল না। হঠাৎ এখন কেন তিনি এই অভিযোগ করছেন? মুখ্যমন্ত্রী কি দেড় দশক ধরে এসব জানতেন না? নাকি জেগে ঘুমাচ্ছিলেন। আসলে এখন তিনি রাজ্যবাসীকে বোকা বানিয়ে উনার বিরুদ্ধে ওঠা নানা দুর্নীতির অভিযোগ থেকে প্রচারের ফোকাস ঘোরাতেই এসব আওয়াজ পরিকল্পনা মাফিক তুলছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে গিয়ে এখানেই থেমে থাকেননি সুকান্তবাবু। এরপরেই ছুড়দেন মোক্ষম অস্ত্র। তাঁর বক্তব্য, ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত ও অবাধ নির্বাচন করা যদি সত্যি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য থাকতো তবে তিনি তো ভোটারদের আঙুলের ছাপ নির্বাচনের সময় যাচাই করণের দাবি তুলতে পারতেন। এব্যাপারে তিনি চুপ কেন? আমরা তো চাইছি, এই পদ্ধতি লাগু হোক। এরকম হলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট আমি শত চেষ্টা করেও দিতে পারবো না। তেমনি সুকান্ত মজুমদারের ভোট উনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও দিতে ব্যর্থ হবেন। ওইসব আজেবাজে অবান্তর কথা বলে বাজার গরম না করে বুকে দম থাকলে বলুন, ভোটারদের আঙুলের ছাপ ভোটদান পর্বে আবশ্যক হোক। দেখি আপনার কত বড় হিম্মৎ।

স্টেশনই এখন জতুগৃহ

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় মানুষদেরও সহযোগিতা করতে হবে। পূর্বে আমরা দেখেছি মাঝেরহাট স্টেশন, নিউ আলিপুর স্টেশনকেও কিভাবে হকার মুক্ত করে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ এবং রেল যাত্রীদের দাবি রেলদপ্তর অবিলম্বে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বজবজ স্টেশন পর্যন্ত যে সমস্ত রেলস্টেশন আছে সেগুলোকে হকার মুক্ত করুক। প্রয়োজনে রেল দপ্তর কড়া পদক্ষেপ নিক। তা না হলে যা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে যে কোনদিন আরো কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

ঐতিহ্যবাহী দোল উৎসবে মন্দির উদ্বোধন ঘিরে মাতল বিকিহাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : বিশ্বশুক মিলন মঠ ও বিশ্বশুক সেবাশ্রম সংঘের ঐতিহ্যবাহী দোল উৎসবে এবার নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে জনমানসে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। ধর্ম প্রচারক সাধক শুকদেব ব্রহ্মচারী বহুদিন আগে অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে আসার পর পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ১ নং ব্লকের বিকিহাটে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং দোল উৎসবের সূচনা হয়। তিন দশক আগে এখানেই সাধকের প্রয়াণের পর এই আশ্রম প্রাঙ্গণে সুবিশাল সমাধি মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। আশ্রম কর্তৃপক্ষ এবারের ৫৬ তম বর্ষে ৬ দিন ব্যাপী দোল উৎসবে সমাধি মন্দিরটির দ্বারোদঘাটনের সিদ্ধান্ত নিলে লক্ষাধিক ভক্তের মধ্যে খুশির হাওয়া বয়ে যায়। যদিও সুদৃশ্য সমাধি মন্দিরের অপূর্ব নির্মাণশৈলী ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের নজর কেড়ে নিয়েছে। যে কারণে ১৪ মার্চ সমাধি মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের সাক্ষী থাকার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য ভক্ত–অনুরাগীর অনেক আগে থেকেই আশ্রম চত্বরে জমায়েত শুরু হয়েছিল। নানাবিধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এবং সেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে এবারে ৫৬ তম বর্ষের ছয়দিন ব্যাপী দোল উৎসবের সূচনা হয় ১৩ মার্চ। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বশুক মিলন মঠের সম্পাদক চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ঐতিহ্যবাহী দোল উৎসবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। এলাকার বাসিন্দা পরিতোষ শিকদার, শুকলাল গাইন প্রমুখের দাবি, প্রতিবারই দোল উৎসবে লক্ষাধিক ভক্ত সমাবেশ ঘটে। এবারে দ্বিগুণ ভক্তের সমাবেশ নিয়ে এবারের দোল উৎসবের আয়োজন।

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম) এবং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইউইএম), ভারতের

অন্যতম বৃহৎ টেকনো–ম্যানেজমেন্ট ফেস্টিভ্যাল ইনোভেশিয়ান ২০২৫–এর আয়োজন করে। এই বছর আইআইটি, এনআইটি, জেইউ, আইআইইএসটির মতো ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রোমানিয়া, পর্তুগাল, রাশিয়া, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নেয়। ১৫০টিরও বেশি অভিনব প্রকল্প ও ১০০টিরও বেশি টেকনিক্যাল পোস্টার প্রদর্শনীর মাধ্যমে আইইএম–ইউইএম উদ্ভাবন, গবেষণা এবং শিল্প সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

আইইএম–ইউইএম গ্রুপের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর বনানী চক্রবর্তী বলেন, 'ইনোভেশিয়ান ২০২৫ আমাদের তরুণ উদ্ভাবকদের উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। আমরা গর্বিত যে এই প্ল্যাটফর্মটি নিত্য–নতুন চিন্তা–ভাবনা কে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করছে।' ডিরেক্টর প্রফেসর সত্যজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'ইনোভেশিয়ান ক্রমশ বিশ্বমানের উৎসবে পরিণত হয়েছে, যেখানে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে।

তবে ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবনী বিষয়গুলি যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরো বেশি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। সেনাবহিনীকে সাহায্য করবার জন্য অভিনব পদ্ধতি তৈরি করেছে সপ্তাংশু কিন্তু, উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার জন্য এখনো লড়ছে সে। হাতেহাত ধরিয়ে দেওয়া গেলে ছাত্রছাত্রী ও অংশগ্রহণকারীরা আরো উৎসাহ পাবে ভবিষ্যতে নতুন নতুন আবিষ্কার করতে।

দক্ষ জনশক্তি স্থায়ী অর্থনীতির শিরদাঁড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : কনফিডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যবসায় স্থায়ীত্বকরণের দিক নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করে বণিক মহল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ব্যবসা ও শিশু নারী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারী ক্ষমতায়নে নজর দিয়েছে এবং যা ইতিমধ্যেই শিল্পে অগ্রগতির পথ দেখাচ্ছে। এছাড়াও পুনর্নবীকরণ শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সরকার বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছে ২৪ ঘণ্টা জল সরবরাহের উপর, শ্রমিক বন্ধনীতি সাহায্য করবে ব্যবসার গতি আনতে।' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন বলেন, 'বিদ্যুৎ চালিত সবুজ পরিবহনের দিগন্ত খুলেছে পশ্চিমবঙ্গে, ২০০ কোটিরও বেশি বিনিয়োগ আসবে এই ক্ষেত্রে।' ব্রিটিশ উপ রাষ্ট্রদূত ড. এনড্রিউ ফ্লেমিং বলেন, 'দক্ষ জনশক্তি স্থায়ী অর্থনীতির শিরদাঁড়া।' নব নিযুক্ত হওয়া সিআইআইয়ের চেয়ারম্যান তথা শিল্পপতি তথা মোহন বাগানের সম্পাদক দেবাশীষ দত্ত এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ব্যবসায়ীদের আহ্বান করে বলেন, 'ব্যবসায়িক মহল ক্রীড়া বিভাগেও এগিয়ে আসতে পারে বিনিয়োগের জন্য।'

কলকাতার নিকাশি খাল সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা নিকাশি সংস্কার করে কলকাতা পৌর এলাকার ১২টি নিকাশি খালের নাব্যতা বাড়াতে চলেছে। খালগুলি মূলত দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার ঠাকুরপুকুর, জোকা এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বর্ষার জমা জলের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। কোন কোন নিকাশি খাল সংস্কার করা হবে? কলকাতা পৌরসংস্থা চড়িয়াল খালের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী ম্যানেজমেন্ট খাল, বাবুর বাগান খাল, বাখরাহাট রোড খাল, সৃজনী খাল, ২২ বিঘা খাল, নবপল্লি খাল, এছাড়াও রানিয়া খালের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী নেতাজী পল্লি খাল, জায়াদারগেট খাল, রামজীবনপুর খাল এবং জুলপিয়া খালের সঙ্গে সংযুক্ত খেলার মাঠের খাল, চক রামনগর খাল ও কোম্পানি পুকুর খাল সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় ৩০,৪২০ কিলোমিটার নিকাশি খাল খনন করা হবে। খালগুলি জোকাস্থিত ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪১টি ওয়ার্ডের সঙ্গে ২০১২ সালে এই ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ এই ৩ টি ওয়ার্ড যুক্ত করা হয়। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ওয়ার্ড তিনটির পৌর–পরিষেবা যুক্ত হওয়ার ১৩ বছর পর আজও সম্পূর্ণ রূপে মসৃণ হয়নি। কোনও কোনও জায়গায় এখনও কাঁচা রাস্তা ও কাঁচা নিকাশি নালা থেকে গিয়েছে। কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ চাইছে কলকাতার অন্যান্য ওয়ার্ডগুলির সঙ্গে এই ওয়ার্ডগুলিকেও আধুনিক করে তুলতে। পৌর নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ এ বিষয়ে জানান, 'ইতিমধ্যে কলকাতা শহরের নিকাশি খালগুলির সংস্কার হয়েছে, কাজ আরও হবে। অনেকগুলি খাল রাজ্যের সেচ দপ্তর ড্রেজিং করেছে। আরও কয়েকটি খাল সংস্কারের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সংযুক্ত এলাকাতেও বেশ কয়েকটি নতুন খাল কাটার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে কাজ কলকাতা পৌরসংস্থা করবে। পৌর নিকাশি দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, একাধিক পাম্পিং স্টেশন, সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, নতুন খাল কাটা, মাটির তলায় ভূপৃষ্ঠের ওপরে জল 'রিচার্জ করার প্রকল্প সহ একাধিক কাজ হবে।'

বেহালার সিরিটি শ্মশানে হুগলির জল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত সিরিটি শ্মশানে এবার হুগলি নদীর জল আসছে। কলকাতা পৌরসংস্থা সিরিটি শ্মশান সম্প্রসারণের কাজে হাত দিয়েছে। বর্তমানে এখানে দুটি বৈদ্যুতিক এবং একটি কাঠের চুল্লি রয়েছে। কিন্তু শবযাত্রীদের চাপে এখানে আরও দুটি বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়। স্থানীয় মানুষজনের দাবি শ্মশানের পুকুরের সঙ্গে আদিগঙ্গার সংযোগ করলেই হুগলি নদীর জল সহজেই শ্মশানস্থির পুকুরে ঢুকতে পারে। ফলে আদিগঙ্গা জলে অস্থি বিসর্জন হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর আদিগঙ্গার সঙ্গে পাইপলাইনের মাধ্যমে শ্মশানস্থিত পুকুর সংযুক্ত করবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। শ্মশানস্থিত পুকুরের চতুর্দিকে আদিগঙ্গার পাইপলাইন জুড়ে দেওয়া হবে। জোয়ারের সময় আদিগঙ্গার পরিষ্কার জল এই পুকুরে পাঠানো হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুরনো জল বের করে দেওয়া হবে 'সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে'র মাধ্যমে।

নিকাশির জল দেওয়া হবে গাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা নিকাশির জল পরিস্রুত করে কলকাতা শহরের রাস্তা ধোয়া, গাড়ি ধোয়া এমনকী গাছে দেওয়ার কাজ করতে চলেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাস্থিত খড়গপুর আইআইটির(ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অভ টেকনোলজি) অভিনব প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিকাশির দূষিত জল পরিস্রুত করা হবে। সম্প্রতি খড়গপুর আইআইটির অধ্যাপকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এ কথা জানান কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। বৈঠকে পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ সহ নিকাশি দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

খড়গপুর আইআইটির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারং দপ্তরের অধ্যাপক শীর্ষেন্দু দে এবিষয়ে বলেন,'কী পদ্ধতিতে নিকাশির জলশোধন করা হবে, আমরা সেই পরামর্শ দেব। নয়া ব্যবস্থায় ড্রেনেজ ওয়াটারকে 'ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে একাধিক স্তরে পরিশুদ্ধ করা হবে। তারপর সেই জল গাড়ি ধোয়া, রাস্তা ধোয়া, গাছে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতিদিন গাছে জল দেওয়া, বাগান পরিচর্যা সহ নানা কাজে প্রায় ৩ লক্ষ লিটার জল লাগে। যার পুরোটাই পরিস্রুত পানীয় জল। কলকাতা পৌরসংস্থা শহরে পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় রোধ করতে চাইছে। এর আগেও নিকাশির জল আইআইটিকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছিল, সেই জল অন্যকাজে ব্যবহার করা যায় কিনা সেজন্য। বানতলায় চর্মশিল্প তালুক থেকে বের হওয়া জলে দূষণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা এই প্রসঙ্গে জানান, চর্মশিল্প তালুকে শোধন প্রক্রিয়া চালু করা গেলে, বানতলা নিয়ে দূষণের অভিযোগের মাত্রা কমবে।

সম্প্রতি বানতলা এলাকায় খালের জলের নমুনা সংগ্রহ করে খড়গপুর আইআইটিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে মেয়র পারিষদ তারক সিংহ জানান, 'কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তর ও তার টিম চেষ্টা করছে নিকাশির জল পরিশোধিত করে কাজে লাগাতে। এর ফলে আমার বিশ্বাস পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় অনেকাংশে আটকানো যাবে।

ইতিমধ্যেই নিকাশি কাজে ব্যবহৃত জল স্যাম্পেল হিসেবে খড়গপুর আইআইটির কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তাতে আইআইটি সবুজ সংকেত দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানান, বানতলার চামড়া কারখানা থেকে যে জল বেরোয় তা পরিশোধন করে এবং জীবাণু মুক্ত করে রাস্তা ও গাড়ি ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই কাজটি করার জন্য খড়গপুর আইআইটি ২৬ লক্ষ টাকা কলকাতা পৌরসংস্থার থেকে চেয়েছিল। মহানাগরিকের সম্মতিক্রমে সেই টাকা পৌরসংস্থা খড়্গপুর আইআইটিকে দিয়েছে। এই কাজটা হলে আমি মনে করি, নিকাশি দফতর খুব বড়ো একটা কাজ করবে।

কলকাতায় খাটাল বেআইনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরে কোনও খাটাল রাখা যাবে না। খাটাল তোলা নিয়ে যদি কেউ দালালি করতে যায়, কলকাতা পৌরসংস্থার কর্মী হলেও, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। খাটালের জন্য শহরের ভূ–পৃষ্ঠস্থ বা ভূ–গর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা সমস্যার মধ্যে পড়ে সাথে বায়ুদূষণ তো আছেই। তাই কলকাতা থেকে খাটাল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কলকাতা থেকে গোরু–মোষের খাটাল সরিয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশের নগরপালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। দক্ষিণ কলকাতার পূর্ব পুঁটিয়ারির তালবাগান অঞ্চলের এক বাসিন্দা 'টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে জানায়, 'প্রকাশ্যেই গোরু স্নান করানোর কাজ চলছে। গোবর নিকাশি নালায় এসে মিশছে। এসব কারণেই নিকাশিনালা বারে বারে বন্ধ হচ্ছে। এ কারণেই বৃষ্টি হলেই রাস্তায় বৃষ্টির জল জমছে। সর্বক্ষণ মশা–মাছি ভনভন করে। এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আমাদের বসবাস করতে হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, উত্তর কলকাতার কাশীপুর, উল্টোডাঙা, পূর্ব কলকাতার তপসিয়া, তিলজলা, আনন্দপুর, বেহালার সরশুনা–ঠাকুরপুকুর এই সংযোজিত এলাকায় এখনও গোরু–মোষের খাটাল রয়েছে বলে অভিযোগ। খাটালের সমস্যা নিয়ে প্রায়ই মহানাগরিকের কাছে ফোন আসছে। অভিযোগকারীরা জানান, পৌরসংস্থার অধিকাংশ স্থানে পাকা নর্দমা থাকলেও খাটালের বর্জ্যে নর্দমার এমন দশা হয় যে, সেখানে বৃষ্টির জল জমে থাকে। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। খাটালের বর্জ্য ভেসে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এমন অভিযোগ শুনে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

বিবেকানন্দ পার্কে ভাড়া নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতাস্থিত সাদার্ন অ্যাভিনিউ অঞ্চলের বিবেকানন্দ পার্ক কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থার (কেএমডিএ) থেকে নিজেদের হাতে নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পার্কের ভিতরে ৮টি ক্লাব আছে। যেগুলি বিভিন্ন খেলাধূলা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনুষ্ঠানেও ভাড়া দিত। কলকাতা পৌরসংস্থা পার্কটিকে নিজের আওতায় আনার পরপরই কড়া ভাষায় নির্দেশিকা দিয়েছে যে, কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমতি ছাড়া এই বিবেকানন্দ পার্কে খেলা সম্পর্কিত এবং কোনরূপ অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া যাবে না। নির্দেশিকার কপি পার্কের গেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বার্তা

বসন্ত উৎসব : কালীঘাট বহুমুখী সেবা সমিতির আয়োজনে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বসন্ত উৎসবের রঙে মাতল সকলে। আয়োজনে ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ। **ছবি : নিজস্ব**

ফুল দোল : শারদীয়ার ১১তম ফুল দোল অনুষ্ঠিত হল লাইট হাউস ফর ব্লাইন্ডের ছাত্রছাত্রীদের সাথে।। **ছবি : প্রীতম দাস**

বিনিময়: নেহরু যুবকেন্দ্র উত্তর কলকাতার তত্ত্বাবধানে ৯ মার্চ থেকে ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত হল যুব বিনিময় অনুষ্ঠান দার্জিলিংয়ের যুবাদের নিয়ে। কলকাতার ঐতিহ্য ঘুরে দেখে তারা। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার বড়পণ্ডা। চারদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব কেন্দ্রের উত্তর কলকাতার আধিকারিক প্রিয়ঙ্কা ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা। অংশগ্রহণকারীরা সংস্কৃতি বিনিময়ে কলকাতাকে জানতে পেরে খুবই আপ্লুত। **ছবি : সুমন সরদার**

গরম্পরা

হাওড়ার লৌকিক উৎসব ঘেঁটু গানে শোনা যায় সম্প্রীতির সুর

দীপংকর মান্না

বাঁকুড়ার ভাদু, পুরুলিয়ার টুসু ও মালদহের গম্ভিরার মতো জনপ্রিয় হাওড়ার ঘেঁটু। ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ হাওড়ার লৌকিক দেবতা। ঘেঁটুর উল্লেখ পাওয়া যায় মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে।

'আমতার মেলাই বন্দ্যে পুরাসের ঘেঁটু
ঘুরালেন মাখাল বন্দ্যে হাসানের বটু।'

এখানে আমতা হল হাওড়ার এক নগর। আর পুরাস হল আমতার (বর্তমানে পেঁড়ো থানা) এক প্রান্তিক গ্রাম। তাই বলা যেতে পারে ঘেঁটু হাওড়া তথা আমতার নিজস্ব সংস্কৃতি। হাওড়া ছাড়া হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম ও দুই ২৪ পরগনার কিছু গ্রামে ঘেঁটুর চল আছে।

পুরান থেকে জানা যায় ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ চর্মরোগের দেবতা। পিশাচকুলে এর জন্ম। তিনি ঘোর বিষ্ণু বিদ্বেষী। তিনি নাকি দেবকুমার ছিলেন। এক সময় অমার্জনীয় অপরাধের জন্য বিষ্ণু তাকে অভিশাপ দেন। ফলে দেবকূলের পরিবর্তে পিশাচকুলে জন্ম নিতে হয়। তাই তিনি বিষ্ণুকে মোটেই সহ্য করতে পারেন না। এমনকী বিষ্ণুর নাম পর্যন্ত কানে না ঢোকে, তার জন্য দু'কানে বড় বড় ঘণ্টা বেঁধে রাখেন। কর্ণে ঘণ্টা তাহার থেকে নাম হয় ঘণ্টাকর্ণ। ঘেঁটুর কোনও মূর্তি বা মন্দির নেই। তাই নিত্য পুজো হয় না। তবে কোনও কোনও স্থানে অপরাপর দেবদেবীর আভরণ দেবতা হিসাবে ঘেঁটু নিত্যপুজো পেয়ে থাকেন। হাওড়া জেলার পাঁচলার জুজারসাহা ও আমতার পুরাস গ্রামে নাকি ঘেঁটুর একসময় নিত্য পুজো হতো।

ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন সকালে ঘেঁটুর পুজো হয়। সাধারণত গ্রামের জলাশয়ের ধারে বা তে'মাথার মোড়ে এই পুজো হয়ে থাকে বেশি। দেবতা ও পুজো বেশ অভিনব। একটি ভাঙা কুলোর ওপড় মুড়ি ভাজার খোলা উপুড় করে রাখা হয়। এবার একতাল গোবরের ওপর কয়েকটি পিটুলি ফল,কড়ি, টাটকা ভাঁটফুল (ঘেঁটুফুল) একটি হলদে কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়। নৈবদ্য বলতে চাল আর মুসুরডাল। এই পুজোর নেই কোনও মন্ত্র। লাগে না পুরুত ঠাকুর। গ্রামের কোনও বয়স্কা মহিলা এলোকেশে লাঠি দিয়ে ভাঙে ঘেঁটু। ভাঙা খোলার কুচি ও কড়ি কুড়ানোর জন্য পড়ে যায় হুড়োহুড়ি।

দুপুরে ছেলেছোকরার দল কাল্পনিক ঘেঁটু তৈরি করে। একটা কাঠের চৌকিকে উপুড় করে সাজানো হয় নীল,লাল, হলুদ কাগজ দিয়ে। চৌকির ভিতরে রাখা হয় নানা ধরনের পুতুল। পুতুলের ফাঁকে ফাঁকে দেওয়া হয় ঘেঁটুফুল(ভাট ফুল)। আধুনিক ছেলেরা চৌকির ভিতর লাগিয়ে ্কোকোকোকোকোকোকুক্কোকোক রাখে ব্যাটারি চালিত জুনি ল্যাম্প। কোথাও কোথাও রেকাবে বা ডিশে ঘেঁটু ফুল ও পুতুল দিয়ে সাজানো হয় ঘেঁটু।

সন্ধ্যায় সাজানো ঘেঁটু লাঠি দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি। কারাও ঘেঁটু নিয়ে যায় মাথায় করে।এবার বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে গেয়ে নেচে কুঁদে চলে মাগন"। চাল– ডাল– তেল– আলু–টাকা– পয়সা। ৩দিন ধরে চলে এই মাগন পর্ব। আগে ১মাস ধরে চলতো এই মাগন পর্ব। হাওড়ার বাগনান– শ্যামপুরে ক্যালেন্ডার বা পট দেখিয়ে চলে মাগন পর্ব। মাগন শেষে চলে মহা ভুরিভোজ। তাতে থাকে অনাবিল আনন্দ ও মজা। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বর্তমান নগর সভ্যতায় উদ্ভট কালচার ও মোবাইল ফোন আসক্তে ঘেঁটু আজ অবলুপ্তির পথে। কচিকাঁচাদের পড়াশোনার বোঝা, বার বার পরীক্ষা ও করোনা আবহে বাড়ি বাড়ি মাগনে পড়েছে ভাটা।

মাগন পর্বে ঘেঁটুর গান বেশ মজার।সুরে সুরে থাকে আনন্দ ও হাসি। বেশ উপভোগ্য।

প্রথমে বলি আবদারের গান–

'যে দেবে ধামা ধামা
তারে ঘেঁটু দেবে জরির জামা।'
বা
'যে দেবে একপলা তেল
তার হবে সোনার দেল।'

যদি গৃহস্থের লোকেরা চাল–তেল–আলু– পয়সা কম দেয়, তখন শোনা যায় অভিমানের সুর–

'যে দেবে শুধু বকুনি
ঘেঁটু তারে দেবে খোস–চুলকানি।

বাচাল ছেলেরা অভিমানী হলে গৃহস্থের বাড়ি ফেলে দিয়ে আসে ঘেঁটু ফুল।যাতে গৃহস্থের বাড়ির লোকেদের খোস– পাঁচড়া হয়।

বড়রা নেচে নেচে ঘেঁটুর গান করে। ওদের কেউ আবার নানারকম চরিত্র সেজে আসে। ওদের গানে এখন নানারকম বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বড়দের গানে থাকে তুমুল হাসি–

'ছাঁদনা তলায় বসিল বর বিয়ে করিতে
নাগরিরা ছুটে এলো বরং দেখিতে
বামুন ঠাকুরের লম্বা দাড়ি
তাতে মন্ত্র বলে তাড়াতাড়ি।'
বা
'ঘেঁটুর বিয়ের মেয়ে দেখিতে যাই ষোলজনা,
থলিয়াতে আছে মেয়ে নামটি বাসনা।'

'থলিয়া এখানে আমতা–২ এর এক গ্রামের নাম। সম্ভবত দুই আমতার মেল বন্ধনেই এমন গান রচনা। কখনও কখনও ঘেঁটুকে নিয়ে ব্যাঙ্গ তামাসার গান–ও শোনা যায়–

'ঘেঁটুর বিয়ের নিতবর হয়ে প্রাণ বাঁচানো দায়,
প্রাণ বাঁচানো দায়, আবার মান বাঁচানো দায়।'

এখনকার গানে শোনা যায় সমাজ পরিবর্তনের কথা। পঞ্চায়েতের কথা।পালর্স পোলিও কথা। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রতীর কথা।করোনা থেকে বাঁচার কথা। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা।

আমতার মান্দারিয়া গ্রামে সত্যচরণ সম্প্রদায় নামে ছিল এক জনপ্রিয় ঘেঁটুর দল। ছিল শিল্পীদের নিজস্ব হলুদ রঙের পোশাক। এদের গান শোনার জন্য পাড়ার মানুষ মুখিয়ে থাকতো। লোক সংস্কৃতি উৎসবে ঘেঁটু গানে জেলা তো বটেই, রাজ্য থেকেও পেয়েছে প্রশংসার তকমা। বর্তমানে এই দলের দু'একজন ছাড়া সবাই প্রয়াত হয়েছেন।

বর্ষীয়ান গবেষক ও কবি নিমাই মান্না জানালেন, ঘেঁটু গানের লৌকিক সুরে আছে আলাদা প্রাণ। বর্তমানে ঘেঁটু গানে সমাজ ভাবনার নানা কথা শোনা গেলেও, নতুন করে কেউ আর ঘেঁটু গান লেখেনা।কচি–কাঁচাদের হাতে হাতে স্মার্টফোন ঘেঁটু গানের বারোটা বাজিয়েছে।

'হাওড়ার লোকচর্চা গ্রন্থের লেখিকা ড. অবন্তী রায় জানালেন, গবেষণার প্রয়োজনে হাওড়ার বিভিন্ন থানার গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি আমতা, জয়পুর ও উদয়নারায়ণপুরে ঘেঁটুর চল বেশি দেখা যায়। সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘেঁটু গান লোপ পেতে শুরু করেছে।

গল্পকার অমিতাভ সরকার এর কথায়, আধুনিক জীবন যাপন ও চটুল হিন্দি গান ঘেঁটু গানকে কুরে খেয়েছে।

'মোদের ঘেঁটু নয়কো হিন্দু
নয়কো মুসলমান।
আয় গো তোরা আয় গো তোরা
রাখবি ঘেঁটুর মান।'

'পালর্স পোলিও চাই চাই
সোজা হয়ে বাঁচা চাই।
তাই তো ঘেঁটু দেয় ডাক
সব শিশু পোলিও পাক।'
'ঘেঁটু বলে নিন নিন
মুখে মাস্ক, ভ্যাকসিন।
দূরত্বে চলো ভাই
সাবধানে থাকা চাই।'
ঘেঁটু বলে ভাই ভাই
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই,
বোমা গুলি বারুদের গন্ধ
লোক মরে, হয়ে যায় পঙ্গু ও অন্ধ।

'বাঙলার ঘেঁটু পূজা ও ঘেঁটু গান গ্রন্থের লেখক ও শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত এর কথায়, শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক সাবলম্বী–র জন্য এখনকার ছেলেমেয়েদের আর ঘেঁটু করতে দেখা যায়না।

শিক্ষিকা ও সংগীত শিল্পী চন্দ্রিমা চক্রবর্তীর এর কথায়– এখনকার আধুনিক ছাত্র ছাত্রীদের সেকেলে বিষয় নিয়ে আগ্রহ কম দেখা যায়, ঘেঁটু হারিয়ে যাওয়ার এটা একটা কারণ হতে পারে।

সঙ্গীতশিল্পী অতনু সাউ এর কথায় ঘেঁটু গানের লৌকিক সুরে আছে আলাদা আকর্ষণ, তবে বর্তমানে সেই মানের ঘেঁটু গান লেখক ও শিল্পী আর দেখা যায় না।

নৃত্য শিল্পী জয়শ্রী খাঁড়ার কথায় ঘেঁটু গান শুনতে খুব ভালো লাগে।বেশ মজা লাগে। নানা কারণে সেই মজার মজার গান আজ হারাতে বসেছে।

তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, হাওড়ার নিজস্ব সম্পদ ঘেঁটু ও জনপ্রিয় ঘেঁটু গান কি এভাবেই হারিয়ে যাবে!

রশ্মিকলা কেন্দ্রের বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বসন্ত সমাগমের সূচনায় ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রশ্মিকলা কেন্দ্র সল্টলেকের রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনে এক সুন্দর সাংস্কৃতির সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল। গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার – শতবর্ষ পেরিয়ে আসা এই ৫ জন সঙ্গীতশিল্পী ও গীতিকারের সৃজন উপস্থাপিত করা হল। গতানুগতিকতার বাইরে এমন পদক্ষেপ করার প্রয়াসে রশ্মিকলা কেন্দ্র বরাবরই এগিয়ে। তিনটি পর্বে বিভক্ত এদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের নাম 'অমৃতম'। সাধনা গোষ্ঠীর গান দিয়ে সূচনা হল। এই পর্বে সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়কে গানে গানে স্মরণ করলেন দীপকুমার নন্দী, অভিষেক দাস, সাধনা, বিলাবল ও মল্লার শিল্পীগোষ্ঠী।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল 'নানা রঙের গান' পরিবেশন করলেন সুপ্তি রায়, সোমাশ্রী ক্ষেত্রী, তপন বণিক, রিঙ্কু চক্রবর্তী ও সুরসপ্তক গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। দ্বিতীয় পর্বের শেষে সুকুমার রায়ের অমর সৃষ্টি 'আবোল তাবোল'-এর শতবর্ষ উপলক্ষে 'নৈবেদ্য'-র ক্ষুদে শিল্পীদের পেশ করা সুকুমার রায়ের মজাদার ছড়া দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছিল।

শেষ পর্বের আকর্ষণ ছিল সলিল চৌধুরী ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের সঙ্গীত জীবন নিয়ে গ্রন্থিত নৃত্যগীতি আলেখ্য 'সলিল সুরে অবগাহন' ও 'গৌরীপ্রসন্ন স্মরণ'। সলিল চৌধুরীর কালজয়ী গান কোন 'এক গাঁয়ের বধূ', 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম' ও 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা' শোনালেন নির্মল পাত্র। সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দরাজ গলায় গাইলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা 'লাল নীল সবুজের মেলা বসেছে' ও 'কফি হাউসের সেই আড্ডা-টা'। হিমাদ্রী মুখার্জী গাইলেন 'আমি যামিনী' (এন্টনী ফিরিঙ্গী), 'ও নদীরে' (নীল আকাশের নীচে) এবং 'দোলে দোদুল দোলে ঝুলনায়' (দেয়া নেয়া)। প্রসঙ্গতঃ হেমন্ত-কণ্ঠে 'ও নদীরে' গানটি বিদেশী সিনেমা সিদ্ধার্থ ছায়াছবিতে সরাসরি বাংলা ভাষায় পরিবেশিত হয়ে নজির সৃষ্টি করেছিল। অর্ধ শতাব্দী পার হয়ে গেল, স্রষ্টা চলে যান, বেঁচে থাকে তাঁর সৃষ্টি।

গানগুলির সঙ্গে নৃত্যে সঙ্গত করলেন আশিস মৈত্র, নারায়ণ মুখার্জী, আকাশ ও সৃজনের শিল্পীরা, রিঙ্কি বোস ও মৃগনয়নীর শিল্পীরা। স্মরলিপি ও গানমঞ্চ গোষ্ঠীর পরিবেশনাও সুন্দর। সঞ্চালনা ও ভাষ্যে ছিলেন প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ও সুস্মিতা সেন। গৌরিপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা ও সলিল চৌধুরির সুরে রচিত কয়েকটি গান মাউথ অর্গানে অনবদ্যভাবে পরিবেশন করেন দেবাশীষ সেনগুপ্ত। শিল্পী মনের সুষমা-রঞ্জিত সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালনা করেন রশ্মি কলাকেন্দ্রের কর্ণধার সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের বাসভবনে সলিল চৌধুরী স্মরণানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শরৎচন্দ্রের বাসভবনে ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শরৎ সমিতির উদ্যোগে সাপ্তাহিক অধিবেশনে স্মরণ করা হল সলিল চৌধুরীকে। শতবর্ষে সলিল চৌধুরী। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলেন স্বনামখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড.শঙ্কর ঘোষ। শুরুতেই শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সংস্থার সম্পাদক ড. শ্যামল কুমার বসু। লেখক, কবি, গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর প্রতিভার নানান দিক উঠে এলো তার বক্তব্যে। বাংলা ও হিন্দি ছবির গানে আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে সুরের যে প্লাবন ঘটিয়েছিলেন সলিল চৌধুরী, সেটি উঠে এলো শঙ্কর ঘোষের বক্তব্যের মাধ্যমে। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারা গেল। সলিল চৌধুরী সুরারোপিত নির্বাচিত বেশ কিছু বাংলা বেসিক রেকর্ড ও বাংলা সিনেমার গান গেয়ে শোনালেন শিল্পী। কথায় ও গানে জমজমাট আড়াই ঘণ্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানটিতে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলেন তিনি। শিল্পীর অনুরোধে শ্রোতারা সম্মিলিত কণ্ঠে গাইলেন "ধিতাং ধিতাং বোলে কে মাদলে তান তোলে" গানটি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত।

নারী দিবসে সাংবাদিক রত্না রায়কে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সোনারপুরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংবাদিক রত্না রায়কে সম্মান জানায় বেঙ্গল মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। ব্যাচ, উত্তরীয়, ফুল গাছ, মেমেন্টো, মানপত্র সহ বিভিন্ন উপহার তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতে। সংবাদ জগতে নারীদের অবদানের জন্য বেঙ্গল মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি অনন্যা সম্মান দেওয়া হয়।

গত ২ বছর ধরে এই সম্মান জানান হয়েছে কলকাতার ২ মহিলা চিত্র সাংবাদিককে। এবার এই সম্মান দেওয়া হয় প্রসার ভারতীর দীর্ঘদিনের সাংবাদিক রত্না রায়কে।

এদিন এই অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে মানপত্র ও মেমেন্টো তুলে দেন সাংবাদিক অনিন্দিতা সিনহা। প্রায় ৪ দশক আগে সাংবাদিকতার জীবন শুরু করেছিলেন তাকে। প্রথমে ভারত কথা নামের একটি সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর হাতে খড়ি। পরে তিনি যোগ দেন প্রসার ভারতীতে। এখনও তিনি সেখানেই কর্মরত। রত্নাদেবী-ই কলকাতার প্রথম মহিলা সাংবাদিক যিনি ক্রাইম বিট করতেন। তিনি লালবাজার ও ভবানী ভবন কভার করেছেন। বউবাজার বিস্ফোরণ, শহরে স্টোনম্যানের রহস্যঘন হত্যাকাণ্ড ও একুশে জুলাই ধর্মতলার রাজনৈতিক গোলযোগের ঘটনার খবর করা তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের স্মরনীয় ঘটনা। এদিন সংবর্ধনা পাওয়ার পর রত্না রায় জানিয়েছেন, 'আমি আপ্লুত। এভাবে সম্মান পাবো কখনো ভাবিনি। বেঙ্গল মিডিয়া ফাউন্ডেশন তরফে প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ওনার মতো একজন সাংবাদিককে সংবর্ধনা দিতে পেরে সংগঠনও গর্বিত।'

জীবিকা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : গত ৮ মার্চ জীবিকা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হল ভাষার কাছে মুকুল সংঘের মাঠে। সঙ্গীত নৃত্য এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হয়। সংগঠনের ডিরেক্টর ডালিয়া রায় একপ্রেস বিবৃতিতে জানান, ৯০ এর দশক থেকে আলিপুর সাব ডিভিশনের বিভিন্ন ব্লক এবং বাসন্তী ব্লক ও হাওড়া জেলায় নারী ও শিশু কন্যাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সোসাইটি কাজ করে চলেছে। কর্মসংস্থান এবং আবহাওয়ার কুপ্রভাবের জেরে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সোসাইটি কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। পাশাপাশি কৃষি কাজে আধুনিক প্রযুক্তি প্রদানের ব্যাপার ও সংগঠন কাজ করছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করতে বিশেষ আলোচনা সভার ও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মতিথি মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: গত ১ মার্চ সন্ধ্যায় ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত (১৫১, বিবেকানন্দ রোড) বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০তম বর্ষ জন্মতিথি উৎসব সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের পরিচালনায় সাড়ম্বরে পালিত হল।

পবিত্র অনুষ্ঠানে 'শ্রুতি আলেখ্যর' উদ্যোগে ও আদিত্য নস্করের সুষ্ঠ পরিচালনায় 'যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' শ্রুতি নাটিকাটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। অংশগ্রহণ করেন পার্থ মিল, চন্দ্রা মুখার্জি, সুপর্ণা মুখার্জী, দেবশীষ মুখার্জী, অর্ণব চ্যাটার্জি, শুভেন্দু সরকার প্রমুখ। আবহ সঙ্গীতে ঈশান রায়। রচনা – প্রণব ব্যানার্জি। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ঝুনু ব্যানার্জি ও সুস্মিতা রীত। এছাড়া বিশেষ ষোড়োশপচারে পূজা, পুষ্পাঞ্জলি এবং ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বেতার শিল্পী শম্পা রায় ও তবলায় সঙ্গত দেন সজল রায়। এছাড়াও অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, সুস্মিতা চ্যাটার্জি, দেবারতি সেন, শর্মিষ্ঠা সেন মল্লিক, মিতা নাগ, সুদীপ পাল, শংকর ঘোষ শ্রাবণী সিংহ, করুণাময়ী ভট্টাচার্য প্রমুখ। বক্তা ছিলেন রাজেশ বসু, অচিন্ত্য মুখার্জি, পঙ্কজ ব্যানার্জি, তিলক ভট্টাচার্য, আরাধনা পাল, তপন চক্রবর্তী, বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রবাজ্ঞিকা আপ্তকাম প্রাণামাতাজী। সেবাব্রতানন্দ প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাস্কর রায়চৌধুরি। সঞ্চালনায় ছিলেন সুভাষ মিত্র। সহযোগীতায় ছিলেন রন্দুন রায়। অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাওয়ালির গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে সপ্তাহব্যাপী দোল উৎসব ও মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ বিধানসভার মণ্ডল জমিদারদের প্রবর্তিত ঐতিহ্যমণ্ডিত গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে ১৩ মার্চ থেকে শুরু হয়ে গেল দোল উৎসব ও মেলা। দোলের আগের দিন সন্ধ্যায় ঐতিহ্যমণ্ডিত চাঁচর আয়োজন করা হয়। ওইদিনই গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের শুরু হয়ে যায় মেলা। দোল উৎসবের দিন শুক্রবার সকাল ৭টায় গুপ্ত বৃন্দাবন ধাম থেকে শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমায় বের হয়। লক্ষাদিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছিল গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে। দুপুর ১২টায় প্রসাদ বিতরণ হয় এবং বিকাল ৪টেয় শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক সম্পন্ন হয়। এই দোল উৎসব ও মেলার পরিচালনায় আছে গোপীনাথ জিও সেবা সমিতি। মণ্ডল জমিদারদের প্রবর্তিত এই দোল উৎসব দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন

কমিটি ভেঙে পড়া মন্দির গুলোর সংস্কার শুরু করে বেশ কয়েক বছর আগে। নতুনভাবে বিগত ৫ বছর ধরে এই দোল উৎসব অন্য একটা মাত্রা পেয়েছে। যত দিন যাচ্ছে এখানে মানুষের উপস্থিতি তত বাড়ছে। অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরগুলির সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক সুমন পারুই জানালেন, ধীরে ধীরে আমরা গুপ্ত বৃন্দাবন ধামকে সাজিয়ে তুলছি। আগামী দিনে আরো কাজ আমাদের করতে হবে। বিশেষ করে এখানে সুলভ শৌচাগার করার আগে দরকার। এ বছর মানুষের আরো সাড়া পেয়েছি। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলা এবং স্থানীয় নোদাখালী থানাও যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। মেলা ৭ দিন ধরে চলবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সুমনবাবু সকলকে গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

ছবি : অরুণ লোধ

কবিতা

কত কিছু বাকী থাকে

গণেশ মালিক

কোন কাজ করি আজ সকল কাজই বাকি
কতকাল অন্ধকূপে বন্ধ করে রাখি
দিইনা সাড়া তখন ডাকল যখন দিনমনি
ব্যস্ত ছিলাম হাটে নিয়েই বিকিকিনি।
থেকেছে সুপ্ত বাসনা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি
অতৃপ্ত মনে দিন রাত স্বপ্নে ঘোরাঘুরি
অলীক সুখে কেবল মগ্ন হৃদয়
যদি অতলে তলিয়ে যাই বলো কার দায়
সময়ের দাবি বড় নিষ্ঠুর
ভিখারী হয়েছে কত রাজা-উজির
ভাগ্যাকাশে নব সূর্য হয়েছে উদয়
আলস্য ছেড়ে যারা সময়ের
ডাকে নিত্য সাড়া দিয়ে যায়
উদাসীন কতকাল আলস্য জীবন
হয়নি কিছুই কাজ, কোন পাথরে আজ পা রাখি
সকল কাজই বাকি ॥

(শহলা, মাখনা, দঃ২৪ পরগণা)

পলাশবনির গান

গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

চল যাবো চল পলাশবনি
তুলব পলাশ ফুল
গাঁথবো মালা পলাশ ফুলের
পরবো কানের দুল।
লাগবে ভালো ফাগুন দিনে
বাঁধবো মাথার চুল
রঙিন শাড়ি জড়াই লিব
কিনবো গো নাক-ফুল
পরব সালে ঘুরবো গটাই
করবো নাকো ভুল।
নাচে গানে মন মাতাবো
বলছে গো পারুল
ধামসা মাদল বাজলে পরে
হবে ভাবেতে মশগুল॥

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

অন্নকূট উৎসব

লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

আজও মানুষের চাওয়া পাওয়া
আশা আকাঙ্খা হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খায়
বৃক্ষের শাখায় পাতায়
অনেক কথার উত্তর মেলে না,
মেলে না অনেক অসঙ্গতির সমাধান।
আকাশ ঢেকে দেয় মেঘ
আলো-ঢাকা আঁধার কেটে এক সময় বৃষ্টি নামে,
রসসিক্ত মাটি প্রাণ পায়
মাঠভর্তি সবুজ গাছে গাছে অন্ন,
সমবন্টনে হবে অন্নকূট উৎসব।
পাতাঝরা সময়ে সব অভিমান ভুলে
আমাদের স্বপ্নেরা দোল খাবে
বৃক্ষেরা নতুন শাখায় পাতায়।

(জাঙ্গিপাড়া, হুগলি)

রঙে রঙে ফাগুন

আব্দুল হান্নান

দখিন হাওয়ায় ফাগুন এলো
কচিপাতায় বন
ফুলে ফুলে রঙের বাহার
করছে আয়োজন
লাগছে ভালো পূবের আলো
দোয়েল কোয়েল সুর
মহুয়া পলাশ অশোক যুঁথী
গন্ধে যে ভরপুর
সকালবেলা কুয়াশায় ঢাকা
শীতের মৃদু পরশ
আকাশ নীলে পাখনা মেলে
দল বেঁধেছে সারস
ফাগুন এলেই বসন্ত বন
আপন রূপে সাজে
আমের ডালে মুকুল দোলে
পাতায় সুর বাজে
ফুলের বনে মৌমাছি দল
গান গেয়ে পথ ঘোরে
প্রজাপতির রঙিন পাখনা
কাব্য করে ফেরে ॥

(সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

রাঙাই বসন্ত-কে

সঞ্জয় কুমার নন্দী

শিমূল লালে লাল, জবা ফুলও লাল
পলাশ সে তো আগুন ঝরায়
লঙ্কা ভীষণ ঝাল
ঊষা লালে লাল, দিগন্তও লাল
আলতা সে তো পায়ের বেশ
সিঁদুর লালে লাল।
হলদে সবুজ গাছের পাতা শুকিয়ে ফ্যাকাশ লাল
আবার চায়ের পাতা মলাই করে
ফুটিয়ে লালচে লাল।
আবির লাল হোলি লাল রঙ যদি নাও লাল
বসন্ত-কে রাঙিয়ে দিতে
আসছে ফাগের লাল।

(দক্ষিণ শুঁড়া, চকদিঘী, পূর্ব বর্ধমান)

বিবাগী বসন্ত

সীতারাম ভকত

চৈতালি বাতাসে ঘন নীল আকাশে
দিক থেকে দিগন্তে বলাকারা যায়,
দিকে দিকে পিক কূল আনন্দে মশগুল
পাগল-করা এই মধু মলয়ায়
পাতাঝরা অরণ্যে মৃদু মর্মর
বিবাগী বসন্ত বুঝি জাগায় অন্তর
পাতাঝরা তরুশাখে বন উদাসীন
কুহু কলতানে মন হয় যে রঙিন
উদাসী বিবাগী বুঝি বৈরাগীর বেশ
কোকিলের মধু সুর চড়ায় আবেশ
ধূসর উসর এই চৈতালি দিন
ফাগুন বাতাস তবু লাগে নাতো ক্ষীণ
উদাস করা এই চৈতালি হাওয়া
বনে বনান্তরে বুঝি করে আসা যাওয়া।

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

মন যমুনার ঘরে

সৌমিত্র কুণ্ডু

মন যমুনার ঘরে বসে আমি
হৃদয়ের ভাষা পড়ছি
হৃদয় তরণী দুলছে দোদুল
পাল তুলে হাল ছাড়ছি।
যখনি সে ঘর ঝড়ের আঘাতে
ফালাফালা হতে দেখেছি
তখনি তোমার কোনো ঈশারায়
এ সবের মানে বুঝেছি।
ভাঙাগড়ার কত যে খেলায়
ছাইতে শিখলে ঘর
তোমারই আবার কোন যাদুবলে
অভিশাপও হয় বর।
দুকুল ছাপানো হঠাৎ জোয়ারে
দেহতরী গেলে অতলে
তোমারি পরশে তল খুঁজে পেয়ে
নবরূপে জাগি ভূতলে॥

(রামজীবনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর)

হৃদয়কে ভালবাসাই প্রেম

অশোকানন্দ

মুক্ত হতে চাই তোমার চেতনার রঙে
আমার অন্তর্যামীর জাগরণে
রবির আলোক-রশ্মি পলাশ বনে।
নয়নতারা কোন বসন্তপঞ্চমীর পলকে পলকে
তৃষ্ণা মেটায় নীরব স্তব্ধতার এক নিদ্রামগ্নে
প্রতিনিয়ত দগ্ধ দহনে পুড়ছি মাটির উত্তাপে
তবু কেউ আশাহত নই
এই এলো বুঝি বৃষ্টি হুড়মুড়িয়ে
বৃষ্টির জল যায় দু-কূল ছাপিয়ে
মাঠ ঘাট করে প্লাবিত
প্রাণীকুল হয় উজ্জীবিত
কত নদী হয় বেগবান, তোমার আগমনে
চাই স্বচ্ছ স্রোতধারা, হোক না ক্ষীণপ্রভ প্রেমের প্রদীপ।
আবহমান প্রেম থাকুক বেঁচে।

(হালতু, কল-৭৮)

দীর্ঘ আলাপ

তীর্থঙ্কর সুমিত

বেশ কিছু সময় কেমন যেন বদলে গেছে,
নতুনের সাথে নতুন ক্রমশঃ পুরোনো হতে হতে
মিশে গেছে নদীস্রোতে
ব্যর্থতার করবী এখনও গাছের ডালে
দিন যায় ...
ফাঁকা মাঠ আর নদী

(মানকুণ্ডু, হুগলি)

জরিপ

বিবেকানন্দ নস্কর

বাবার কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছি
আকাশ ছুঁতে চাই
সময়ের ভারে বাবা নুয়ে পড়ছে
চাঁদ কিন্তু মুঠোতে পাচ্ছি না।
মায়ের পিঠ মাড়িয়ে
বড় হয়েই গেলাম
মা, তুমি আমাকে ঠিক কত বড় চাও
সমুদ্রের মত অসীম!
মাথার ওপর আকাশ-নীল
পায়ের নীচে সমুদ্র - নীল
অসীম নীলের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবন
নিজস্ব বিস্তৃতি।
আমি ঠিক কেমন আমি
নিজেই জানি না
অন্যরা কি জানে
অন্যরা কীভাবে আমাকে মাপে?

(সন্তোষপুর, চাঁদপালা, দঃ২৪ পরগণা)

মনের হদিশ

স্বপন কুমার রায়

কখন য়েন আপন মনে কার ছবি সে আঁকছিল
আঁখছিল না মনে মনেই কাকে যেন সে ডাকছিল।
ডাকতে ডাকতে ব্যাথা মনে, তাই সে মলম মাখছিল
লাগিয়ে মলম মনটাকে সে বাক্সে ভরে রাকছিল।
কোথায় আবার! দেয়াল জুড়ে মস্ত বড় তাক ছিল
সাবধানে সে রাখল, কারণ সেই তাকে মৌচাক ছিল।
এতক্ষণ যা চলছিল সব সুন্দর ঠিকঠাক ছিল
ঘুলঘুলিতে পায়রা বসে, ঘরের চালে কাক ছিল।
হঠাৎ মনের বাক্স উধাও, কোথাও কোন ফাঁক ছিল।
তবে কিনা বেশ বোঝা যায় কেউ কারো দোষ ঢাকছিল।
মন গিয়েছে হারিয়ে যদি এখন উপায় কি?
মন ছাড়া কি কেউ কখনো বাঁচতে পারে, ছিঃ।
তাকিয়ে দেখো তোমার মত রাখতে গিয়ে মন
হারিয়ে গেছে সবার, এখন খুঁজছে সারাক্ষণ।
চিন্তা কিসের বন্ধ করো মনের হদিশ খোঁজা,
মন ছাড়া সব মানুষ এখন চলছে দেখো সোজা!

(বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি, পঞ্চসায়র, কল-৯৪)

মনোজ মিত্র স্মরণে

ইলা দাস

সাতক্ষীরায় জন্ম তোমার, মৃত্যু তোমার বঙ্গে
নাট্য কথায় মুক্ত ঝরে ভক্তরা আজও সঙ্গে
উনিশ শ' উনষাটে প্রথম নাটক, প্রথম পরিচিতি
'চাক ভাঙা মধু' -তেই মঞ্চে উপস্থিতি।
পেশায় ছিলেন অভিনেতা ছিলেন নাট্যকার
বেলা শেষে পেলেন আনন্দ পুরস্কার।
প্রবীণ শিল্পী আজকে তোমায় নতুন ছন্দে গড়ি
কালি-কলম সঙ্গে নিয়ে কাব্যে স্মরণ করি।
চোখে-মুখে তেজোদীপ্তি অভিনয়ে ক্ষুরধার
স্মরণ কালে তোমায় দিলাম কবিতা উপহার
অভিনয়ে সেরার সেরা কণ্ঠে নাট্যধ্বনি
নাট্য মাঝে তুমিই ছিলে সবার নয়নমণি।

(বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি, পঞ্চসায়র, কল-৯৪)

কে সেই জন

আরতি দে

মানুষের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিলাম কিছু শব্দ
কিছু নানান ধাতুর অলংকার,
আর কিছু পাঁচমেশালি ব্যবহার।
একের সাথে এক সংযোগ করে
গেঁথেছি সুতাহীন এক মালা
এ মালা কাউকেই মানায় না-
যিনি ন্যায় বিচারের সিংহাসনে বসে আছেন,
তাঁকে ছাড়া।
আমি করজোড়ে নতজানু
সর্বনাশী ঢেউ আসার আগেই
পরিয়ে দিলাম বিচারকের গলায়॥

(শহীদনগর, কল-৭৮)

মনের বেদনা

ভরত বৈদ্য

সারারাত জেগে সাথ দিয়েছিলে আমার
বসন্তে ঝরা ফুল বুকে
জ্যোৎস্না চরাচর, শূন্য ছায়া ঘর
স্মৃতিগুলো চোখে মুখে
সেদিনের কত কথা, লেখা মনের পাতা
অলীক বেদনা অশ্রু চোখে
অন্তরকে কষে বেঁধে, কাকে বলি নীরবে কেঁদে
হারিয়েছি ওই তারাদের ঝাঁকে
অরণ্যে পথ হারা সুগভীর আঁধারে ঘেরা
পাষাণ-চাপা হাজার ধূলার নীচে
সাঁঝে হারিয়ে গেলে আমাকে না বলে
রিক্ত হৃদয় করলে পিছে মিছে।

(সন্তোষপুর, চাঁদপালা, দঃ২৪ পরগণা)

জীবন ঝড়া পাতা

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

ছড়ানো মৃত কত কথা
শুকিয়ে সবুজ হচ্ছে ধূসর কত বেদনা সয়ে সয়ে
সব স্মৃতি মুছে গেছে বসন্তে, হারিয়েছে নিজেকে
অন্তরে অন্তরে।
বৃষ্টি ভেজা অশ্রু জলে পায়নি
কোন পরিণতি কোন সকালে।
আবার নেই কোন চঞ্চলতা এ জীবন রঙ্গ মঞ্চে,
মাড়িয়ে যাওয়া পায়ের চাপে সৃষ্টি করেছে কত ক্ষতচিহ্নে,
সে হারিয়েছে প্রতিবাদের শব্দ, ধ্বনিও নয়
কখনও এ জীবন প্রশ্নে।
যা ছিল অন্তরের নিঃস্তব্দতায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
কেন জাগালে হৃদয়ে সে স্মৃতিকে আবার ফিরে।
লিভিয়েছ বাতি অন্দরমহলে যে ভালবাসার প্রশ্নে,
মিটিয়েছ প্রয়োজন তারপর ফেলেছ নীরবে বাসি
ফুলের মত করে।
ঝড়া বসন্তে প্রজাপতি ডানা মেলছে পথে প্রান্তরে
কত পরিচিত কণ্ঠে ধ্বনিত আজ অচেনা শব্দে-
হকার্সের সেলের নিলামে।
গোঙাচ্ছে ঘুমন্ত প্রেমের শব্দে নীরব নিশীথে,
জড়িয়ে ধরেছে স্বর্ণলতা সর্ব অঙ্গে সবুজ বৃক্ষে
রং হারাচ্ছে,
প্রাণহীন শুকনো পাতার চলমান জীবন অযত্নের ফসল
ফলায় রাস্তায় ফুটপাতে।
নেই অনুভবের অনুভুতি কোন জনতার,
পরিবর্তন সমাজে আমিত্বে,
সেও নিজেকে হারাবে একদিন
শুকনো পাতার রূপ নিয়ে।

জোগানদার

সন্ধ্যা ধাড়া

স্টেশন থেকে বাড়ি আসতে আমার ৪০ মিনিট লাগে। যদিও এ রাস্তায় বাস চলে না কিন্তু লরি চলে মাঝে মধ্যে, তাছাড়া অটো-টোটো-বাইকের মিছিল। আমার চলার গতি ধীর। দু'পাশের বাড়ি আর দোকান দেখতে দেখতে এগিয়ে চলা। ৩০ বছর আগে এই রাস্তার দু'পাশে দূরত্ব বজায় রেখে ৩টি দোকানে হাতে-গড়া রুটি বিক্রি হত। সঙ্গে ঘুঘনি বা আলুর দম। লোকে দোকানে বসে রুটি তরকারি খেত। আজ সেখানে ৩০টা হাতে-গড়া রুটির দোকান রমরমিয়ে চলছে। প্রায় কোন বাড়িতেই আজ আর দু'বেলা রান্না হয় না। স্বামীরা প্রয়োজন মতো রুটি লাইন দিয়ে পলিপ্যাকে করে রাতে বাড়ি ফেরে। এই যে বাড়ি সেখানে বিকেল থেকে রাত ১০-১১টা পর্যন্ত টিভিতে একের পর এক সিরিয়াল চলে। দর্শনীয় বিষয় – এক বউ তিন বর, এক বর পাঁচ বউ, হিংসা জটিলতা কপটতা খুনোখুনি রক্তারক্তি ব্যাভিচারের বন্যা। ভেসে চলেছে গৃহবধূরা। কোনওপ্রকারে সকালের রান্না খাবার গরম করে রুটি দিয়ে নৈশভোজ। মনোদৃষ্টি টিভিতেই। মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন শুরু হলে সেই ফাঁকে খাদ্য পরিবেশন – এমনই জীবন-দর্শন। আমরা যারা দু'বেলা দুমুঠো খেতে পাই, নিত্য নতুন পোষাক কিনি আর মাথায় আছে ছাদ – টিভিতেই কুপোকাত! চাকুরিরত পুরুষ-মহিলা অর্থের জোগানদার। অত্যাধুনিক সভ্যতায় শিল্পের অনবদ্য একটি দান হাতে-গড়া রুটির দোকান – এটি খাদ্যের জোগানদার।

আতশ কাচে

মমতার বার্তা

বাগানের শিল্ডজয়ের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য মোহনবাগানকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানো হয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফে। যেখানে বলা হয়, 'আরও একবার আইএসএলের লিগ শিল্ড জয় করলো আমাদের প্রিয় মোহনবাগান ক্লাব। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো দল পরপর দু'বার এই কৃতিত্ব অর্জন করার অনন্য নজির স্থাপিত হয়েছে।'

সুতীর্থার বিয়ে

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন অলিম্পিয়ান সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। নৈহাটির পথিকৃত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন। নৈহাটিতে দুই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি এবং ঘনিষ্টজনের সামনে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন দেশের অন্যতম সেরা প্যাডলার। পূর্ব পরিচিত নয়, বাবা-মায়ের পছন্দ করা পাত্রকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সুতীর্থার বর বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্তা। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত এবং বাংলার টেবিল টেনিসের উজ্জ্বল মুখ।

রবির গোল

দেশের টপ টিয়ার ফুটবল লিগে। আর তাতেই আইএসএলের শেষবেলায় খানিক উজ্জ্বল মহামেডান স্পোর্টিং। জয় না-এলেও সোমবার ঘরের মাঠে লিগের শেষ ম্যাচে এক পয়েন্ট পেল সাদা-কালো শিবির। তাতে অবশ্য লাভ বিশেষ হল না । আইএসএল আত্মপ্রকাশে লাস্ট বয় হয়েই শেষ করল শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে ১৩ নম্বরে তাঁরা। কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে এদিন পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে মহামেডানের ম্যাচের ফল ২-২ ।

নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাজ্যে মহিলা ফুটবলের উন্নয়নের লক্ষ্যে এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল রাজ্য ফুটবল সংস্থা আইএফএ। মহিলা ফুটবলের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন আইএফএর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর গৌতম ঘোষ। এই ওয়ার্কশপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন মহিলা ফুটবলে প্রথম অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত শান্তি মল্লিক, মহিলা রেফারি ও ম্যাচ অ্যাসেসর অনামিকা ঘোষ, প্রাক্তন ফুটবলার ও প্রশিক্ষক ভ্রমর দত্ত দেবনাথ, রেফারি কণিকা বর্মণ।

চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর

টানটান উত্তেজনার ফাইনালে টাইব্রেকারে ভবানীপুর এফসি ৪-৩ গোলে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে আইএফএ পরিচালিত ফুটসল ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতে নিল ভবানীপুর এফসি। নির্ধারিত সময়ে খেলা ৭-৭ গোলে অমীমাংসিত ছিল। এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ফলে জাতীয় ফুটসল টুর্নামেন্টে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবে ভবানীপুর এফসি।

৪ গোল হজম

আইএসএলে শেষটাও খারাপ ভাবে হল ইস্টবেঙ্গলের। নর্থ ইস্টের মাঠে নর্থ ইস্ট দলের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে হেরে লিগ শেষ করল টিম লাল হলুদ। আর আইএসএলে ২৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে শেষ করলো তারা।

কেন সুনীল

অবসর নিয়ে ফেলেছিলেন। তার পরেও সুনীল ছেত্রীকে ভারতীয় দলে কেন ফেরানো হল, তা নিয়ে তীব্র চর্চা গোটা দেশে। ভারতীয় কোচ মার্কেজ বলেন, আমি বরাবরই বলে আসছি জাতীয় দলে খেলা ফুটবলাররা সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে জাতীয় দলকে ভাল ফল করতে হবে। এই মুহূর্তে ছেত্রীই সেরা ভারতীয় স্ট্রাইকার। এই নিয়ে কোনও সন্দেহ আছে বলে আমার মনে হয় না।

শিল্ড জিতেই পরের মরশুমের ভাবনা শুরু বাগান কোচ মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের মাঠে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে জিতে শিল্ড জয়ের উদযাপন করল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, যা নিয়ে খুবই খুশি তাদের স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনা। এ মরশুমেরই আগে তিনি দলের দায়িত্ব নেন এবং মরশুম শুরুর দিকে দল অতটা ছন্দে না থাকলেও ক্রমশ তিনি দলকে কঠিন লড়াইয়ের জন্য তৈরি করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ধারাবাহিক সাফল্য পায় সবুজ-মেরুন বাহিনী। শেষ পর্যন্ত রেকর্ড সংখ্যক জয়, পয়েন্ট, ঘরের মাঠে জয়, ক্লিন শিট এবং আরও বেনজির সংখ্যা নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার শিল্ড জিতে নিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এই অসাধারণ ও ঐতিহাসিক সাফল্য নিয়ে কী বললেন সবুজ-মেরুন বাহিনীর স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনা?

শিল্ড জয় প্রসঙ্গে

শিল্ড জয় আমাদের এক বিশাল সাফল্য। এটা সবার সেরা। আমি এই মরশুমের প্রতিটি দিন উপভোগ করছি। আমি আমার খেলোয়াড়দের এই সাফল্যে সাহায্য করেছি। আমি সত্যিই খুশি—তাদের জন্য, ক্লাবের জন্য, মালিকের জন্য, ম্যানেজমেন্টের জন্য, কোচিং স্টাফের জন্য। অবশ্যই, আমাদের সমর্থকদের জন্যও। আমি সবার জন্যই আনন্দিত। আমি মনে করি, এটা আমাদের প্রাপ্য।

সবুজ-মেরুন কোচের চাপ

মোহনবাগানের কোচ হওয়া সবসময়ই একটা বড় দায়িত্ব। কারণ, সবাই জানেন, মোহনবাগানের কোচ হওয়ার মানে কী এবং কতটা চাপ নিতে হয়। গত মরশুমে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, কিছুই সহজ ছিল না। পরপর শিল্ড জেতার পর বাড়তি চাপ ছিল। আমি আমার খেলোয়াড়দেরও বলেছিলাম—এই বছরটা খুব কঠিন হতে চলেছে, কারণ, তোমরা চ্যাম্পিয়ন। সবাই তোমাদের হারানোর চেষ্টা করবে। তাই তোমাদের আরও শক্তিশালী হতে হবে এবং সবাইকে প্রমাণ দিতে হবে যে তোমরা সত্যিই চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড়। কারণ, জয়ী হওয়া কঠিন। কিন্তু জিতে চলা, বারবার জেতা এবং সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আরও কঠিন।

পরবর্তী মরশুম

একটাই চিন্তা— পরবর্তী মরশুমে কী করব? কারণ, সবাই আশা করবে আমরা আরও ভাল করব। তাই পরের মরশুম সত্যিই কঠিন হবে। কারণ, এই মরশুম অসাধারণ কেটেছে। অবশ্যই আমরা আবার চেষ্টা করব। তবে পরের মরশুমেও একই রকম ভাল করা কঠিন হবে।

অসাধারণ রক্ষণ বিভাগ

১৫টা ক্লিন শিট। এরপর আমার ডিফেন্স নিয়ে আর কিছু বলার দরকার আছে? আমার মনে হয়, এটাই যথেষ্ট। কিন্তু, আমি আবারও বলছি, ডিফেন্স মানে শুধু ডিফেন্ডার বা গোলকিপার নয়। ডিফেন্স পুরো দলের ব্যাপার। স্ট্রাইকার থেকে গোলকিপার পর্যন্ত সবাই একসঙ্গে রক্ষণ সামলায়। শুরুর দিকে এটা একটু কঠিন ছিল। আজ আপনারা দেখেছেন আমাদের রক্ষণ। আমার কাছে দল মানে দল। আমি ডিফেন্স এবং আক্রমণকে আলাদা করে দেখতে পারি না। ডিফেন্ডার এবং গোলকিপার তাদের সাহায্য না করলে অ্যাটাকাররা গোল করতে পারবে না। যদি তারা সুযোগ তৈরি না করে, যদি সঠিকভাবে বিল্ড-আপ না হয়। তাহলে স্ট্রাইকাররা কিভাবে ভাল জায়গায় থাকবে গোল করার জন্য?

আন্তর্জাতিক অবকাশে ছন্দপতন?

আমি মনে করি, আমাদের প্রত্যেকের বাড়ি যাওয়ার, প্রিয়জনদের সাথে দেখা করার, পরিবারের সাথে সময় কাটানো এবং বিশ্রাম নেওয়া দরকার। তা হলে আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব। আমি নিশ্চিত যে, খেলোয়াড়রা ফিরে এসে প্লে-অফ খুব উপভোগ করবে, কঠোর পরিশ্রম করে প্রস্তুত হয়ে ফিরে আসবে এবং ম্যাচ জেতার চেষ্টা করবে। দলের কয়েকজন খেলোয়াড় জাতীয় দলের শিবিরে থাকবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এটা তাদের জন্য ভাল। ক্লাবের জন্য এবং আমার জন্যও ভাল।

সমর্থকদের ধন্যবাদ

সমর্থকদের ছাড়া এখানে খেলতে নামা অনেক সময় বেশ কঠিন। আমি আগেও বলেছি, এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। ঘরের মাঠে খেলতে নামলে মনে হয়, আমরা যেন একজন অতিরিক্ত খেলোয়াড় নিয়ে খেলছি। কারণ, সমর্থকেরা আমাদের অনেক সাহায্য করে। কিন্তু সত্যি বলতে, আমরা সবসময় একইরকম খেলতে চেষ্টা করি—ঘরে হোক বা বাইরে। তাদের উদ্দেশ্যে বলব, আপনাদের সমর্থনের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আমাদের জন্য সত্যিই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।'

ভাগ্যের সাহায্যে সেরা সাফল্য?

এটা আমার সেরা সাফল্য কিনা, আমি জানি না। আশা করি, আমার সেরা সময় এখনও আসেনি। আমি প্রতিদিন সফল হওয়ার জন্য পরিশ্রম করে চলেছি। ভাগ্য বিনামূল্যে আসে না।

চিলির আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গে উত্তরপাড়ার শুভম

নিজস্ব প্রতিনিধি : একের পর এক শৃঙ্গ জয় করা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এবার আরও একটি লক্ষ্যপূরণ করলেন হুগলির উত্তরপাড়ার বাসিন্দা শুভম চট্টোপাধ্যায়। পৃথিবীর উচ্চতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ওজোস দেল সালাডো জয় করলেন শুভম। একাধিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তিনি চূড়ায় উঠে ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ালেন। তাঁর সাফল্যের খবর এসে পৌঁছেছে উত্তরপাড়ার বাড়িতে। ছেলের সাফল্যে খুশি বাবা-মা, প্রতিবেশীরা। হুগলির উত্তরপাড়ার হিন্দমোটরের বাসিন্দা বছর সাতাশের শুভম চট্টোপাধ্যায়। পাহাড়ের প্রতি তাঁর ছোট থেকেই টান। একটু বড় হওয়ার পরই শুরু হয়েছিল পাহাড়ে ওঠার প্রশিক্ষণ। ক্রমে একের পর এক শৃঙ্গ জয়

করতে শুরু করেন তিনি। এবার তাঁর লক্ষ্য ছিল আর্জেন্টিনা চিলি সীমান্তে অবস্থিত ওজোস দেল সালাডো। এটি পৃথিবীর উচ্চতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। উচ্চতা ২২,৬১৫ ফুট বা ৬,৮৯৩ মিটার। এটি চিলির সর্বোচ্চ পর্বত হিসেবে পরিচিত। চিলি ও আর্জেন্টিনা সীমান্তে অবস্থিত আন্দিজ পর্বতের একটি স্ট্যাটো ভলক্যানো বলেও এর পরিচয় আছে। জানা গিয়েছে, ওজোস দেল সালাডোতে শেষ আগ্নেয় বিস্ফোরণ হয়েছিল প্রায় ১৩০০ বছর আগে। তবে ১৯৯৩ সালে এই আগ্নেয়গিরি থেকে সামান্য অগ্নিকুণ্ড নির্গমন হয়েছিল বলে খবর। স্প্যানিশ নাম ওজোস ডেল সালাদোর অর্থ 'লবণের চোখ'। পাহাড়ের ৬,৩৯০ মিটার উচ্চতায় রয়েছে 'ক্রেটার হ্রদ'। যেটি বিশ্বের সর্বোচ্চ হ্রদ বলে মনে করা হয়। এই শৃঙ্গে ওঠার রাস্তা যথেষ্ট বিপজ্জনক। আবহাওয়াও যথেষ্ট প্রতিকূল। আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, অক্সিজেনের মাত্রাও অনেকটাই কম। তবুও এই আগ্নেয়গিরি জয়ের লক্ষ্যেই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন শুভম। এবার সরস্বতী পুজোর দিন বাড়ি থেকে চিলির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। অন্যান্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে পাদদেশ থেকে রওনা হয়ে ১১ ঘণ্টা পরে তিনি ওজোস ডেল সালাদোয় উঠেছেন। ভারতে প্রথম তিনিই এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

রামনবমীর জন্য ইডেনে ম্যাচ ঘিরে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপারজায়ান্ট ম্যাচ নিয়ে আচমকাই জটিলতা! আগামী ৬ এপ্রিল ওই ম্যাচ আদৌ কলকাতায় হবে কিনা, সেটা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেল নিরাপত্তা নিয়ে কলকাতা পুলিশের দেওয়া চিঠিতে। যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজি এখনও আশাবাদী, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ই নাইটদের ম্যাচ আয়োজন করা যাবে। আইপিএল শুরু হচ্ছে আগামী ২২ মার্চ। প্রথম ম্যাচে ইডেনেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে মুখোমুখি হবে নাইটরা। সেই ম্যাচ আয়োজনে কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা হল ৬ এপ্রিল ইডেনে লখনউ বনাম কলকাতা ম্যাচ নিয়ে। আসলে ওই দিন রামনবমী। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু মিছিল বেরোতে চলেছে রামনবমী উপলক্ষে। তাছাড়া সাম্প্রতিক অতীতে রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে অশান্তির ছবিও দেখা গিয়েছে। তাই কলকাতা পুলিশ সতর্ক। রামনবমীর দিন ইডেনে ম্যাচে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় বলে ইতিমধ্যেই সিএবিকে চিঠি দিয়েছে পুলিশ। আর তাতেই জটিলতা। যদিও কেকেআর এখনও আশা ছাড়তে নারাজ। ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রের খবর, ৬ এপ্রিল লখনউ ম্যাচ ইডেনেই করার ব্যাপারে আশাবাদী তারা।

জেলায় জেলায় টক্কর

সামাজিক বার্তা দিতে সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃক্ষরোপণ ও রক্তদানের সচেতনতার বার্তা দিতে সাইকেল নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছে ২৬ বছরের প্রসেনজিৎ দাস ওরফে জোজো।

৪ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ৫৪ তম দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি সদর শহর সিউড়িতে আসে প্রসেনজিৎ। ৫ মার্চ কলকাতায় পৌঁছে তিনি বলেন, বিশ্ববান্ধব পরিবহন সাইকেল। বৃক্ষরোপণ ও রক্তদানের সচেতনতার বার্তা দিতে ৪ জানুয়ারি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি সাইকেলে করে বিশ্ব ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। সিউড়ি, দুবরাজপুর, বাঁকুড়া, ওড়িশা দিয়ে শ্রীলঙ্কা যাবো। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে প্রসেনজিতকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সেরা লিগে ১০০০ পয়েন্টের অনন্য নজির মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি আইএসএলে একের পর এক রেকর্ডের মালিক হয়েছেন বিশাল কাইথরা। তবে লিগের শেষ ম্যাচে এমন এক নজির গড়ল মোহনবাগান, যা বিশ্বের যে কোনও ক্লাবের কাছেই ঈর্ষণীয়। একমাত্র ক্লাব হিসাবে ভারতের সেরা লিগে সবমিলিয়ে ১০০০ পয়েন্ট পেল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।কীভাবে তিলে তিলে গড়ে উঠল ১০০০ পয়েন্টের রত্নভাণ্ডার? তার জন্য ফিরে যেতে হবে প্রায় ৩০ বছর পিছনে। ইতিহাসের প্রথম পাতাটা পড়ে দেখতে হবে জাতীয় লিগের সময় থেকে। ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রথমবার জাতীয় লিগে মোহনবাগানের অর্জন ছিল ৫ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট। আর সেখান থেকে এগিয়ে আসা যাক ২০২৫ সালে। এবার আইএসএলের শেষ ম্যাচে এফসি গোয়াকে হারিয়ে ২৪ ম্যাচে মোহনবাগানের প্রাপ্তি ৫৬ পয়েন্ট। মোট ২৯টি মরশুমে মোহনবাগানের মোট সংগ্রহ ১০০০ পয়েন্ট। দেশের প্রথম পর্যায়ের লিগে যে পয়েন্ট অর্জনের কৃতিত্ব অন্য কোনও দলের নেই।জাতীয় লিগের প্রথম মরশুমটা ভালো না কাটলেও, দ্বিতীয় মরশুমেই চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। ১৯৯৯-০০ সালেও ফের ভারতসেরার খেতাব। ২০০১-০২ সালে তৃতীয়বার জাতীয় লিগে সেরা হয় সবুজ-মেরুন। তারপর ২০০৭-০৮ সালে শুরু হয় আই লিগ। সেখানে প্রথম মরশুমে ১৮ ম্যাচে অর্জন ৩০ পয়েন্ট। ১৩টি মরশুমে মোট পয়েন্ট সংখ্যা ২৭৬। তার মধ্যে জয় ১২৬টি ম্যাচে। ২০১৪-১৫ ও ২০১৯-২০ মরশুমে চ্যাম্পিয়নও হয় তারা।তারপর আইএসএলেও উড়েছে সবুজ-মেরুনের সাফল্যের পতাকা। ২০২০-২১ থেকে আইএসএলে যুক্ত হয়ে প্রথম মরশুমে সংগ্রহ ২০ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট। পর পর দুবার লিগ শিল্ড জয় ছাড়াও, আইএসএল কাপও জিতেছে তারা। ২০২৪-২৫ মরশুমে আবারও আইএসএল কাপ জয়ের হাতছানি রয়েছে সবুজ-মেরুনের সামনে। তবে সেই ট্রফি জয়ের আগেই ১০০০ পয়েন্টের পাহাড়ে উঠে গেল মোহনবাগান। লিগ শিল্ড হাতে পাওয়ার রাতে ১০০০ পয়েন্টে পৌঁছনোর নজির, জোড়া ইতিহাস গড়ে বাগান সমর্থকরা মেতে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে।

বাগানে দ্রুত ঠিক হবে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে মোহনবাগানে। ক্লাব তাঁবুতে কার্যকরী সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বে নির্বাচন সংক্রান্ত পাঁচ সদস্যের যে কমিটি তৈরি হয়েছে, তাঁদের হাতে ২০ মার্চ সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। সেই কমিটিই নির্বাচনের দিন ঠিক করবে। সেই কমিটিই নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে। জানা গেছে পরবর্তী বৈঠক হবে ২০ মার্চ। সেদিনই নির্বাচনী বোর্ডকে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে। ক্লাব তাঁবুতে মিটিংয়ে উপস্থিত ক্লাবের শীর্ষ কর্তারা। ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মানস ভট্টাচার্যরাও।

২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে যত রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ বছর পর হারের মধুর বদলা। পরপর দু'বার আইসিসি ট্রফি জয় টিম ইন্ডিয়ার। ফাইনালে হিট রোহিতই। গত বছর জুন মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। ৯ মাসের মধ্যে অধিনায়ক হিসাবে আরও একটি আইসিসি ট্রফি জিতলেন রোহিত শর্মা। গ্রুপপর্বে কিউয়িদের হারানোর পর ফাইনালেও বধ। এক যুগ পর চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ঘরে তুলল টিম ইন্ডিয়া। এর আগে ২০০২ সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ২০১৩ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনি এই ট্রফি জিতেছিলেন। ২৫ বছর আগে ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৪ উইকেটে হারতে হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতকে। মধুর বদলাও নিয়ে ফেলল ভারত। নিউজিল্যান্ডের ২৫১ রানের

জবাবে ৪৯ ওভারে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ভারত। টিম ইন্ডিয়াও জেতে সেই ৪ উইকেটে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সব রেকর্ড।

●চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে রেকর্ড ৩য় বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। পেছনে ফেলেছে দুবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে।

●চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে এক টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি ছক্কা-১৪০। ভেঙেছে ২০১৭ সালের রেকর্ড-১১৩টি।

●এক আসরে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি এবারই (১৪)। পেছনে পড়েছে ২০০২ ও ২০১৭ সালের ১০ সেঞ্চুরি।

●চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত দুটি ইনিংসই এবার হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের বেন ডাকেট ১৬৫ রান করে ভাঙেন ২০০৪ সালে নিউজিল্যান্ডের নাথান অ্যাস্টলের রেকর্ড (১৪৫)। ডাকেটের রেকর্ডটা ৪ দিন পরই কেড়ে নেন ইব্রাহিম জাদরান। আফগানিস্তান ওপেনার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে করেন ১৭৭ রান।

●চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরি করেছেন ডেভিড মিলার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ৬৭ বলে সেঞ্চুরি করে বীরেন্দর শেবাগ ও জশ ইংলিসের রেকর্ড ভাঙেন প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান।

●চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রানের দুটি ম্যাচই হয়েছে এবার। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচে হয়েছে রেকর্ড ৭০৭ রান। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা মিলে করেছে ৬৭৪ রান।

●এবার বোলাররা ৫ উইকেট পেয়েছেন চারবার। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এর আগে সর্বোচ্চ তিনবার ৫ উইকেট নেওয়ার ঘটনা ছিল ২০০৪ সালে।

●ওয়ানডেতে টানা টস হারার রেকর্ড গড়েছেন রোহিত শর্মা। ভারত অধিনায়ক টানা ১২ ম্যাচে টসে হেরে ভেঙেছেন ব্রায়ান লারার রেকর্ড।

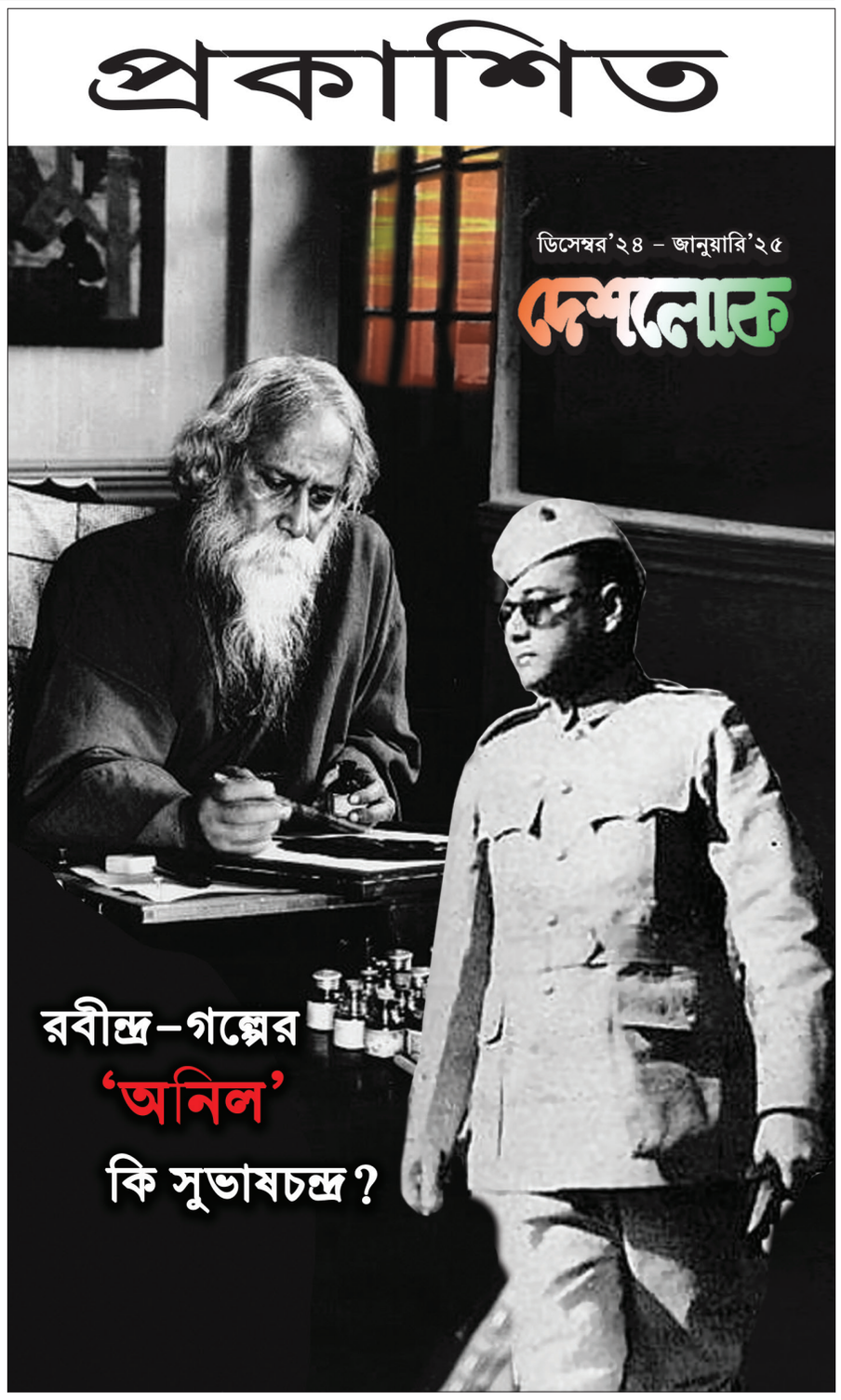

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com